যদু রায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

—All your ancient customs,
And long-descended usages, I'll change.
Ye shall not eat, nor drink, nor speak nor move,
Think, look, or walk, as ye were wont to do.

* * * * *

For all old practice will I turn and change
And call it reformation—Marry will I!

'Tis Even that we're at Odds.

গোপীনাথপুর রামনাথ সান্যালের বহির্বাটী লোকে লোকারণ্য। বৈশাখ মাসের প্রথম ভাগে একদিন বৈকালে রামায়ণের কথা হইতেছে। কথক কালী শিরোমণি বেদিতে উপবিষ্ট, গলে পুষ্পের মালা দুলিতেছে, সম্মুখে রামায়ণ, তদ্‌পার্শ্বে পুষ্পাবৃত লক্ষ্মীনারায়ণের প্রস্তর মূর্ত্তি। নাট-মন্দিরের মধ্যে শ্রোতাগণ অনন্যমনে ভক্তিভাবে জগতে অতুলনীয় অপূর্ব্ব রামচরিত্র শ্রবণ করিতেছেন। নাটমন্দিরের উভয় পার্শ্বে ও চণ্ডীমণ্ডপে চিক্ ঝুলিতেছে। চিকের

অন্তরালে গললগ্নবাসা প্রাচীনা বিধবার সংখ্যাই অধিক। জীবনের যে অংশে পদার্পণ করিলে অজ্ঞাতসারে সংসার-বন্ধন শিথিল হইতে থাকে, যে বয়সে "হরের্নামৈব কেবলং" ভিন্ন আর কিছুতেই আত্মার প্রীতিবিধান করিতে পারে না, শ্রোতাগণের মধ্যে অনেকেই সেই বয়সে উপনীত। সকলেরই চক্ষু কর্ণ কথকের প্রতি সম্পূর্ণ রূপে নিহিত।

কালী শিরোমণি শোকোদ্দীপক আলিয়া রাগে বনবাসী রামচন্দ্রের শোকোচ্ছ্বাস প্রস্ফুটনে প্রবৃত্ত হইলেন। বক্তব্য বিষয়ের মনোহারিত্বে, কথকের কলকণ্ঠ বিনিঃসৃত বাক্য কৌশলে, স্থানের পবিত্রতায়, মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনিতে শ্রোতাদিগের চিত্তবৃত্তি কখন বৈরাগ্য-সঞ্চালিত, কখন করুণা রসে আপ্লুত হইতেছিল। অকালমৃত পুত্র কলত্রাদির শোক পুনরায় জাগ্রত হওয়ায় কেহ কেহ উত্তরীয় বসনে মুখাবৃত করিয়া শোকবিকৃত কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিতেছিলেন। এমন সময় নাটমন্দিরের দক্ষিণাংশে দাঁড়াইয়া কোট পেন্টুলন-ধারী এক যুবক চীৎকার করিয়া বলিল "কথক ঠাকুর! ক্ষান্ত হও, পৈশাচিক কোলাহলে পবিত্র নিকেতন কলুষিত করিও না"। সভাস্থ লোকে বিস্মিত হইল।

যুবকের বামহস্তে কুরিয়াব্যাগ, দক্ষিণ হস্তে পিচের লাঠি, পকেটে 'গীতি-প্রবাহ' নামে ক্ষুদ্র পুস্তক। সভাস্থ সকলেই চিনিল এ যুবক তারকনাথ সান্যাল, ব্রহ্মময়ীর পুত্র, রাম-নাথের ভ্রাতুষ্পুত্র। তারক দেখিতে মধ্যমাকার, গৌরবর্ণ,

ভ্রূ খুব টানা, চক্ষু কোটরগত, কপাল অপ্রশস্ত, গোঁপদাড়ী খুব জাঁকাল। চুলগুলি কখন তৈল বা চিরুণী স্পর্শ করে নাই, বায়ুভরে আন্দোলিত হইয়া মস্তকের গঠন সম্বন্ধে ক্ষণে ক্ষণে দর্শকের ভ্রম জন্মাইতেছে। তারক বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে স্থানান্তরে থাকিতেন; ব্রহ্মময়ী পুরাণ পাঠের সূচনা করিয়াছেন শুনিয়া তারক আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বাটীতে আসিয়াই লক্ষ্মীনারায়ণকে সশরীরে বৈকুণ্ঠে ফেরত পাঠানের জন্য তারক বুটপায়ে বিগ্রহসমক্ষে উপস্থিত হইয়া লাঠির বক্রভাগ দ্বারা লক্ষ্মীর গলদেশ বেষ্টনের উদ্যোগ করিলেন। শিরোমণি বেগতিক দেখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে ঠাকুর লইয়া দ্রুতপদে সভা হইতে প্রস্থান করিলেন। ভগবদ্ভক্ত শ্রোতাগণ অসময়ে সভাভঙ্গ হইল দেখিয়া ক্ষুণ্ণমনে সান্যাল-বাটী পরিত্যাগ করিলেন। ব্রহ্মময়ী উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন, রামনাথ নীরবে অশ্রুজল মোচন করিলেন।

তারক চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন প্রায় সকলেই চলিয়া গিয়াছে, কেবল এক বৃদ্ধ নাটমন্দিরের এক প্রান্তে বসিয়া কি ভাবিতেছে। বৃদ্ধের গলে রুদ্রাক্ষ মালা, কপালে রক্তচন্দনের টিপ্, যজ্ঞোপবীত অর্দ্ধলুক্কায়িত ভাবে কটীদেশে রক্ষিত। বৃদ্ধ নীরবে বসিয়া ব্রহ্মময়ীর ক্রন্দন শ্রবণে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, কখন দীননয়নে রামনাথ সান্যালের দিকে চাহিতেছেন। তারক সম্মুখে থাকিলেও বৃদ্ধ তাহার দিকে একবারও দৃষ্টিপাত করিলেন

না, কোন কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন না। বৃদ্ধের এ ভাব তারকের অসহ্য হইল। তারক পিচের লাঠি হাতে করিয়া বৃদ্ধের ঠিক সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধ পূর্ব্ববৎ নীরব, গম্ভীর, বিমর্ষ। তারকের মুখ ফুটিল, অতি কর্কশ স্বরে বৃদ্ধকে বলিলেন "কবিরাজ মহাশয়, আমি জানি আমার শত শত বারণ না শুনিয়া আপনার পরামর্শেই মা ঠাকুরাণী এই পুরাণপাঠের কেলেঙ্কারী ঘটাইয়া অর্থের অপব্যয় করিয়াছেন, সমাজে আমাকে কলঙ্কিত করিয়াছেন।"

কবিরাজ রামলোচন সেন বিজ্ঞ, বহুদর্শী, বৈদ্যশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন। সত্য কথায় ও স্বধর্ম্মে কবিরাজের বিশেষ অনুরাগ ছিল। দোষের মধ্যে রামলোচন বড় মুখর। 'নব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্' কথাটা কোন কালেও রামলোচনের নিকট আদৃত হয় নাই। তিনি তারকের কথায় প্রথমে কোন উত্তর না দিয়া তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তারক আবার বলিলেন "কুপরামর্শ দিয়া মাকে পৌরাণিক বিভ্রাটে ফেলিয়াছেন, পরে আমার বাটীতে বসিয়া আমার কথার উত্তর না দিয়া আমারই প্রতি অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। এরূপ ব্যবহারে আপনার কি অধিকার আছে তাহা আমি এখনই জানিতে চাই, এখনই"—

কবিরাজ আর নীরব থাকিতে পারিলেন না। বিকট হাস্য করিয়া বলিলেন "অধিকার,—"অধিকার আমার নাই,

থাকিবার কথাও নাই। যে দিন হইতে জাতিভেদাত্মক সমাজশাসন বাঙ্গালা হইতে উঠিয়া গিয়াছে, যে দিন হইতে স্বধর্ম্মত্যাগী স্বেচ্ছাচারী নরাধমের দণ্ডবিধান রহিত হইয়া গিয়াছে, যে দিন হইতে পাঠশালার দুগ্ধপোষ্য বালক বাচালতাকে সারগর্ভ বক্তৃতা ভ্রমে প্রলাপ বকিতেছে, যে দিন হইতে ধৃষ্টতাকে স্বাধীনতা বলিয়া বালকবৃন্দের ভ্রম জন্মিয়াছে, সেই দিন হইতে সকল অধিকার হারাইয়াছি। সমাজে তোমাকে কলঙ্কিত করিয়াছি? কোন্ সমাজে? হিন্দু কি মুসলমান কি খ্রীষ্টানের সমাজে? তুমি ত ইহার কোন সমাজেই নাই। তবে কুলাঙ্গারের একটা সমাজ আছে বটে। তাহাতেও তোমার কলঙ্ক হওয়ার কথা নাই। তুমি আজ যে মানসিক বলের পরিচয় দিয়া—পৈশাচিক বলের পরিচয় দিয়া—পুরাণপাঠের সভা ভাঙ্গিয়াছ তাহাতে সেই কুলাঙ্গারের সমাজে তোমার অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে।”

তারকের কোটরগত ক্ষুদ্র চক্ষু বিস্ফারিত হইল। উভয়হস্তে কর্ণ ঢাকিয়া লম্বাটানে ‘উঃ’ বলিলেন। যদি এক শব্দের পরে একাধিক বিসর্গ দেওয়া ভাষাবিরুদ্ধ না হইত তবে তারকের সেই অদ্ভুত ‘উঃ’ পাঠকের বোধগম্য হইত। তারক ‘উঃ’ বলিয়া ললাট কুঞ্চিত করিলেন, চক্ষু তিলার্দ্ধের জন্য মুদিত হইল। কবিরাজ শুনিলেন তারক ফিস্ ফিস্ শব্দে ‘বিভো’ বলিতেছেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে তারকের একট

সামাজিক প্রক্রিয়া শেষ হইল। কবিরাজের দিকে চাহিয়া তারক বলিতে লাগিলেন "আমি যে সমাজের লোক তাহার মর্য্যাদা তুমি কি বুঝিবে? বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, পদমর্য্যাদায় সে সমাজের লোক তোমা অপেক্ষা সহস্রগুণে বড়। তুমি চিরকাল পাড়াগাঁয়ে নাড়ী টিপিয়া বেড়াইয়াছ, সভ্যতার মুখ দেখ নাই, দেশের অবস্থা বুঝ নাই, কোন সম্প্রদায়ের লোকের দ্বারা ভারতের কি কি উপকার হইতেছে বা হইবে তাহা বুঝিতে পার নাই, বুঝিতে চেষ্টাও কর নাই, কেবল ঈর্ষ্যার বশীভূত হইয়া অমূলক নিন্দাবাদে বিশেষ দক্ষতালাভ করিয়াছ। আমার সমাজ কি কুলাঙ্গারের সমাজ? যদি কুসংস্কারাচ্ছন্ন পৈতৃক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অদ্বৈতবাদমূলক পবিত্র ধর্ম্ম অবলম্বন করা কুলাঙ্গারের ধর্ম্ম হইত তবে প্রহ্লাদকে দৈত্যকুলের ভূষণ না বলিয়া কুলাঙ্গার বলিতে হয়, কারণ তিনি পৈতৃক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন।" *

কবিরাজের মুখে বিদ্রুপাত্মক মর্ম্মভেদী হাসি দেখা গেল। তারককে লক্ষ্য করিয়া কবিরাজ বলিতে লাগিলেন "বুঝিলাম, তুমি সান্যাল বংশের প্রহ্লাদ!! ভগবান্ নরসিংহ রূপে অবতীর্ণ হইয়া বিষ্ণুদ্বেষী হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া ভূভার হরণ

* ইংরাজী ১৮৮৬ সনে পাবনায় অবস্থিতি কালে কলেক্টরীর মুনসী খানায় তারক-জাতীয় এক "মহাপুরুষের" মুখে এইরূপ তর্ক বিতর্ক শুনিয়াছিলাম।

করিয়াছিলেন ; এখন আবার কলির প্রহ্লাদে বসুধা ভারি হইতেছে। জানিনা মধুসূদন কতদিনে কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিবেন। তোমার সমাজের প্রত্যেক লোক আমা অপেক্ষা বিদ্যা বুদ্ধি ও পদমর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ হউক, তাহাতে দুঃখ কি ? বরং সুখের কথা। কিন্তু তাহারা প্রকৃত পক্ষে শ্রেষ্ঠ কি না সে বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ আছে। যাহারা মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, শঙ্করাচার্য্যকে চিনিল না, তপঃশুদ্ধবুদ্ধির অপূর্ব্ব সৃষ্টি বেদ বেদান্ত গীতা প্রভৃতি পাঠ করিল না, অথবা পাঠ করিয়াও গূঢ় তাৎপর্য্য গ্রহণে সমর্থ হইল না ; যাহারা কেবল মাত্র বিকৃত-ভাবাপন্ন অনুবাদের অংশ মাত্র পাঠ করিয়া বিনা আরাধনায়, বিনা চিন্তায়, **একমেবাদ্বিতীয়ম** বুঝিয়া ফেলিল ; যাহারা সর্ব্বব্যাপিনী শিক্ষার আধার মহাভারত পাঠের সময় পাইল না, অথচ দ্রৌপদীকে জনাকীর্ণ সভায় আনিতে শিখিয়া লইল, তাহার আবার বিদ্যা কোথায় ? যে আপনার অতুল পৈতৃক সম্পত্তি অতল সাগরে ভাসাইয়া পদ্মরাগমণির বিনিময়ে বৈদেশিক কাঁচের বাসন ক্রয় করিল সে যদি বুদ্ধিমান হয়, তবে নির্ব্বোধ কে ? যে অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া পরপদ সেবায় আত্মসমর্পণ করিল তাহার আবার মর্য্যাদা কোথায় ? আমি চিরকাল নাড়ী টিপিয়া বেড়াইয়াছি সত্য, নাড়ী টিপিয়া আর্ত্ত ব্যক্তির কষ্টদূর করা, মুমূর্ষু ব্যক্তির জীবন দান করা আমার ব্যবসায়,

জীবনের প্রধান ব্রত। তবে নাড়ী না টিপিয়াও অনেক সময় বাহ্যিক লক্ষণ দেখিয়া রোগ নির্ণয় করিয়া থাকি। তোমার নাড়ী টিপি নাই, তবু নিশ্চয় বলিতে পারি তোমার সম্পূর্ণ বিকার উপস্থিত। হরিতালভষ্ম, অঘোর নৃসিংহরস, অথবা সাক্ষাৎ হলাহল এ বিকার কাটিতে পারিবে না; এই বিকারের চরমাবস্থায় তুমি উন্মাদ হইবে। তোমার গোঁপদাড়ী উঠিয়াছে, এখন আর এ রোগ ভাল হইতে পারে না। আর কিছু কম বয়স হইলে সদ্যফলপ্রদ চপেটাঘাত নামে একটা মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করিয়া দেখিতাম।”

কথার সঙ্গে কবিরাজ দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া মুষ্টিযোগের আভাস দিলেন। “সাক্ষাৎ সয়তান” বলিয়া তারক রামলোচনের মস্তক লক্ষ্য করিয়া পিচের লাঠি উঠাইলেন। পশ্চাদ্ভাগ হইতে তারকের বাহু ধরিয়া রামনাথ সান্যাল অগত্যা বল প্রয়োগে তারককে বাটীর মধ্যে লইয়া গেলেন। রামলোচন বিষন্ন মনে আপন বাটীতে গমন করিলেন।
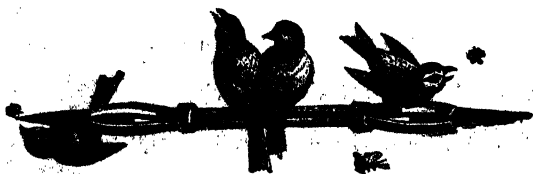
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"কভু নাহি শুনি স্বর হেন ভয়ঙ্কর।"

গোপীনাথপুরের আটক্রোশ উত্তরে বামুণহাটীর বাজার। বাজারের উত্তরাংশে যদুরায়ের কাছারি, নায়েব নবীন পাঠক। পাঠক ঠাকুর আজ বড় ব্যতিব্যস্ত। নকড়ি চৌকিদার সকাল বেলা চুপে চুপে কি বলিয়া গেল, সেই হইতে বেলা নয়টা পর্য্যন্ত নবীন পাঠক জমীদারি সেরেস্তার কাগজপত্র লোহার সিন্ধুকে বন্ধ করিয়া পাইক পিয়াদা সর্দ্দার শ্রেধা সংগ্রহ করিতেছিলেন। লোক অধিক জুটিল না, সাত আট জন লাঠীয়াল সঙ্গে করিয়া শঙ্কিত মনে নায়েব মহাশয় বাজারের দিকে ছুটিলেন। কাছারির একশত হাত দূরে যাইতে না যাইতে এক মুসলমান নবীন পাঠকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অতি বিনীত ভাবে সেলাম করিল। এই মুসলমানের বক্ষ অতি বিশাল, দৈর্ঘ্য সাত ফিট, বর্ণ পাথুরে কালো। অঙ্গ দৃঢ়, সুগঠিত, প্রস্তর নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়। চুলগুলি বাবুরী-য়ানা ভাবে ছাটা, স্কন্ধ পর্য্যন্ত লম্বমান, কুচ্‌কুচে কাল। চক্ষু বড় বড়, রক্তাভ, ভয়প্রদ। একটা আদ্ ময়লা চাদরে বুক পিঠ

পেচিয়া লৌহমণ্ডিত তালের লাঠী কাঁধে ফেলিয়া বারোয়ারীর পালোয়ানের ন্যায় গুল্‌জার খাঁ নবীন পাঠকের সম্মুখে দাঁড়াইল।

এদিকে বাজারের মধ্যে বড় গোলমাল শুনা যাইতে লাগিল। নবীন পাঠক দ্রুতপদে গুল্‌জার খাঁ ও অন্যান্য লাঠীয়াল সঙ্গে করিয়া সেই দিকে ছুটিলেন। পথে যাইতে যাইতে নায়েব শুনিলেন "পাকড়ো, আটকুড়ির বেটা, হট্‌ যাও, পয়সা ফেলো" প্রভৃতি হিন্দি-বাঙ্গালা শব্দে মেছোপটীতে মহা কোলাহল উপস্থিত হইয়াছে।

এদিকে কুদির মা, ছোটক্ষেমী, রাইমাণী, ভুব্‌নী, গোদা অটলী প্রভৃতি গোয়ালিনীরা দুধে যথাশাস্ত্র জল মিশাইয়া বিক্রয় করিতে বসিয়াছিল, এক ফোঁটাও বিক্রয় করিতে পারিল না, দুধের ভাঁড় ফেলিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। নবুশিকদারের বেটা নুলো গয়ারাম হাটুরে লোককে তামাক খাওয়াইয়া কিছু কিছু 'তোলা' তুলিতেছিল, খোদাবকস্‌ সর্দ্দারের বেত্রাঘাতে গয়ারাম ধরাশায়ী হইল। খোদাবকস্‌ মেছোপটীতে গিয়া দেখিল আশানপুরের রাম পাঁড়ে জমাদার মাটীতে চীৎ হইয়া পড়িয়াছে, সকল গায়ে মাছের আঁইষ, পাগড়ীতে মাছের রক্ত, এক হাতে কাত্‌লা মাছ ধরিয়াছে, অন্য হাতে রাসী জেলেনীর চুল ধরিয়া টানিতেছে। রাসী একহাতে আপন চুল ছাড়াইতেছে, অপর হাতে সজোরে পাঁড়ে ঠাকুরের দাড়ী

ছিঁড়িতেছে। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া জমাদার মুদিত চক্ষে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া আপন ওষ্ঠ দংশন করিতেছে। অর্দ্ধ-বিবসনা বিকট দশনা অপরাপর জেলেনীরা কেহ ডাকিণী কেহ যোগিণী, কেহ উগ্রচণ্ডা রূপে এই মহাসমরে যোগ দিয়া পাঁড়ে ঠাকুরের শিখা ধরিয়া টানিতেছে, কেহ কেহ ছিটের জামার মধ্যে উভয় হস্ত প্রবেশ করাইয়া পয়সা খুঁজিতেছে। রামপাঁড়ে বাঙ্গালায় আসিয়া আজ বিশ বৎসর মাছ খাই-তেছে, একদিনও পয়সা দেয় নাই, আজ বড় গোলে পড়িয়াছে।

জমাদারের দুরবস্থা দেখিয়া খোদাবকস্ সর্দ্দার আশান-পুরের অন্যান্য লাঠীয়াল ডাকিয়া জেলেনী দিগকে প্রহার করিল, অনেক জেলেকে বন্দী করিল, অনেক নিরীহ দোকানদার দোকান ছাড়িয়া পলাইল, রাঁমপাড়ে মুক্ত হইয়া দাড়ী পরীক্ষা করিয়া বুঝিল অর্দ্ধাংশ কমিয়া গিয়াছে। আশানপুরের লাঠীয়ালেরা বাজার লুঠ করিতে আরম্ভ করিল। কোন কোন সর্দ্দার অপহৃত দ্রব্যাদি বাজারের পুর্ব্ব দিকে লইয়া যাইতেছিল, আবার মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া লুঠ আরম্ভ করিল।

নবীন পাঠক পূর্ব্বদিকে যাইয়া দেখিলেন একটা অশ্বত্থ গাছের নিকট দুইখানা পাল্‌কী রক্ষিত হইয়াছে। দুই পাল্‌কীতে দুইজন লোক। একজনের বয়স অনুমান ত্রিশ বৎসর, খর্ব্বাকৃতি, গৌরবর্ণ, মুখশ্রীতে যৌবনসুলভ লাবণ্য

বা স্বাস্থ্যের চিহ্ন লক্ষিত হয় না। নাসিকা মুখের পরিমাণে কিছু অধিক দীর্ঘ, তদুপরি বহুমূল্য চশ্‌মা শোভিতেছে। চক্ষু বড় বড়, সাদা সাদা, ক্ষীণ জ্যোতি। চুলগুলি যত্নে সুরক্ষিত, তদুপরি লাট্টুদার পাগড়ী। দাড়ী পাতলা, অসমান, বাতাসে ফর্‌ ফর্‌ করিতেছে। মূল্যবান চোগা চাপকানে দেহ আবৃত থাকিলেও অঙ্গের ক্ষীণতা লক্ষিত হইতেছে। নবীন পাঠক এই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া গুল্‌জার খাঁকে বলিলেন "এই সেই"।

গুলজারখাঁ একটু ইতস্ততঃ করিয়া পাল্‌কীর দিকে চাহিয়া রহিল, বোধ হয় চিনিতে পারিল না। নবীন পাঠক গুল্‌জারের কাণে কাণে বলিলেন "আশানপুরের জমীদার মাধব বাগছী আমাদের বাজার দখল করিতে আসিয়াছে, তুমি এখানে দাঁড়াও, খবরদার!"

গুলজার খাঁ দাঁড়াইল; নীরবে নির্ব্বাত প্রদেশে চিত্রিত পালোয়ানের ন্যায় লাঠিতে বাম কক্ষ রাখিয়া দাঁড়াইল। মাধব বাগছী দূর হইতে গুল্‌জারখাঁকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। মাধবের চক্ষে এরূপ মনুষ্যমূর্ত্তি কখন পতিত হয় নাই। মাধব দ্বিতীয় পাল্‌কীর দিকে চাহিয়া গোপাল বলিয়া ডাকিলেন। গোপাল ডাক্তার রাসী জেলেনীর পৃষ্ঠে কশাঘাত করিতেছিল, প্রথমে মাধবের কথা শুনিতে পায় নাই। মাধব আবার ডাকিলেন। গোপাল রাসীকে পাল্‌কির মধ্যে পুরিয়া ফেলিয়া বেত্র হস্তে পাল্‌কীর

দরজায় দাঁড়াইল। গুলজারখাঁ গোপালকে দেখিল, চিনিল না।

গোপালকে কেহ ভাল করিয়া চিনিত না। গোপাল বড় মানুষের বাড়ী থাকে, ইয়ারকী দেয় ও ডাক্তারী করে, আবার অনেক সময় টপ্পা গায়। সেই জন্য কেহ কেহ গোপাল ডাক্তারকে 'গোপ্‌লা উড়ে' বলিত। গোপাল মাধবের সমবয়স্ক, পোষাক পরিচ্ছদ প্রায় একরূপ, রঙ্ উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ, চক্ষু সুদীর্ঘ ও চঞ্চল, দাঁতগুলি সুশ্রেণিবদ্ধ, ঈষৎ মিশির রেখা আছে। ওষ্ঠাধর তাম্বুলরাগে রঞ্জিত, মুখখানি যেন সদাই 'মাইরি মাইরি' করিতেছে। কেশ বিন্যাসে গোপালের সুখ্যাতি ছিল, পাড়ার ছেলেদের তেড়ি কাটিয়া দিত, সুযোগ পাইলে মেয়েদের চুল বাঁধিয়া দিত। নিজের চুলে কখন সপাট কখন লটাপট কখন আলর্বাট ক্লাশের তেড়ি কাটিত। মাধবের অনুরোধে গোপাল আশানপুরের কয়েকজন লাঠিয়াল ডাকিয়া উভয় পাল্‌কীর চারিদিকে দাঁড়াইতে বলিল। রামপাঁড়ে ও খোদাবকস্ তরোয়াল ঘুরাইয়া ডাক ছাড়িয়া গুলজারখাঁর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। একজন লাঠিয়াল গুল্‌জারখাঁকে লক্ষ্য করিয়া একখানা ইট ফেলিয়া মারিল; লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় গুলজারখাঁ বিকট হাস্য করিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে নবীন পাঠক দ্রুতবেগে গুল্‌জারখাঁর পশ্চাতে আসিয়া কি একটা সঙ্কেত করিল। সঙ্কেত

করিবামাত্র গুল্‌জারের মেঘগর্জ্জনবৎ গম্ভীর হাঁকারে সকলে চমকিয়া উঠিল, গোপালের বেত্র হস্তচ্যুত হইল, মাধবের হৃৎকম্প হইল, রাসী সুযোগ পাইয়া পলায়ন করিল। রামপাঁড়ে ও খোদাবকস্ এক লম্ফে গুলজারের সম্মুখে আসিয়া তরোয়াল উত্তোলন করিল। গুলজারখাঁ এরূপ কৌশলে লৌহমণ্ডিত তালের লাঠি সঞ্চালন করিল যে রামপাঁড়ের অসি হস্তচ্যুত হইয়া ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইল; পরে ঘূর্ণিত বেগে ঝন্‌ঝণাৎ শব্দে মাধবের পাল্‌কীর উপর পড়িয়া অসির সূক্ষ্মাগ্র ভগ্ন হইয়া গেল। খোদাবকস্ এই অবসরে গুলজারের গ্রীবা লক্ষ্য করিয়া তরবারি আঘাত করিল। আঘাত লাগিবার পূর্ব্বেই গুলজার একলম্ফে বিদ্যুদ্বেগে গোপাল ডাক্তারের পাল্‌কীর সম্মুখে আসিয়া উভয় হস্তে লাঠি ধরিয়া গোপালের পাল্‌কীর উপর আঘাত করিল। পাল্‌কীর উপরিভাগ চুরমার হইয়া গেল। গোপাল পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছিল। পলায়ন কালে জেলেনীরা গোপালের মুখে, বক্ষে ও পৃষ্ঠে নিষ্ঠিবন নিক্ষেপ করিয়াছিল।

এই সময়ে বাজারের অনেক দোকান্দার আশানপুরের লাঠিয়াল দিগকে দূর হইতে ভগ্ন ইষ্টকাদি ফেলিয়া মারিতে লাগিল। অনেক লাঠিয়াল আহত হইয়া পলায়ন করিল। দুই চারি জন সভয়ে মাধবের পাল্‌কী ঘিরিয়া রহিল। মাধবের পাল্কী লক্ষ্য করিয়া গুলজার খাঁ পুনরায় লাঠি উঠাইলে নবীন পাঠক পুনরায় কি একটা সঙ্কেত করিল। সঙ্কেত

করিবামাত্র উদ্ধৃত যষ্টির বেগ সম্বরণপূর্ব্বক গুলজারখাঁ পূর্ব্ববৎ প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় স্থিরভাবে দাঁড়াইল। মাধব ভয়ে ক্ষোভে ক্রোধে জড়ীভূত হইয়া অনেকক্ষণ নীরব ছিলেন, এখন সুযোগ বুঝিয়া অঙ্গুলী সঙ্কেতে নবীন পাঠককে ডাকিলেন। নবীন পাঠক মাধবের সম্মুখে গিয়া ছোট রকমের একটী নমস্কার করিলেন। মাধব জিজ্ঞাসিলেন "তুমি কে?"

নবীন পাঠক আপন পরিচয় দিলেন।

মাধব। আমি বামুণহাটী দখল করিতে গেলে শত শত যদুরায় কি তাহা নিবারণ করিতে পারে? পঞ্চাশ হাজারী আর লক্ষপতি এক নহে, শৃগালে ও সিংহে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে পারে না, যদুরায়ের এটুকু বুঝা উচিৎ।

নবীন। আমি যদুরায়ের চাকর, হুকুম তামিল করাই আমার ধর্ম্ম আমি তাহাই করিয়াছি, বাক্‌বিতণ্ডা আমার ধর্ম্ম নহে, কাজেই আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ।

মাধব। বাক্‌বিতণ্ডা তোমার ধর্ম্ম নহে, লাঠিয়ালি তোমার ধর্ম্ম। প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ, অথচ আক্রমণে বিলক্ষণ সমর্থ দেখিতেছি।

নবীন। আক্রমণ করা উদ্দেশ্য হইলে এতক্ষণ আপনার লোকের অস্থি চূর্ণ হইত, আমি

আসিতাম না, গুলজারখাঁর দ্বারা সে কার্য্য সম্পন্ন করিতাম।

মাধব। অতি অল্পকাল মধ্যেই বামুণহাটী পরগণায় বাগছী বংশের জয়ঢক্কা বাজিবে, মাধবের নিশান উড়িবে। যদি চাকরি বজায় রাখিতে চাও তবে এ কথাটী মনে রাখিও।

"চাকরিতে তত মায়া নাই" বলিয়া নবীন পাঠক কাছারীর দিকে ফিরিলেন, মাধব আশানপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গুলজারখাঁর পুরস্কারের জন্য সেই দিনেই দুই তক্তা তুলট কাগজে এস্তেমেজাজ লিখিয়া নবীন পাঠক সদর নায়েবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"সামাল সামাল মাঝী সামাল সামাল"

প্রায় বিশবৎসর গত হইল, ম—জেলার উত্তর-পূর্ব্বাংশে সোমেশ্বরী নদীবক্ষে একখানি নৌকা উজানে গুণ টানিয়া যাইতেছে। বৈশাখ মাস, বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমরা যে স্থানের কথা বলিতেছি তথায় নদী পূর্ব্ব-পশ্চিম বাহিনী। নৌকা খানি ছোট, ক্ষুদ্র তরঙ্গেই টলমল করিতেছে। দাঁড়ী মাঝী একুনে দুইটী। দাঁড়ী দাঁড় ছাড়িয়া গুণ টানিতেছে, নিমাই মাঝী এক হাতে হাইল ধরিয়াছে, অপর হাতে ডাবায় তামাক খাইতেছে এবং সাবকাশ মত তামাক বিক্রেতার উদ্দেশে গালি দিতেছে। তামাকটা বড় নরম।

নৌকারোহীর সংখ্যা তিনটী। তন্মধ্যে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ মদন রায় নৌকার সম্মুখভাগে বসিয়া জমীদারের অত্যাচারের বিষয় চিন্তা করিতেছেন। চিন্তার বেগ প্রবল হওয়ায় ব্রাহ্মণের রসনা সঞ্চালিত হইতেছে, অজ্ঞাতসারে জমিদারের বংশলোপসূচক দুই একটা কথা বাহির হইয়া

পড়িতেছে। ব্রাহ্মণ অপ্রতিভ হইয়া চারিদিকে চাহিয়া আবার তখনই রসনা সংযত করিতেছে।

ছৈয়ের মধ্যে বসিয়া দুইটী স্ত্রীলোক কথা কহিতেছিল। একটী মদন রায়ের ভাগিনেয়ী নিরূপমা, অপরটী ভাগিনেয় বধূ হিরণ্ময়ী—তারক সান্যালের পত্নী। নিরুপমার নিবিড় কৃষ্ণ কেশ-কলাপ পৃষ্ঠদেশ আবৃত করিয়া রহিয়াছে। বর্ণ তপ্তকাঞ্চননিভ না হইলেও নিরুপমা গৌরাঙ্গী বটে। গঠন সুগোল, বয়স বিবেচনায় শরীরের আয়তন কিছু দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয়। মুখ খানি টল্ টল্ করিতেছে, পূর্ণিমার সান্ধ্যশশধরের ন্যায় জগন্মুগ্ধকর সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার খুলিতে বসিয়াছে, সম্পূর্ণ খুলে নাই, তাই অত মধুর। দৃষ্টি চঞ্চল অথচ চিন্তাশীল। দেহ এখনও সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই, বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর মাত্র। নিরুপমার ভ্রাতৃবধু হিরণ্ময়ী ষোড়শ বর্ষীয়া সুন্দরী, টুক্টুকে রঙ্, গড়ন পেটন বেশ গোলগাল, চোক ভুরু খুব টানা। বেশভূষা উভয়েরই প্রায় একরূপ। প্রভেদ এই যে হিরণ্ময়ীর সুন্দর ললাটে সিন্দুর বিন্দু শোভা পাইতেছে, নিরুপমা অনূঢ়া।

হিরণ্ময়ী হাসিতে হাসিতে উভয় হস্তে নিরুপমার গলদেশ বেষ্টন করিয়া কাণে কাণে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিলেন। নিরুপমা হাসিল, আবার একটু চিন্তা করিয়া বলিল "মামা রাগ করবেন, কাজ নাই।"

হিরণ্ময়ী বলিলেন "আস্তে আস্তে ভাল গান গাইতে

বল, বুড়া মাঝী গায় ভাল, সেবার মাঝীরা বড় সুন্দর গান গাইয়াছিল।”

নিরুপমা ধীরে ধীরে, অতি সাবধানে, নৌকার পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইলেন। পরে কালবর্ণের ঝাঁপ ফাঁক করিয়া নিরুপমা ফুট্‌ফুটে মুখ খানি বৃদ্ধ মাঝীর সম্মুখে বাহির করিলেন, মেঘমালা ভেদ করিয়া চাঁদের আলো দেখা দিল, মাঝী দিবামানে নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র দেখিল। নিরুপমা বলিলেন “বৌ দিদি তোমার গান শুনিতে চায়, একটী গাইবে ?”

নিমাই মাঝী বৃদ্ধ, তাই নিরুপমা সাহসে ভর করিয়া তাহার নিকট গানের প্রস্তাব করিল। নিমাই প্রথম বয়সে চিন্তা ময়রার দলে সখীসংবাদ গাইত; নিরুপমার দিকে চাহিয়া বলিল “দিদিঠাকুরুণ, কি গান গাইব ? তুমি ছাওয়াল মানুষ, গানের মাহিত্যি বুঝ্‌তে পা'রবানা। আর কি সে দিন আছে ? প্রাণনাথ চৌধুরী নাই, কালীনাথ মুন্সী নাই, রতন রায় নাই, ভাওয়ালের সে বাবু নাই, কলিকাতার বাবুরাও কেমন কেমন হ'য়ে গিয়েছে। ভাটপাড়ার ঠাকুরেরা অন্ধকার রাতে জল ঝাপিয়ে তিন চারি ক্রোশ দূরে কবি শুনিতে যেত। চাপান, জবাব, খাদ্, পরখাদ্, ঝুমর, মুখ, লহর এখন কি আর কেউ বোঝে ? সে কালের মানুষে এ সকল গানের কদর বুঝিত। যেদিন শ্রীরামপুরে চাপান গেয়ে এন্‌টোনী সাহেবকে চীৎ করেলাম, সেইদিন গোঁসাই

ঠাকুরেরা আঠার টা সিকি আমার ট্যাঁকে গুজে দিয়েলো। হরুঠাকুর, রামবস্থ, চিন্তা ময়রা, মাধব ময়রা, কেষ্টা মুচী, সীতানাথ মুখুয্যে, বলাই দাস, উদয় চাঁদ, নিলু পাট্‌নি প্রভৃতি যে সকল গান গেয়ে গেছে, তার কাছে তোমার বৌ মাষ্টারই বল, আর শাশুড়ী মাষ্টারই বল, কেউ দাঁড়াতে পারবে না। আর কি সে দিন আছে? তা তুমি বল্লে, একটা গাই।"

নিমাই বৃদ্ধ হইলেও তাহার সুস্বরের কিছুমাত্র বিকৃতি জন্মে নাই। নদীবক্ষে সান্ধ্য সমীরণে কলকণ্ঠ-বিনিঃসৃত সুস্বর লহরি দিঙ্মণ্ডল আলোড়িত করিয়া গগন স্পর্শ করিল। মদনরায় কিছুকালের জন্য জমীদারের অত্যাচার ভুলিয়া মন্ত্রমুগ্ধ ফণীর ন্যায় নীরবে গান শুনিতে লাগিলেন। নিরুপমা ও হিরণ্ময়ী পরস্পরের মুখাবলোকন করিতেছেন। উভ-য়ের সুকোমল বপু বারংবার রোমাঞ্চিত হইতেছে, মুখে কথা নাই, চক্ষে পলক নাই। নিমাই বুঝি রমণীদ্বয়ের হৃদয়তন্ত্রীর মর্ম্মস্থান স্পর্শ করিল! মাঝী গাইল ঃ—

কেউ বলে সই মন বোঝে না, কা কস্য পরিবেদনা.
কোথা রইল কাল সোনা, কোথা রইল রাই।
কোথা রইল সে মনচোরা, কোথা রইল প্রেমকরা,
ধরায় পড়ে রাই অধীরা, (ওরে) চক্ষেধারা ধরে না—
তোরা বারণ করগো, রাধার দেহ, যেন কেহ, দাহন করে না।

এ দেহেতে, কোনমতে, অগ্নি দিতে নাই,
হরে রাম ব'লে ডাকুক সবে, চেতন হবে রাই।
তুল্‌সী তুলে হাসি মুখে, শ্রীকৃষ্ণের নাম তাতে লিখে,
ধারণ কল্লে রাধার বুকে, মরণ ভয় নাই।
চিন্তামণি চিন্তাক'রে, ভবপারের চিন্তা হরে,
শমন শিহরে ;
রাধা নিধন হলে পরে, সে নাম কেউ আর লবে না।
তোরা বারণ করগো, রাধার দেহ, যেন কেহ, দাহন করে না।

ধূলায় পড়ে কমলিনী, শ্যাম-আদরের আদরিণী,
আদর-মাখা ধন,
শ্যাম-হৃদয়ের ধন,
ভেঙ্গেছে তার সুখের আশা, তবু আছে আ'সার আশা,
কি হবে তার আশার বাসা পোড়ালে এখন ?
তাই ভেবে সই বারণ করি, আজ না হয় কাল আ'সবেন হরি,
ভস্ম হলে রাজকুমারী, শুন্‌লে কৃষ্ণ আ'সবে না।
তোরা বারণ করগো, রাধার দেহ, যেন কেহ, দাহন করে না।

হিরণ্ময়ী জিজ্ঞাসিলেন "কেমন শুনলে নিরু ?"

নিরুপমার বদনমণ্ডল গম্ভীর, দৃষ্টি লক্ষ্যশূন্য, রসনা নিশ্চল। নিরুপমার অন্তর প্রদেশে বুঝি সহসা অভূতপূর্ব্ব চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইল। হিরণ্ময়ী পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন "কি ভাবিতেছ ?"

স্বপ্নোত্থিতার ন্যায় নিরুপমা বলিলেন "কই না, কিছু ভাবি নাই।" নিরুপমার গণ্ডস্থলে তর্জ্জনী রাখিয়া হিরণ্ময়ী বলিলেন "বুঝেছি, আশানপুর।"

এবার নিরুপমা হাসিল, মন খুলিয়া প্রাণ ভরিয়া হাসিল। পরে একটু চিন্তা করিয়া বলিল "যে দিন কাকা মায়ের নিকট চুপে চুপে আশানপুরের কথা বলিয়াছেন সেই দিন হইতে আশানপুর আর যমপুর আমার নিকট এক হইয়া গিয়েছে। তা যাউক, দাদা নাকি পুরাণ পাঠের সভা ভাঙ্গিয়া——"

নিরুপমার কথা শেষ হইল না, মদনরায় চীৎকার করিয়া বলিল "না, তা হবে না, হবে না, কিছুতেই না, বড় বাতাস, ঝড় হ'বে, পাড়ি দিও না, এই গেল, ওরে বেটা—"

দাঁড়ী দাঁড় টানিতেছিল, নিমাই মাঝী সাবধানে হাইল ধরিয়া নৌকা অপর পারের দিকে ছাড়িয়া দিল। মদন রায়কে বলিল "দা ঠাকুর, আপনি গোল করো না, আমি দেখ্‌তি দেখ্‌তি নাও দরিয়া পার করবো, এই ভাঙ্গন্ কুলে নাও রাখ্‌লি সর্ব্বনাশ হবে।"

দেখিতে দেখিতে নৌকা অনেক দূর আসিয়া পড়িল। বাতাস ক্রমে প্রবল বেগে বহিতে থাকায় বড়বড় তরঙ্গ উঠিয়া ক্ষুদ্র নৌকা অত্যন্ত দোলাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ঘোর অন্ধকার হইয়া আসিল, কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। দিক্ নিশ্চয় জন্য কেবল মাত্র বিদ্যুতের আলো সম্বল রহিল। তাহাও দীর্ঘকাল অন্তর প্রকাশ হওয়ায় মাঝী দিক্

হারাইল। ক্রমে নৌকায় অল্প অল্প জল উঠিতে লাগিল। মদন রায় মধ্য নৌকায় হাঁটু পাতিয়া জলসেচন আরম্ভ করিলেন। হিরণ্ময়ীর কণ্ঠে উভয় বাহু সংলগ্ন করিয়া নিরুপমা হিরণ্ময়ীর বক্ষে মুখ লুকাইল, হিরণ্ময়ী নিরুপমাকে আলিঙ্গন করিয়া ডাকিল "মামা।"

কচ্ কচ্ কড়াৎ শব্দে দাঁড় ছিঁড়িয়া দাঁড়ী জলে পড়িয়া গেল। নৌকার অগ্রভাগ দিয়া অনেক জল উঠিয়া ক্ষুদ্র নৌকা অর্দ্ধমগ্ন করিয়া ফেলিল। দাঁড়ী নৌকা ধরিয়া উঠিতে চেষ্টা করিল, নৌকা এক পার্শ্বে হেলিয়া পড়িল। হিরণ্ময়ী নিরুপমাকে লইয়া ছৈ হইতে বাহির হইতে না হইতে সমগ্র তরী জলমগ্ন হইল। মদন রায় তখন ভয় বিহ্বলা অর্দ্ধ মূর্চ্ছিতা নিরুপমা ও হিরণ্ময়ীকে ধৃত করিয়া সেই সূচিভেদ্য ঘোর অন্ধকারে ভীষণ তরঙ্গ সঙ্কুল সোমেশ্বরী জলে ভাসিতে লাগিলেন। নিমাই মাঝী বাঁশের মাস্তুল প্রভৃতি ভাসমান জিনিস যাহা কিছু পাইল সমস্ত একত্র করিয়া শব্দ অনুসরণপূর্ব্বক মদন রায়ের দিকে ভাসাইয়া দিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ বাঁশের মাস্তুল বেগে সঞ্চালিত হইয়া মদন রায়ের দক্ষিণ বাহুতে দারুণ আঘাত করিল। বাহু ক্ষণকালের জন্য অবশ হইল, নিরুপমা মদন রায়ের হস্তচ্যুত হইয়া পড়িলেন। সোণার প্রতিমা অন্ধকারে অতল জলে ডুবিয়া গেল।

হিরণ্ময়ী শেষরাত্রে মদন রায়ের সাহায্যে তীরে উঠিলেন।

অন্ধকারে কোথায় কতদূরে আসিয়া পড়িলেন কিছুই স্থির হইল না। তীরে উঠিবামাত্র মদন রায়ের সংজ্ঞা লোপ হইল। হিরণ্ময়ীর আর্ত্তনাদে নৈশ গগণ 'নিরুপমা' শব্দে পুনঃপুনঃ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"

গীতা।

"দরে পাঁচ পীর গাজির বদর বদর" বলিয়া মাঝীরা শ্রীণরঙ্গের বড় বজরা ভাসাইল। প্রভাতে বামুনহাটীর বাজার পশ্চাৎ করিয়া বজরাখানি হেলিতে দুলিতে সোমেশ্বরীর ক্ষীণ স্রোতকে উপহাস করিয়া উজানে চলিল। সোমেশ্বরী আজ বড় ধীর, বড় শান্ত। গতকল্য ক্ষুদ্র নৌকা-রোহী দরিদ্র ব্রাহ্মণকে ভীষণ তরঙ্গে ভাসাইয়া আজ যেন বড় লজ্জিত হইয়াছে। তাই দাঁড়ের ঝুপু ঝুপু কুলু কলু শব্দের সঙ্গে সুর মিশাইয়া বজরারোহীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে।

বজরার মধ্যে দুইটী পুরুষ কথা কহিতেছেন। একটী বৃদ্ধ, অপরটী যুবা। বৃদ্ধ মৃগোচর্ম্মপরি উপবিষ্ট, গলে রুদ্রাক্ষ মালা, শিরে জটা ভার, পরিধান গৈরিক বস্ত্র। শ্বেত শ্মশ্রু বদনমণ্ডলের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছে। বাক্যা-লাপের সময় বৃদ্ধের মুখে হাসি লাগিয়া রহিয়াছে, হৃদয়ের পবিত্র অপার আনন্দ মুখশ্রীতে স্পষ্ট প্রতীয়মান।

যুবার বিশাল বক্ষঃ, স্থূল বাহু, উজ্জ্বল গৌর কান্তি, হস্ত-পদাদির সামঞ্জস্য, এবং সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দৃঢ়তা দেখিলে বোধ হয় যেন বীর্য্য মাধুরী ও স্বাস্থ্য একাধারে অক্ষুণ্ণ ভাবে বিরাজ করিতেছে। প্রশস্ত ললাটে ক্ষুদ্র চন্দন বিন্দু, গলদেশে শুভ্র যজ্ঞোপবীত শোভিতেছে। বৃদ্ধের সহিত বাক্যালাপ কালে যুবার আকর্ণবিস্তৃত নেত্র যুগল কখন বিস্ফারিত, কখন নিমীলিত, কখন চঞ্চল ভাবে চালিত হইতেছে। চিত্রিতবৎ সুদীর্ঘ বঙ্কিম ভ্রূ যুগল কখন ঋজু কখন কুঞ্চিত হইতেছে। নাসিকা উন্নত, ওষ্ঠ ক্ষুদ্র—অৰ্দ্ধগুম্ফাবৃত-গৰ্ব্বব্যঞ্জক। মস্তকে চিক্কণ কুঞ্চিত অনতিদীর্ঘ কেশরাশি, তদুপরি পশ্চাদ্ভাগে একটী ক্ষুদ্র শিখা দুলিতেছে। যুবা দেখিবার সামগ্রী, বয়স অষ্টবিংশতি বর্ষ।

বজরার মধ্যে কিঙ্কাপ ও কার্পেট মণ্ডিত সুকোমল শয্যা, স্বর্ণ ও হস্তিদন্ত নির্ম্মিত বহুবিধ সুদৃশ্য দ্রব্যাদি অতি সুশৃঙ্খল ভাবে সজ্জিত রহিয়াছে। যুবা একখানি হাতের লেখা পুঁথি লইয়া বৃদ্ধ দেবানন্দ স্বামীর নিকট অতি বিনীত ভাবে উপবিষ্ট। দেবানন্দ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "বুঝি সন্দেহ হইতেছে? গুরুর উপদেশে এবং শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা ভক্তিমার্গের প্রথম সোপান। ভক্তি ভিন্ন মুক্তির অন্য উপায় আমি শিখি নাই।"

যুবা। গুরুদেবের উপদেশে আমার কোন দিন সন্দেহ

হয় নাই, এখনও হইবে না।

বৃদ্ধ। তবে কি বুঝিতে পার নাই?

যুবা। বুঝিতে পারিলাম না, প্রতিহিংসা কি ধর্ম্মের অঙ্গ?

দেবানন্দ। প্রতিহিংসা ধর্ম্মের অঙ্গ নহে, উহা পাপ।

যুবা। তবে এ কার্য্যে কি বলিয়া প্রবৃত্ত হইব?

দেবানন্দ। ইহা প্রতিহিংসা নহে। কথাটা ভাল করিয়া বুঝ। যেখানে ক্রোধই কার্য্যের প্রবর্ত্তক, অপকারীর প্রত্যপকার করাই যেখানে কার্য্য, ক্রোধ চণ্ডালকে চরিতার্থ করাই যেখানে একমাত্র উদ্দেশ্য, সেই স্থানে ঐ কার্য্য প্রতিহিংসা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উহা ধর্ম্মবিগর্হিত, সাধুজন-ত্যজ্য। অপহৃত পিতৃসম্পত্তির পুনরুদ্ধার পাপ নহে, বরং ন্যায়পথে থাকিয়া সাধ্যানুসারে চেষ্টা না করাই পাপ।

যুবা। অপহৃত পিতৃসম্পত্তির পুনরুদ্ধারে নিশ্চেষ্ট থাকা পুণ্য না হইতে পারে, কিন্তু পাপ হইল কি প্রকারে বুঝিলাম না।

দেবানন্দ। যদুনাথ! এ সামান্য বিষয়ে এরূপ সন্দেহ হইতেছে কেন? তুমি ধর্ম্মনিষ্ঠ, সত্যানুরাগী, দরিদ্রের অন্নদাতা, দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তিমান। তোমার মত সুপাত্রের প্রচুর অর্থ থাকিলে পৃথিবীর প্রচুর উপকার হইতে পারে। আর যদি স্বার্থপর ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র কোন মনুষ্যরূপী রাক্ষসের প্রচুর অর্থ থাকে তবে সমাজের

ঘোর অমঙ্গল বুঝিতে হইবে। তোমার স্বর্গীয় পিতা ৺রাম নারায়ণ রায়ের অর্থে উপায়হীন রোগীর চিকিৎসা হইত, গুণীর পুরস্কার হইত, জগদম্বার পূজা হইত। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে বিপক্ষকুল তোমার পৈতৃক-সম্পত্তির অধিকাংশ অসদুপায়ে আত্মসাৎ করিয়া পাপের স্রোতঃ বৃদ্ধি করিতেছে। তুমি কি নিশ্চেষ্ট হইয়া উদাসীনের চক্ষে পাপের স্রোতঃ দেখিবে? এখানে ত তোমার সংস্রব রহিয়াছে; যেখানে নিজের কিছুমাত্র সংস্রব না থাকে সেখানেও যদি কোন ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি পাপীর অত্যাচার নিবারণে উদাসীন থাকে তবে তাহাকেও পুরুষাধম বলিব।

যদুরায়। গুরুদেব! ধর্ম্মতত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম সামগ্রী। কখনও ধর্ম্মনামে অভিহিত গুণ বা কর্ম্ম সময় বিশেষে ব্যক্তি বিশেষের নিকট অধর্ম্ম বলিয়া পরিত্যক্ত। আবার কখন লোক প্রসিদ্ধ অধর্ম্ম অবস্থা ভেদে ধর্ম্মবলিয়া পরিগণিত হয়। এই জন্য ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝিতে অনেক সময় বড় গোলযোগ ঘটে।

দেবানন্দ। যদুনাথ! বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত হইলে লোকে কৃতবিদ্য হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রে অনেক অগ্রসর হয় বলিয়া আমার ধারণা ছিল। ভাল, আধুনিক বিদ্যালয়ে কি ধর্ম্মাধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝাইয়া দেয় না? যদি না দেয় তবে এ গুলিকে বিদ্যালয় বলিয়া স্বীকার করিব না।

যদুনাথ মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। দেবানন্দ তখন আপন দক্ষিণ হস্ত যদুনাথের মস্তকোপরি স্থাপন করিলেন। সহসা যদুনাথের সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইল, দেহাভ্যন্তরে এক অভূতপূর্ব্বা অমৃতময়ী স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইল। দেবানন্দ বলিতে লাগিলেন "মনুষ্য মাত্রেই ত্রিবিধ ঋণে আবদ্ধ। ইহারা দেবঋণ, পরিবার বর্গের ঋণ, এবং জন্ম ভূমির ঋণ বলিয়া খ্যাত। যোগ, যাজ্ঞিক ক্রিয়া, অর্চ্চনা, উপাসনা প্রভৃতি প্রথমোক্ত ঋণ পরিশোধের প্রশস্ত উপায়। পিতা মাতা পুত্র কলত্রাদিকে সদুপায়ে সুখী করিলে দ্বিতীয় ঋণ পরিশোধ হয়। আর তুমি যে দিন ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মা বলিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলে সেই দিন তোমার মাতা এবং জন্মভূমি উভয়েই সেই জগন্মুগ্ধকর মধুর 'মা' রবে বিমোহিতা হইয়াছিলেন। তোমার সহোদরেরা যেমন তোমার স্নেহ ও সাহায্যের অধিকারী তোমার জন্মভূমির অন্যান্য সন্তানও সেইরূপ তোমার স্নেহ ও যত্নের প্রত্যাশী ও ধর্ম্মতঃ অধিকারী। সাধ্যানুসারে এই ত্রিবিধ ঋণ পরিশোধে যত্নবান থাকিলে আত্মা পবিত্র হয়, দেবতা প্রসন্ন হইয়া থাকেন। এই ত্রিবিধ ঋণ-পরিশোধ রূপ ধর্ম্ম মনুষ্য মাত্রেরই পালনীয়। আর অবস্থাভেদে ধর্ম্মনামে অভিহিত ক্রিয়া বা গুণ অধর্ম্ম বলিয়া সংশয় জন্মে সত্য। কিন্তু গুরুর উপদেশই এই সংশয়চ্ছেদের একমাত্র উপায়।

যদুনাথ। উপদেশ করুন্।

দেবানন্দ। পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্মবীর অর্জ্জুনের এইরূপ সংশয় হইয়াছিল। এই সংশয় ছেদনার্থই ভগবদ্গীতার সৃষ্টি। গীতা অমূল্য রত্ন। সময়ে সময়ে তোমার নিকট মিল, স্পেন্‌শার, হক্‌স্লী, বেন, কোমৎ, ক্যাণ্ট প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিত-মণ্ডলীর মতামত শুনিয়াছি। ইঁহাদিগের দর্শন শাস্ত্রেও অসাধারণ চিন্তা ও গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু যখন কোন প্রতিভাশালী বিশুদ্ধাত্মা সুপণ্ডিতের নিকট গীতা অধ্যয়ন করিবে তখন বুঝিবে, সনাতন ধর্ম্মের সারভূত ভগবদ্গীতার যোড়া নাই। তোমার সংশয় দূরীকরণার্থ গীতার একটী মাত্র শ্লোক পাঠ করিব, মনে রাখিও, জীবনের লক্ষ্য স্থির হইবে ঃ—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।

এখানে ধর্ম্ম অর্থে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি কেবল মাত্র জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম্ম বুঝিও না। **জন্ম, শিক্ষা, দীক্ষা,** এবং **নিয়োগ** ভেদে মনুষ্যের কর্ত্তব্য স্থির হইয়া থাকে। এই চতুর্বিধ উপকরণে গঠিত হইয়া ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য [illegible] স্থিরীকৃত হইল তাহাই তাহার ধর্ম্ম, এবং প্রাগুক্ত শ্লোকে তাহাই "স্বধর্ম্ম" নামে অভিহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-তেজোসম্ভূত সত্ত্বগুণসম্পন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র-ব্যবসায়ী মানবের পক্ষে তপশ্চরণ এবং

সাংসারিক লোককে উপদেশ প্রদানই ধর্ম্ম। ক্ষত্রিয়-কুলোদ্ভব রজোগুণ সম্পন্ন রঘু, দশরথ, যুধিষ্ঠির, পরীক্ষিৎ প্রভৃতি নরপতি গণের পক্ষে প্রজাপালন এবং দুষ্টের দমনই ধর্ম্ম। বশিষ্ঠ রাজ ছত্র গ্রহণ করিলে রাবণাদি বধ হইত না। ভীমসেন ধর্ম্মোপদেষ্টা হইলে শ্রীমদ্ভাগবতের সৃষ্টি হইত না, শুকদেব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অধিনায়ক হইলে দুর্য্যোধনাদি হত হইত না। অথচ ইঁহারা সকলেই পৃথিবীর প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়া এখন দিব্যালোকে অধিষ্ঠান করিতেছেন। স্বধর্ম্ম পালনই ইহার একমাত্র কারণ। কেনা জানে অহিংসা পরমং ধর্ম্ম? নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিতে গেলে কেহই এই মহাবাক্যের প্রতিবাদ করিতে পারিবে না। কিন্তু নিয়োগভেদে, অবস্থা বিশেষে, কখন কখন এই অহিংসা ধর্ম্ম প্রতিপাল্য নহে। বরং ইহার প্রতিকূলাচরণই ধর্ম্ম। কোন প্রহরী দেখিল রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে কোন সশস্ত্র দস্যু গৃহদ্বার ভগ্ন করিয়া রোরুদ্যমানা প্রভুপত্নীর গাত্রালঙ্কার অপহরণ করিতেছে এবং গৃহস্বামীর প্রাণ সংহারে উদ্যত হইয়াছে। এখানে দস্যুকে হত্যা করাই প্রহরীর ধর্ম্ম, না করিলে পাপ হয়। অহিংসা ধর্ম্ম এখানে প্রযোজ্য নহে।

যদুনাথ অনন্যমনে দেবানন্দের উপদেশ শ্রবণ করিতেছিলেন। বজরার মধ্যে সুন্দর ফ্রেমে রক্ষিত নানাবিধ আলেখ্য দুলিতেছিল। সহসা দেবানন্দের চক্ষুঃ একটী চিত্রপটে পতিত হইল। দেবানন্দ হর্ষোৎফুল্ল লোচনে

দেখিলেন কংস-প্রপীড়িত বসুদেবের প্রতিকৃতি। রক্ত-পিপাসু কংস প্রাণাধিক গোপালকে কাড়িয়া লইবে ভয়ে বসুদেব গোকুল্ অভিমুখে পলায়ন করিতেছেন। পরিধানে জীর্ণ বস্ত্র, মুখকান্তি বিষাদের কালিমায় আচ্ছন্ন, কোলে সদ্যোজাত শিশু, সম্মুখে অকূল যমুনা, রজনী তমসাচ্ছন্না। যমুনায় প্রবল তরঙ্গ উঠিয়া নবকুমার সহ বসুদেবকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। এই সুবিশাল উত্তালতরঙ্গ যমুনার কুলে দাঁড়াইয়া বসুদেব পারের চিন্তায় মগ্ন। পারের কোন উপায় না দেখিয়া ব্যাকুল হইতেছেন। চক্ষের জল বক্ষ ভাসাইয়া যমুনার জলে মিশিতেছে। বিমানারূঢ় দেবগণ অন্তরীক্ষ হইতে হস্ত প্রসারণে ভয়াকুল বসুদেবকে অভয় প্রদান করিতেছেন। এই চিত্রপটের নিম্নভাগে যদুনাথ স্বহস্তে লিখিয়াছেন ঃ—

"অকুল-কাণ্ডারী কোলে ভয় কি তোমার?"

দেবানন্দ চিত্রদর্শনে প্রীত হইলেন। যদুনাথ দেবানন্দের শাস্ত্রব্যাখ্যা মনে মনে আন্দোলন করিতেছেন। কখন ভাবিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীতে সাহিত্যাদির সঙ্গে গীতা, চণ্ডী, শ্রীমদ্ভাগবত পড়াইলে হানি কি? আবার কি একটা কথা মনে পড়িল, কি একটা সন্দেহ হইল, মীমাংসা জন্য দেবানন্দকে জিজ্ঞাসা করিতে গেলেন, মীমাংসা ঘটিয়া উঠিল না। সহসা দেবানন্দের উচ্চহাসি বহুদূরে প্রতিধ্বনিত হইল, পক্বশ্মশ্রু ভাসাইয়া হাসির তরঙ্গ

উঠিল, তুষার মণ্ডিত হিমাচলে অমৃত বৃষ্টি হইল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অনেক দিন এমন মন খুলিয়া হাসে নাই। যদুনাথ বিস্মিত হইয়া দেখিলেন দেবানন্দ অন্য একখানি চিত্রপটের দিকে চাহিয়া হাসিতেছেন। চিত্রপটের নিম্ন ভাগে একটু ইংরাজী, একটু বাঙ্গালা লেখা আছে। দেবানন্দ ইংরাজী জানিতেন না, বাঙ্গালাটুক পড়িতেছেন, ছবি দেখিতেছেন, আর হাসিতেছেন। যদুরায় লজ্জিত হইয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন।

আলেখ্য মধ্যে এমন কি ছিল যাহাতে লজ্জিত হইতে হয়? আমরা ত বিশেষ কিছু দেখিতেছি না। চিত্রপটে সেই নির্ব্বোধ রাম, সেই আহাম্মক লক্ষ্মণ, সেই কাঁদুনে মেয়ে সীতা, আর রাবণদের বাড়ীর সেই দুষ্ট মেয়েটা—শূর্পণখা। তা এর ভিতর আবার হাসি কান্নার কি আছে? সকলেই একটা বড় জঙ্গলে আছেন, জঙ্গলটার স্থানে স্থানে পরিষ্কার, ফলমুল যথেষ্ট আছে। পঞ্চবটী হইলেও হইতে পারে। কিন্তু পঞ্চবটীর সৌন্দর্য্য কোথায়? শাল, তমাল, নিম্ব, বিল্ব, বকুল, কদম্ব, তুলসী প্রভৃতি গাছপালা ঢের আছে বটে। কিন্তু এ সকল থাকিলে কি হইবে? আসল গাছই নাই। আমরা ছবির মধ্যে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম, কোথায়ও একটা ক্রোটন বা পাতাবাহারের গাছ দেখিলাম না। সুতরাং পঞ্চবটীকে দেশকাল বিবেচনায় সুন্দর বলিতে আমাদের সাহস হইল না। তবু চিত্রকর লিখেছে ভাল। শূর্পণখা

বড়ঘরের আদুরে মেয়ে, পূর্ণযৌবনা, তাতে আবার স্বাধীন জেনানা। বড়ঘরের মেয়ে হওয়া সৌভাগ্যের কথা, পূর্ণ যৌবন সুখের জিনিস, স্বাধীনতা অতি স্পৃহনীয় সামগ্রী। কিন্তু পাত্রভেদে এই তিনটা একসঙ্গে মিশিয়া গিয়া কেমন একটা ত্র্যহস্পর্শ দোষ দাঁড়াইয়াছে। চিত্রকর অসামান্য কৌশলে শূর্পণখায় এই ত্র্যহস্পর্শ দোষ অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়াছে। সুন্দর বপু সম্মুখে হেলাইয়া শূর্পণখা বিলম্বিত বেণীর অগ্র-ভাগস্থিত সুন্দর গোলাপ দক্ষিণ হস্তে লইয়া রামচন্দ্রের নাসিকার নিকট ধরিয়াছেন। রামচন্দ্র বিরক্ত হইয়া পার্শ্বে মুখ ফিরাইয়াছেন। সীতা শূর্পণখার এই জুলুমবাজী দেখিয়া অবাক হয়ে হাবা মেয়ের মত হাঁ ক'রে চেয়ে আছেন। লক্ষ্মণ ছোঁড়া চিরকাল অরসিক, এত অরসিক যে বাল্মীক ঠাকুরকেও সেই জন্য অনেক সময় সুবিজ্ঞ সমালোচকের হাতে গালাগালি খাইতে হইয়াছে। গ্রীবাভঙ্গি করিয়া, মুচ্‌কি হাসিয়া, সুন্দরী যুবতীর সম্মান রক্ষা করা যে পুরুষের পক্ষে প্রধান ধর্ম্ম, কাণ্ডজ্ঞান-রহিত লক্ষণ তাহা জানিতেন না। তাই তিনি ক্রোধে অধর দংশন করিয়া শূর্পণখার নাসিকা ছেদনার্থ ছুরিকা উত্তোলন করিয়াছেন। চিত্রপটের নিম্নে লিখিত আছে :—

"Shame !! Such cowardly attack of Luksmon is terribly shocking to the gallant notions of Europe." T. N. SANYAL.

"লোকে যা বলে তা বলুক গে।

যদি দেখিস নাছোড় বান্দা, গায়ে পড়ে লাগায় ধাঁদা

ছাড়্‌বি হাঁক, কাট্‌বি নাক,

শর্ম্মারামের আজ্ঞে।

লোকে যা বলে তা বলুক গে॥"

যদুনাথ রায়।

দেবানন্দের পূজার সময় উপস্থিত দেখিয়া যদুনাথ বজরা লাগাইতে আদেশ করিলেন। বজরা কূলে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

'সোনার কমল ধূলায় প'ড়ে।'

যে স্থানে বজরা লাগিল তাহার নিকট লোকালয় দৃষ্ট হয় না, বহুবিস্তৃত সৈকত ভূমি বিশাল বক্ষঃ পাতিয়া নীরবে বায়ু সেবন করিতেছে। খঞ্জন পাখীগুলি যোড়ায় যোড়ায় ফিরিতেছে, গ্রহবৈগুণ্যে দুই একটা খঞ্জন পাছে পড়িয়াছে, খঞ্জনী অঙ্গ দোলাইয়া অপেক্ষা করিতেছে, খঞ্জন নিকটবর্ত্তী হইয়া বিলম্বের কৈফীয়ৎ দিতেছে, খঞ্জনী রাগে গর্‌গর্‌ করিয়া বলিতেছে ঃ—

"হরি হরি যাহি, মাধব যাহি,
মা বদ কৈতব বাদং
তামনুসর, সরসীরুহ লোচন
যা তব হরতি বিষাদং।"

খঞ্জনগুলির অনতিদূরে ভাঙ্গা বাঁশের উপর বসিয়া জীবহিতৈষী মাছরাঙ্গা অনিমেষ লোচনে জলের দিকে চেয়ে আছে। মাছরাঙ্গা লোকহিতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। তাই বাসা ছাড়িয়া, বন্ধুবান্ধব ছাড়িয়া, এই নির্জ্জন প্রদেশে বসিয়া মৎস্যকুলের ঐহিক ও পরমার্থিক মঙ্গল চিন্তা করি-

তেছে। যত্নের ত্রুটি নাই, চেষ্টার ত্রুটি নাই, ক্ষুদ্র মৎস্য দেখিলেই অবিমৃষ্যকারী বলিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ উদর-স্বর্গে প্রেরণ করিতেছে। কখন ভাবিতেছে নিকটস্থ বালুকা ভূমিতে মৎস্যের কলমের-চারা লাগাইলে কতদিনে কি পরিমাণে মৎস্য জন্মিতে পারে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। আবার এদিকে অপন চঞ্চুর দৈর্ঘ্য অপেক্ষা নদনদীর গভীরতা অধিক দেখিয়া ভগীরথের অদূরদর্শিতার নিন্দা করিতেছে।

বজরা তীরে লাগিলে চাঁদু খানশামা বিল্বপত্রের অনু-সন্ধানে বাহির হইল, তন্নু পাঁড়ে বেলি থালায় আটা ঢালিয়া তীরে নামিল, রোমজান মাঝী হোক্কায় পানি পুরিয়া হাতমলা তামাক চড়াইল। দেবানন্দ খুঙ্গী হইতে পূজার উপকরণ বাহির করিতে লাগিলেন, যদুনাথ বজরার ছাদের উপর দাঁড়াইয়া চারিদিকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন বজরার প্রায় সাত শত হাত দূরে সোমেশ্বরী তীরে কতকগুলি লোক গোলাকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, দুই চারিজন লোক ছুটাছুটি করিতেছে, আবার সেই লোকমণ্ডলী মধ্যে মিশিয়া যাইতেছে। যদুনাথ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে এক বৃদ্ধ মুসলমান সেই লোকারণ্য হইতে বাহির হইয়া বজরার দিকে আসিতে লাগিল। যদুনাথ ইহার নিকট সবিশেষ অবস্থা জানিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া রহিলেন। বৃদ্ধ মুসলমান বজরার নিকটে আসিল, দাঁড়াইল না, নীরবে

বজরা পশ্চাৎ করিয়া চলিল। যদুনাথ ইহাকে ডাকিলেন। বৃদ্ধ ভয়ে ভয়ে চারিদিকে চাহিয়া দাঁড়াইল। যদুনাথ জিজ্ঞাসিলেন " ওখানে কি হচ্ছে ?"

বৃদ্ধ। আজ্ঞে, না।

যদু। না কি ? গোল কিসের ?

বৃদ্ধ। ছোবান আল্লা ! আমি ও ফ্যাসাদের মধ্যে যাই নাই।

যদু। ফ্যাসাদটা কি ?

বৃদ্ধ। আজ্ঞে, ম'রে গেছে।

যদু। কে মরেছে ?

বৃদ্ধ। একটা ছাওয়াল মানুষ।

যদু। কেউ তাকে মেরেছিল ?

বৃদ্ধ। খোদায় জানে।

আর কোন কথা না বলিয়া বৃদ্ধ মুসলমান প্রস্থান করিল। যদুনাথ দ্রুতপদে গোলযোগের স্থানে উপস্থিত হইলেন। দেবানন্দ একটু চিন্তা করিয়া যদুনাথের অনুসরণ করিলেন। যদুনাথ দেখিলেন নদীতীরে ভূমিশায়িনী এক অপূর্ব্বা স্ত্রী মূর্ত্তি—বালিকা, যেন দেবদুর্ল্লভ সোনার কমল স্বর্গচ্যুত হইয়া ধূলায় পড়িয়াছে। বালিকার দেহ স্থির, নয়ন নিমীলিত, আলুলায়িত কেশরাশি বদন মণ্ডল অর্দ্ধাবৃত করিয়াছে। উভয় হস্তে স্বর্ণবালা, নাসিকাগ্রে অত্যুজ্জ্বল মুক্তা, কটি হইতে জানু পর্য্যন্ত আর্দ্রবস্ত্রে বেষ্টিত। দেহের উপরার্দ্ধ অনাবৃত।

বালিকা গৌরাঙ্গী হইলেও এখন বিবর্ণা। যদুনাথ ধীরে ধীরে বালিকার বদনমণ্ডল হইতে সিক্ত কেশ অপসৃত করিয়া স্থির নেত্রে চাহিয়া দেখিলেন——যদুনাথের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, দেহ অবসন্ন হইল, করুণকণ্ঠে আর্ত্তনাদ অর্দ্ধস্ফুট হইল।

একি জীবিতা না মৃতা? যদুনাথ শোকাবেগ প্রশমিত করিয়া বালিকার পার্শ্বে বসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। বালিকার নাসিকার নিকট হস্ত রাখিয়া শ্বাস প্রশ্বাস অনুভব করিতে চেষ্টা করিলেন, কিছুই অনুভূত হইল না। বামহস্তের নাড়ী ধরিতে গেলেন, কিছুই পাইলেন না। নাড়ীর স্থান শীতল, নিস্পন্দ। বৈশাখের বিষম উত্তাপেও বালিকার দেহ বিশেষ উত্তপ্ত হয় নাই। যদুনাথ আপন বাম হস্তোপরি বালিকার মস্তক যত্নে রক্ষা করিয়া শরীর হইতে মস্তক কিছু ঊর্দ্ধে রাখিতে চেষ্টা করিলেন। চেষ্টা বিফল হইল, গ্রীবা ভাঙ্গিয়া পড়িল। যদুনাথ পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। পরে দেবানন্দকে বলিলেন "গুরুদেব, প্রাণবায়ু উড়িয়া গিয়াছে। জানিনা কি দুঃখে এমন সোনার পিঞ্জর ফেলিয়া প্রাণ পাখী উড়িয়া গেল!"

দেবানন্দ স্বামী বালিকার হস্ত পদাদি নিবিষ্ট চিত্তে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। এখন বালিকার বক্ষোপরি কর্ণ সংস্থাপন করিয়া তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্রে দক্ষিণ হস্ত রক্ষা করিলেন। কিছুকাল এই অবস্থায় থাকিয়া বালিকার নিমীলিত

চক্ষুঃ তর্জ্জনী সংযোগে উন্মীলিত করিয়া কিছুকাল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন "যদুনাথ! প্রাণবায়ু একবার বহির্গত হইলে আর প্রত্যাবর্ত্তন করে না। ভগবানের কৃপা ভিন্ন মৃতদেহে জীবন সঞ্চার মনুষ্যের সাধ্যাতীত। তবে এই বালিকার জীবনী শক্তি একেবারে নষ্ট হয় নাই। মুমূর্ষু অবস্থা বটে, কিন্তু আমি যতদূর বুঝিতেছি তাহাতে এখন পর্য্যন্ত দেহ হইতে প্রাণ বিমুক্ত হয় নাই। ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। বামবাহু অল্প ছেদ করিয়া তাহাতে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। তীক্ষ্ণ ছুরিকা বা ঐরূপ কোন অস্ত্রের প্রয়োজন। বিলম্বে কার্য্য সিদ্ধি হইবে না।"

যদুনাথ নিমেষ মধ্যে বালিকার মস্তক দেবানন্দের উরু দেশে সংস্থাপন করিয়া তীরবৎ বজরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে বজরায় প্রবেশ করিয়া হাতবাক্স হইতে ছুরিকা বাহির করিতে গেলেন। হাতবাক্স পাওয়া গেল না। কে হরণ করিল? যদুনাথ আবার ঘুরিলেন, আবার খুঁজিলেন, ছুরিকা ত পাওয়া গেল না। যদুনাথ আর বিলম্ব না করিয়া বজরা হইতে একখানি কাটারী লইয়া রুদ্ধশ্বাসে দেবানন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেবানন্দ তখন গলদেশ হইতে রুদ্রাক্ষ মালা উন্মোচন করিয়া তাহা হইতে একটি রুদ্রাক্ষ বাছিয়া বাহির করিলেন। রুদ্রাক্ষের উভয় পার্শ্ব সুবর্ণে মণ্ডিত। ঐ রুদ্রাক্ষ মধ্যে ঔষধ আছে বলিয়া দেবানন্দ উহা যদুনাথের

হাতে দিয়া দ্বিখণ্ড করিয়া ঔষধ বাহির করিতে বলিলেন। চারিদিকে বালুকা উড়িতেছে, পায়ের নিচেও বালুকা রাশি সরিয়া সরিয়া যাইতেছে, কোথায় রাখিয়া রুদ্রাক্ষ ছেদ করিবেন? বজরা অনেক দূরে, নিকটে কঠিন পদার্থ কিছুই নাই। যদুনাথ কাটারীর মুখে রুদ্রাক্ষ রাখিয়া উভয় অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা টিপিয়া ধরিলেন; যত্ন বিফল হইল, সামান্য একটু কাটিল মাত্র, রুদ্রাক্ষ কাটারীর মুখে লাগিয়া রহিল। যদুনাথ বিরক্ত হইয়া কাটারীসংলগ্ন রুদ্রাক্ষ আপন বামহাঁটুর উপর রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া কাটারী পৃষ্ঠে সজোরে আঘাত করিলেন। রুদ্রাক্ষ দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। অসাধারণ ব্যায়াম কৌশলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দৃঢ়ীভুত হইলেও হাঁটুতে দারুণ আঘাত লাগিল। দেবানন্দ বিস্মিত হইলেন। যদুনাথ ভ্রূক্ষেপ না না করিয়া রুদ্রাক্ষ হইতে ঔষধ বাহির করিয়া দেবানন্দের হাতে দিলেন।

দেবানন্দ তখন বালিকার বাম বাহু উভয় হস্তে ধারণ করিয়া অল্প পরিমাণে ছেদনার্থ যদুনাথকে আদেশ করিলেন। যদুনাথ কাটারী লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থান ছেদনার্থ চেষ্টা করিলেন——ছেদন হইল না, চিহ্ন মাত্র হইল না, যদুনাথের হাত কাঁপিতে লাগিল। কাটারী রাখিয়া স্বামীজিকে বলিলেন "আমি পারিব না।"

দেবানন্দ ঈষৎ হাস্য করিলেন। এ অসময়ের হাসি যদুনাথের পক্ষে বড় কষ্টদায়ক, আমাদেরও ভাল লাগিল না।

দেবানন্দ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "রুদ্রাক্ষ দ্বিখণ্ড করিতে গিয়া আপন শরীরে দারুণ আঘাত করিতে সঙ্কুচিত হও নাই, কঠিন রুদ্রাক্ষও দ্বিখণ্ড করিয়াছ। ভাল এই বালিকার কোমল বাহু কি এ সকল অপেক্ষাও কঠিন?"

যদুনাথ মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী বুঝিল না যে মায়াচ্ছন্ন সাংসারিক যুবকের পক্ষে এরূপ সুকোমল বাহুতে অস্ত্রাঘাত তত সহজ ব্যাপার নহে। দেবানন্দ নিমেষ মধ্যে বালিকার বাম বাহুতে অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া ঔষধ প্রবেশ করাইলেন। তদনন্তর আপন উত্তরীয় বসনে ক্ষত স্থান আবৃত করিয়া বালিকাকে বজরায় আনিতে আদেশ করিলেন। যদুনাথ বালিকাকে বজরায় আনিয়া সুকোমল শয্যায় শয়ন করাইলেন। দেবানন্দ জিজ্ঞাসিলেন "বালিকার নাম কি?"

যদুনাথ বলিলেন "নিরুপমা"। স্বামীজি পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন "নিরুপমা তোমার কে?"

এ পৃথিবীতে সকল সময় সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। উত্তর জানা থাকিলেও রসনা জড়িত হইয়া আইসে। যদুনাথ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন "আমার—আমার—তা, আমার কেউ নয়,—না, আমার কেউ নয়— আমার গ্রাম বাসিনী, তাই জানা শুনা আছে।"

যদুনাথের এই উত্তরে দেবানন্দ কি বুঝিলেন বলিতে পারি না। আমরা কিন্তু অভিধান খুলিয়া বসিলাম; দেখি 'গ্রাম' অর্থে 'হৃদয়' হয় কি না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

All human things are subject to decay,
When Fate calls, monarchs must obey.

Dryden.

মধ্যাহ্নে গোপীনাথপুরের ঘাটে বজরা লাগিল। যদুনাথ দেবানন্দের সহিত গোপীনাথপুরের পূর্ব্ব পাড়ায় নিজ বাটী অভিমুখে যাত্রা করিলেন, নিরুপমা অজ্ঞানাবস্থায় যদুরায়ের বাটীতে প্রেরিতা হইলেন। চাঁদু হাত বাক্স অনুসন্ধান করিল, পাইল না। বাক্সের মধ্যে যদুরায়ের নামাঙ্কিত সীল ছিল, বহুকালের বিশ্বাসী ভৃত্য চাঁদু তাহা জানিত। সীল বিপক্ষের হস্তগত হইলে বিপদের আশঙ্কা আছে জানিয়া চাঁদু থানায় সংবাদ দিতে ইচ্ছা করিল। যদুনাথের অনুমতি জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল।

যদুনাথের অন্তরে নিরুপমার মুমূর্ষু মূর্ত্তি জাগিতেছিল, সীলের কথা ভাল লাগিল না। যদুনাথ বিরক্ত হইয়া ভ্রূকুটি ভঙ্গ করিয়া চাঁদুকে দূরে যাইতে বলিলেন। চাঁদু ব্যথিত অন্তরে প্রস্থান করিল। যাওয়ার সময় বলিতে লাগিল "এই সীলমোহরে হয় ত একদিন সর্ব্বনাশ হ'বে, তখন নিরু হিরুতে কুলাবে না। মা কালীর ইচ্ছায় যদি ছুঁড়িটা ম'রে যায় তবে

আপদ যায়; গুরুর দিব্যি যদি আর কোন দিন রায় বাড়ীতে ছুঁড়ী ফুঁড়ী ঢুকতে দেই।"

যদুরায়ের প্রকাণ্ড বাড়ী। বড় বড় খাটে শতরঞ্চ পাতিয়া দপ্তরখানায় কতকগুলি আমলা জমিদারী সেরেস্তার কার্য্য করিতেছে, আর কখন কখন সভয়ে সদর নায়েবের দিকে চাহিতেছে। সদর নায়েব ফরসী টানিতেছেন, চষমা লাগাইয়া পেস্কারের জবান দুরস্ত করিতেছেন, কখন সুমার-নবীশের হিশাবে ভুল পাইয়া "ন্যাজকাটা, মাছিমারা, বাহাত্তর ঘরের বাহির" প্রভৃতি মধুর বাক্যে শূদ্র সুমারনবীশের কর্ণ পবিত্র করিতেছেন। নায়েবের নাম দিগম্বর মুন্সী, বাড়ী যশোহর জেলা। দিগম্বর প্রসিদ্ধ কিতাবৎ-ওয়ালা, কাগজ কলমে একটা মুচ্ছুদ্দি কছমের লোক। এ দিকে লাঠি খেলিতে, তরোয়াল ভাঁজিতে, অশ্বচালনে দিগম্বরের যোড়া পাওয়া যায় না। নায়েবজাতীয় একটি ভুঁড়ি থাকিলেও দিগম্বরের বাঁধুনি ভাল, আটা পেটা—নিটোল—নিরেট।

দেবানন্দ যদুনাথের সহিত ক্রমে মালখানা, নাট মন্দির, চণ্ডীদালান অতিক্রম করিয়া অন্দর মহলের অনতিদূরে এক প্রস্তরমন্দির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মন্দিরের চূড়ায় ত্রিশূল শোভিতেছে। প্রাঙ্গনে বহুকালের আলবাল-বেষ্টিত বকুল নিম্ব হরীতকী বিল্ববৃক্ষ সুদী[illegible]পল্লব শাখা বিস্তার করিয়া নিদাঘের দুঃসহ মার্ত্তণ্ড-কিরণ হইতে মন্দির রক্ষা

করিতেছে। শুভ্র প্রস্তর-নির্ম্মিত মহাদেব মূর্ত্তি মন্দির আলো করিয়াছে। তাম্র পাত্রে চন্দন-চর্চ্চিত বিল্বপত্র, সুপরিমল কুসুমরাশি, তৎপার্শ্বে ঘৃতপূর্ণ পঞ্চপ্রদীপ, নিদাঘ-সুলভ ফলমূল-বেষ্টিত স্তূপাকার আতপ নৈবেদ্য, সত্ত্বগুণোদ্দীপক সধূপ ধূমরাশি মন্দির পূর্ণ করিয়াছে। ভক্তিপরায়ণ কালীশিরোমণি নিবিষ্ট চিত্তে ভূতভাবন ভবানীপতির পাদমূলে অর্ঘ্যস্থাপন করিয়া ত্রিতন্ত্রীবাদন পূর্ব্বক মধুর কণ্ঠে মহাদেবের স্তুতি গান করিতেছেন। দেবানন্দ এবং যদুনাথ এই স্থানে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া অন্দর মহলে প্রবেশ করিলেন।

যদুনাথ সাত বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত দার পরিগ্রহ করেন নাই। এ পৃথিবীতে যদুনাথের একমাত্র মাতা অন্নপূর্ণা ভিন্ন আর কেহই ছিল না। তবু অন্দর মহলে লোক ধরে না। দূরসম্পর্কীয় পিতৃব্য, পিতৃষসা, মাতৃষসা, জ্যেষ্ঠতাত হইতে যত রকমের ভ্রাতা, ভগিনী, ভাগিনেয়ী, ভ্রাতৃবধু, ভ্রাতুষ্পুত্র হইতে পারে সকলেই যদুনাথের অন্নে প্রতিপালিত হইতেন। কুল পুরোহিত কালী শিরোমণি কথকতায় লব্ধ-প্রতিষ্ঠ এবং উপায়ক্ষম হইলেও শেষ বয়সে উদরান্নের জন্য কষ্ট পাইতে না হয় ভাবিয়া যদুনাথ তাঁহাকে সপরিবারে আপন বাটীতে রাখিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের ভার লইয়াছিলেন।

দেবানন্দ যদুনাথের সহিত অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়া

দেখিলেন কোন স্থানে ছোট ছোট ছেলে গুলি সারি সারি ইছলামপুরিয়া বগী থালায় ঝালে ঝোলে অম্বলে একটা আজ্‌গবি রকমের মিক্‌চার প্রস্তুত করিয়া অন্নসংযোগে উদরসাৎ করিতেছে। কোন কোন বালক অগ্নিমান্দ্য হেতু আহার পরিত্যাগ করিয়া অনাহুত মার্জ্জার মণ্ডলীর রোমাবলী বাম-হস্তে উৎপাটন করিয়া ফুৎকার মন্ত্রে পবনদেবকে উৎসর্গ করিয়া দিতেছে। কোন স্থানে বাঁকুড়া বাসী মুখুয্যে মশাই কোমরে পৈতা রাখিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ব্রাহ্মণগণকে পরি-বেষণ করিতেছেন। গরম ভাতের থালায় মুখুয্যের হাত পুড়িতেছে, নাসিকা কুঞ্চিত হইতেছে, দাঁতগুলি উকি মারি-তেছে, কাহারও পাতে ভাত পড়িতেছে, কাহারও পাতে মুখুয্যে ঠাকুরের ঘর্ম্মবিন্দু——বিষ্ণুঠাকুরী ঘাম।

রোয়াকে বসিয়া কতকগুলি চাকরাণী পা মেলিয়া চুল এলাইয়া পান সাজিতেছে, কেহ কেহ দিগম্বর মুনসীর বেটার মাথা খাইতেছে, কেহ বা পাচক-ব্রাহ্মণের নৈশ উদার নীতির ভুয়সী প্রশংসা করিতেছে। চাকরাণী গুলির প্রায়ই আড়াই পেঁচে কাপড় পরা, কেহ পুরা বিধবা, কেহ হাপ্‌ বিধবা, কেহ কেহ "ভর্ত্তরি জীবতি বিধবা ভার্য্যা।"

বাড়ীর মধ্যে কালীশিরোমণির জন্য যে ঘর নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহার খড়খড়ি খুলিয়া পঁচিশ বৎসর বয়স্ক একটা বাবু-ভট্টাচার্য্য রক্ত চন্দনের ফোটা কাটিয়া, কাণে চাঁপা ফুল গুজিয়া চকিতের ন্যায় উকি মারিতেছে, কখন দর্পণ

সম্মুখে রাখিয়া তেড়ী কাটিতেছে, আবার ভাঙ্গিতেছে। কখন আপন লম্বা টিকী বামকরে ধরিয়া অনায়াসলভ্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে বলিতেছে :—

"—রে টিকী, ইচ্ছা হয় কেটে ফেলি তোরে,
ভয় পাছে শিরশ্ছেদ করে শিরোমণি।
হায় রে জন্মিনু কেন পুরোহিত কুলে ?
নাহি কাটে তেড়ী যথা, নাহি রাখে গোঁপ ॥

এই বাবু ভট্টাচার্য্য আর কেহই নহে,
কালী শিরোমণির পুত্র চিন্তামণি। যদুনাথ অন্দরে যাওয়ার পূর্ব্বে চিন্তামণি খাম্বাজ রাগে গুণ্ গুণ্ স্বরে গাইতেছিল :—

"গাথ দেখি কেমন গাথ হার,
যাদু বুন্ পো রে আমার।
ভুলিবে যুবকেরই মন, যুবতী কোন ছার।"

যদুনাথকে দেখিয়া চিন্তামণি খাম্বাজ সম্বরণ করিলেন; বৌ গুলি ঘোমটা টানিয়া দিল, চাকরাণীর দল পা গুটাইল, ছেলে গুলি দেবানন্দের দাড়ী দেখিয়া থালা ফেলিয়া পলাইল। নিরুপমা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে যদুনাথ পাল্কী আনাইয়া তাঁহাকে পশ্চিম পাড়ায় সান্যাল-বাটীতে প্রেরণ করিলেন। দেবানন্দ আহারান্তে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন, য'ওয়ার সময় অন্নপূর্ণাকে নিভৃতে ডাকিয়া নিয়া কি একটা কথা বলিলেন। অন্নপূর্ণা শিহরিয়া উঠিলেন, পরে একটু

চিন্তা করিয়া বলিলেন "আপনার আদেশ শিরোধার্য্য, প্রাণপণে চেষ্টা করিব।"

দেবানন্দ বিদায় হইলে অন্নপূর্ণা তৎক্ষণাৎ যদুনাথকে ডাকিয়া তারকের সঙ্গে আহারাদি করিতে নিষেধ করিলেন। অন্ন-পূর্ণা শুনিয়াছিলেন তারক নাকি মুরগীর মোরব্বা খাইয়া থাকেন। যদুনাথ তারকের সহাধ্যায়ী, কলিকাতায় এক বাসায় থাকিয়া একই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন। ক্রমে ধর্ম্মবিষয়ে মতান্তর ঘটিলে যদুনাথ তারকের সহিত আহারাদি রহিত করিয়া দিলেন। অন্নপূর্ণা এ সকল জানিতেন। তবে আবার নিষেধ কেন? অন্নপূর্ণা আসল কথা চাপিয়া গেলেন, বয়োপ্রাপ্ত পুত্রের নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিতে পারিলেন না। অন্নপূর্ণার ইচ্ছা নিরুপমার প্রতি যদুনাথের ভালবাসা না থাকে, মেশামিশি, দেখা শুনা একেবারে রহিত হইয়া যায়। কথাটা খুলিয়া বলিলেই ভাল হইত। অন্নপূর্ণা তাহা পারিলেন না, যদুনাথও জননীর অন্তরের কথা বুঝিতে পারিলেন না, তাই কেবল মাত্র তারকের সহিত কখন আহারাদি করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

যদুনাথ অন্দর হইতে বৈঠকখানায় আসিলে বড়বাড়ীর একজন দ্বারবান একখানি চিঠি দাখিল করিল। বড়বাড়ী কোথায়?

গোপীনাথপুরের দুই মাইল পশ্চিমে আশানপুর গ্রাম,

মাধব বাগচী আশানপুরের জমিদার। মাধবের পিতা শ্যামা চরণ বাগচী যদুনাথের পিতার আমলে রায়বাড়ীর সরকার ছিলেন। অল্প বয়সে যদুনাথের পিতা পরলোক গমন করেন। অন্নপূর্ণা শ্যামাচরণকে বিশ্বাস করিয়া সমস্ত বিষয় কার্য্যের ভার তাঁহার প্রতি অর্পণ করিলেন। শ্যামাচরণ এই স্থযোগে দুই দিনে বড় মানুষ হইলেন। লাটের কিস্তী বন্ধ করিয়া মনিবের জমিদারী নিলামে চড়াইয়া বেনামী ভাবে নিজেই খরিদ করিতে লাগিলেন। এই রূপে রায় জমীদারের প্রচুর সম্পত্তি শ্যামাচরণের হস্তগত হইল। শ্যামাচরণ বড় মানুষ হইয়া প্রকাণ্ড বাড়ী ফাঁদিলেন। কাঁখের কলসী কাঁখেই রহিল, যমুনার জলকেলি ঘটিয়া উঠিল না। বড় বড় এমারৎ গুলির ছাদ পেটা হইতে না হইতে শ্যামাচরণের দেহ-ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িল। বিসূচিকা রোগে শ্যামাচরণের মৃত্যু হইল। মৃত্যুকালে শ্যামাচরণ মাধবকে ডাকিলেন, মাধব সভয়ে পিতার মৃত্যুশয্যা-পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। মাধবের ভয় হইল পাছে শ্যামাচরণ গঙ্গাযাত্রার আবদার করেন। আশানপুর হইতে গঙ্গা অন্ততঃ বার দিনের পথ। মাধবের অমূলক ভয় শীঘ্রই দূর হইল। শ্যামাচরণ একবারও গঙ্গা বা হরিনাম মুখে আনিলেন না। মাধবের কানে কানে বলিলেন "বামুণ-হাটী পরগণা পারিলাম না, সাধের বামুণ-হাটী, তুমি চেষ্টা করিও।"

বলিতে বলিতে শ্যামাচরণের প্রাণ বিয়োগ হইল—বিধাতার বিষম দরবারে বিশ্বাসঘাতকের নিকাশ তলব হইল। শ্যামাচরণের প্রেতাত্মা বিধাতার দরবারে উপস্থিত হইয়া সভয়ে দেখিল, সেখানে জ্যাক্‌শন সাহেব নাই, উড্রফ নাই, মনমোহন নাই, গণেশ চন্দ্র নাই, জুরী নাই, ষ্ট্যাম্প নাই, কাগজ কলম নাই, তবু বিচার চলিতেছে—চুল-চেরা বিচার হইতেছে। অভ্যাস প্রযুক্ত শ্যামাচরণ তাড়াতাড়ি জমিদারী ছেক্কায় একটা জবাব ঠিক করিয়া বিচারকের দিকে চাহিলেন, চাহিতে পারিলেন না, চক্ষু ঝলসিয়া গেল। এ হাকিম জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষ, বিচারে ভুল নাই, জাতিবিচার নাই, বর্ণ ভেদ নাই, ডিপ্লোমেশি নাই চক্ষুলজ্জা নাই, আপীল নাই, কৈফীয়তের ভয় নাই। আসামী উপস্থিত হইবামাত্র চূড়ান্ত হুকুম হইতেছে। শ্যামাচরণের বেনামী খরিদ বিক্রয় একটাও টিকিল না, পাপসঞ্চিত অর্থরাশি সহসা কালানলে পরিণত হইয়া লোল জিহ্বা বিস্তার পূর্ব্বক শ্যামাচরণের প্রেতাত্মাকে দাহন করিতে লাগিল।

মাধব বাগচী পিতার আরব্ধ বাটী সম্পূর্ণ করিলেন। বাটীর সম্মুখে বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া তদ্‌পার্শ্বে ত্রিতল সৌধ নির্ম্মাণ করিলেন। এই ত্রিতল অট্টালিকা বৈঠকখানায় পরিণত হইল, নাম হইল **মাধব-মঞ্জিল।** পূরণের মহারাজের এলেকা হইতে বড় বড় হাতী খরিদ

হইল। কোনটী সদর দরজায়, কোনটী বহুমূল্য আস্তরণে মণ্ডিত হইয়া মাধব মঞ্জিলের সম্মুখে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিত। গাড়ীর অনুরোধে আশানপুর হইতে নিকটস্থ সমুদয় পল্লীতে রাস্তা প্রস্তুত হইল। নিকটস্থ নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা অনেক সময় মাধব-মঞ্জিল দেখিতে আসিত। তাহারা এত্তবড় প্রকাণ্ড বাড়ী কখন দেখে নাই, তাই মাধবের বাড়ীকে বড়বাড়ী বলিত। সময়ে 'বড়বাড়ী' নাম হইয়া গেল।

যদুনাথ বড়বাড়ীর পত্র খুলিলেন। পত্রখানা এই :—

"ইজ্জতাছার শ্রীযদুনাথ রায় বাকীয়াৎ বাসেন্দা

প্রতি আগে

এ পক্ষের নিতান্ত ইচ্ছা আপনি যতশীঘ্র পারেন এ পক্ষের সঙ্গে দেখা করিবেন। বামুনহাটী পরগণার সরেওয়ার জানা আবশ্যক। আপনি ইহার হাল অবস্থা ওয়াকিব আছেন। অতি সত্বর এপক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া সবিশেষ অবস্থা জানাইলে বড় সুখের বিষয় হইবে। চিন্তামণি বাবুকে এ বাটীর প্রনাম জানাইবেন।

শ্রীমাধব চন্দ্র বাগচী"

যদুনাথ পত্র পড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন মাধব আবার 'এ পক্ষ' হইল কবে? আমিই বা কোন সম্পর্কে তাহার 'বাকীয়াৎ বাসেন্দা' হইলাম? আমি ত মাধবের কর্ম্মচারী নই, প্রজাও নই, তবে এ অদ্ভুত ভাষায় পত্রের ছলে

পরওয়াণা জারি কেন? আর চিন্তামণি বাবুটা কে? এ কি আমার পুরোহিত ঠাকুরের ছেলে? হা কৃষ্ণ! পুরোহিত ঠাকুরের বংশধর শেষকালে বাবু হয়ে গেল!!"

যদুনাথ তখনই চিন্তামণিকে ডাকাইলেন। চিন্তামণি-বাবু মুহূর্ত্ত মধ্যে ভট্টাচার্য্য হইয়া গেল, একবারে ফরাশডাঙ্গা ছাড়িয়া রেলীর বাড়ীতে হাজির, রেল-পেড়ে ছাড়িয়া থাপি থান পরিল, তাম্বুল রাগ ধৌত করিয়া হরীতকী মুখে পূরিয়া দিল, চাঁপাফুল কর্ণ ছাড়িয়া টিকিতে সংলগ্ন হইল। নামাবলী স্কন্ধে ফেলিয়া 'নারায়ণ' শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে চিন্তামণি নতশিরে যদুনাথের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

যদুনাথ চিন্তামণিকে শাস্ত্র পাঠের কথা জিজ্ঞাসিলেন। চিন্তামণি বলিল "রামায়ণ শেষ করিয়াছি, মহাভারত আরম্ভ করিয়াছি।"

যদুনাথ। যখন কথকতা শিখিতে ইচ্ছা করেছ তখন তোমার পিতার নিকট পুরাণ পাঠের সঙ্গে রাগরাগিণী অভ্যাস করিও। পুরাণে অধিকার এবং সঙ্গীত বিদ্যা উভয়ই কথকতার জীবন।

চিন্তামণি। বাবা এই দুই বিষয়েই আমাকে পূর্ব্বে যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দিতেন, কয়েক মাস হইল তিনি আমার শিক্ষা বিষয়ে উদাসীন হইয়াছেন। কেন হইলেন বুঝিতে পারি না।

যদুনাথ। তুমি কি বড়বাড়ী যেয়ে থাক? মাধব বাগচীর সঙ্গে তোমার আলাপ আছে?

চিন্তামণি। আছে, তিনি আমাকে বড় স্নেহ করেন। তা ছাড়া গোপাল ডাক্তার সঙ্গীত বিষয়ে আমাকে শিক্ষা দিয়া থাকেন।

যদুনাথ। যেরূপ শুনিতে পাই তাহাতে গোপালের সঙ্গে না মেশাই ভাল।

চিন্তামণি একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন "মাধব বাবুর লাইব্রেরীতে কালীসিংহের মহাভারত আছে, সেইখানা পড়িতে বড়বাড়ী যাইয়া থাকি।"

চিন্তামণিকে বিদায় দিয়া যদুনাথ মাধবের লাইব্রেরী সম্বন্ধে মনে মনে নানারূপ আন্দোলন করিতে লাগিলেন। যদুনাথের বড় সন্দেহ হইল; অনেকদিন মাধবের বাটীতে যাতায়াত নাই, চিন্তামণির মহাভারত পাঠ সম্বন্ধে কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। স্বচক্ষে সমস্ত দেখিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন।

চিন্তামণি চলিয়া গেলে সোনার মা বুড়ি লাঠিভর করিয়া বৈঠকখানায় উঠিয়া যদুনাথকে বলিল "তোমার মাসী মা ডেকেছে, যাবে?"

অবকাশ পাইলেই সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া যদুনাথ প্রতিশ্রুত হইলেন। কুক্ষণে সোনার মা আসিয়াছিল! কুক্ষণে যদুনাথ যাইতে স্বীকার করিলেন। সোনার মা

বড়বাড়ীর চাকরাণী। যদুনাথ বাল্যকাল হইতে মাধবের মাতাকে 'মাসী মা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। মাধবের মাতা মহামায়া দেবীকে বাল্যকাল হইতে যদুনাথ বড় ভক্তি করিতেন। মহামায়া হইতে কোন বিপদের আশঙ্কা আছে কি? কখনই নহে। যদি পশ্চিমে অরুণোদয় সম্ভবে তবে মহামায়া হইতে পার্থিব জীবের অপকার হইতে পারে, নতুবা নহে। তবে 'কুক্ষণ' আসিল কোথা হইতে? কে বলিবে?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল,
অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল"

চণ্ডীদাস।

রাত্রি দুই প্রহর। এখনও তারকের মাতা ব্রহ্মময়ী বাঙ্গালাঘরের বারেন্দায় বসিয়া অশ্রুমোচন করিতেছেন। ভাবিতেছেন "কি পাপে এমন হইল? সঙ্কল্প করিয়া পুরাণপাঠ আরম্ভ করিলাম, উদ্‌যাপন হইল না, হইবার সম্ভবও নাই। যদি জানিতাম ছাই ভস্ম পড়িলে কপাল পুড়িবে, ধর্ম্মলোপ হ'বে, তবে কখনই ও ছাই পড়াইতাম না, টোলে পড়াইতাম, তারক আমার পণ্ডিত হইত, মানুষ হইত, পিতৃপুরুষের জলপিণ্ডের আশা থাকিত। অথবা আমার অদৃষ্টের দোষে এরূপ ঘটিতেছে, নতুবা ও ছাইত সকলেই পড়ে, সকলেই ত তারক হইয়া যায় না। গৃহে আমার সুখ নাই, গৃহাশ্রমে বিধবার সুখ ধর্ম্মসঞ্চয়। ক্রিয়াকলাপ দেবার্চ্চনা ব্রতানুষ্ঠান এ ঘরে থাকিতে হইবে না। তবে কেন কাশীধামে যাইব না? কর্ত্তা বলিতেন:—

যেষামন্যা গতির্নাস্তি তেষাং বারানসী গতিঃ;

আমার ত অন্য গতি নাই, সুতরাং বারানসীই আমার গতি। যে কয়েক দিন বেঁচে আছি সেই স্থানেই থাকিব, বিশ্বেশ্বর দর্শন করিয়া দিনগত পাপক্ষয় করিব। তবে এ পথের একমাত্র বাধা নিরুপমা। আমি সংসার ত্যাগ করিলে নিরুপমার দশা কি হইবে? ইহাকে এ পর্য্যন্ত পাত্রস্থা করিতে পারি নাই। যাহা কিছু আছে সমুদায় বিক্রয় করিয়া নিরুপমাকে সুপাত্রে অর্পণ করিব।”

এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্রহ্মময়ী শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন নিরুপমা পালঙ্কোপরি নিদ্রা যাইতেছেন। জলমগ্ন হওয়ার কথা স্মরণ হইল। ব্রহ্মময়ী সভয়ে নিরুপমার ললাট ও বক্ষঃ স্পর্শ করিলেন, শরীরের উত্তাপ কিছু অধিক বোধ হইল। ব্রহ্মময়ী ব্যস্ত হইয়া দেবরকে ডাকিলেন। দেবর রামনাথ সান্যাল পার্শ্বের ঘরে শয়ন করিয়া ছিলেন। নিরুপমার শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া রামনাথ অতি সাবধানে তাহাকে পরীক্ষা করিলেন। রামনাথের ললাট কুঞ্চিত হইল, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পরে ব্রহ্মময়ীকে বলিলেন “বিকার মুখে জ্বর, রামলোচন কবিরাজকে ডেকে আনি।”

ব্রহ্মময়ী সভয়ে রামনাথকে নিষেধ করিয়া তারকের মতামত জানিতে গেলেন। ব্রহ্মময়ীর ভয় ছিল পাছে তারক আপন বাটীতে পাইয়া আবার রামলোচনকে অপমান করেন। তারক অন্য একখানি বাঙ্গালা ঘরে হিরণ্ময়ীর

সঙ্গে শয়ন করিয়া ছিলেন। ব্রহ্মময়ী তারকের শয়নগৃহের দরজার নিকট দাঁড়াইয়া শুনিলেন গৃহমধ্যে অস্ফুটস্বরে কে ক্রন্দন করিতেছে। ব্রহ্মময়ী সভয়ে ডাকিলেন—"তারক।"

তারকের উত্তর শুনিবার পূর্ব্বে দুই একটা কথা বলা প্রয়োজন হইতেছে।

তারক আহারান্তে শয়ন ঘরে প্রবেশ করিলে প্রায় এক ঘণ্টা পরে হিরণ্ময়ী স্বামী সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। হিরণ্ময়ী অবগুণ্ঠনবতী, হস্তে তাম্বুল পাত্র। বয়োপ্রাপ্তা হইয়া স্বামীর সঙ্গে এই প্রথম সাক্ষাৎ বলিলেও হয়। হিরণ্ময়ী দেখিলেন তারক সুসজ্জিত শয্যা পরিত্যাগ করিয়া, আসন ছাড়িয়া, ভূমিতে জানু পাতিয়া অর্দ্ধোপবেশনে অবস্থিতি করিতেছেন। উভয় হস্ত উভয় বাহুতে সংলগ্ন, শরীর নিস্পন্দ, নয়ন নিমীলিত, কেবল অধর একটু নড়িতেছে, আর ক্ষণে ক্ষণে "ভো—অহো—নীৎ—জনং" প্রভৃতি অর্দ্ধস্ফুট পদাবলী উদারাগ্রামের গান্ধার সুরে উচ্চারিত হইতেছে।

হিরণ্ময়ী প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। স্বামীর সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ হইল, কারণ তিনি এ সময়ে এ অবস্থায় কখন কাহাকেও দেখেন নাই। হিরণ্ময়ী সভয়ে তারকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারকের চক্ষু পূর্ব্ববৎ নিমীলিত। হিরণ্ময়ীর ভয় হইল, চারিদিকে চাহিয়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসিলেন "শরীরে কোন অসুখ হয় নাই ত?"

কোন উত্তর নাই, তারক পূর্ব্ববৎ নির্ব্বাক, কেবল ছোট রকমের একটি ভ্রূকুটি ভঙ্গি করিলেন মাত্র। দুর্ভাগ্যক্রমে হিরণ্ময়ী ক্ষুদ্রালোকে তাহা দেখিতে পাইল না। হিরণ্ময়ীর উৎকণ্ঠা বাড়িতে লাগিল। স্বামীর শারীরিক অবস্থা জানিবার জন্য হিরণ্ময়ী সাহসে ভর করিয়া তারকের ললাট স্পর্শ করিলেন—হতভাগিণী হীরকভ্রমে জ্বলন্ত লৌহ স্পর্শ করিল!

যোগীবর তারকনাথের ধ্যান ভঙ্গ করিতে গিয়া মদন ভস্ম হইয়াছিলেন। পার্ব্বতী কোন গতিকে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। এবার পার্থিব তারকের রোষাগ্নিতে মদনের চৌদ্দ পুরুষ ভস্মীভূত হইল। সে বারে বড়মানুষের মেয়ে বলে পার্ব্বতী পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন, এবার তারকের রোষাগ্নিতে

—"স হিরণ্ময়ী মদন স্বাহা।"

হিরণ্ময়ী তারকের ললাট স্পর্শ করিবামাত্র তারকের ধ্যানমগ্ন চক্ষু বিস্ফারিত হইল, জিহ্বাগ্রে পাশ্চাত্য বাগ্দেবীর আবির্ভাব হইল। তীব্র স্বরে বলিলেন "Unmannerly village damsel! Darest thou disturb the dignified moments of my most glorious contemplation? তা তোমার দোষ কি? যেমন সঙ্গিনী, যেমন শিক্ষা, যেমন সমাজে বাস, আচার ব্যবহার তাহারই অনুরূপ হইয়াছে। তোমার ব্যবহার যেরূপ দেখিলাম তাহাতে পাশবরৃত্তির চিত্র ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হয় না। ধ্যানে স্বামীর সহায়তা করাই স্ত্রীর প্রধান ধর্ম্ম। তুমি তাহা না করিয়া গোলাপাদি-

পূর্ণ তাম্বুল পাত্র লইয়া বিলাসিনীর ন্যায় আমার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছ। বিলাসিনীর সহবাসে আত্মা কলুষিত হয়। যদি আমার ধর্ম্মে তোমার বিশ্বাস থাকে তবে পান, পাছাপেড়ে, পলকে হাসি, অপাঙ্গদৃষ্টি, এবং অবগুণ্ঠন এই পাঁচটি পরিত্যাগ করিতে হইবে। কপালের সিন্দুর বিন্দু মুছিতে

hat

red remnant of a barbarous age!—too hedious for the nineteenth century!! এ সকল পরিত্যাগ করিতে পারিবে কিনা বল?”

বলে কে? ভয়ে, বিস্ময়ে বিষাদে ষোড়শবর্ষীয়া বালিকা শয়নগৃহের এক প্রান্তে দণ্ডায়মানা। দেহ জড়বৎ নিশ্চল, নয়ন নিস্পন্দ, দৃষ্টি লক্ষ্যশূন্য, পরিধেয় বসন স্বেদ জলে অভিষিক্ত। হিরণ্ময়ী বড় আশা করিয়া, বড় আহ্লাদে, বড় উৎসাহে, বৈদ্যুতিকতেজে বিচলিত সুবর্ণ পুত্তলির ন্যায় স্বামী সহবাসের স্বর্গ সুখ অনুভব করিতে আসিয়াছিলেন। তবে এ দুর্বিপাক কেন? বিনামেঘে বজ্রাঘাত কেন? হিরণ্ময়ী যে কোন দোষে দোষী নহেন তাহা আমরা জানি, তারকও জানেন, তবে এমন হইল কেন? বোধ হয় হিরণ্ময়ীর ইহ জীবনের পরিণাম নির্দ্ধারণ জন্য এরূপ হইয়া থাকিবে। মনুষ্য জীবনে কখন কখন এরূপ অচিন্তনীয় দুর্জ্ঞেয় ঘটনা উপস্থিত হয় যদ্দারা নিমেষ মধ্যে মনুষ্য বিশেষের পার্থিব পরিণাম স্থির হইয়া যায়। ইহাও কি তাই? হইতে পারে।

হিরণ্ময়ীকে নির্ব্বাক দেখিয়া তারক আবার বলিতে লাগিলেন "তুমি আমার বিবাহিতা স্ত্রী, বিবাহটা আর কিছুই নহে, একটা চুক্তি মাত্র। ঐ চুক্তি ভঙ্গ হইলে বিবাহ ভঙ্গ হইয়া যায়। তখন কোন কোন দম্পতী স্ব ইচ্ছায় পৃথক হইয়া স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করেন, কেহ কেহ বিচ্ছেদ-আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। দেশ ভেদে বিচ্ছেদ-আদালতের নামান্তর আছে। তুমি পাড়াগেঁয়ে মানুষ, অত বুঝিতে পারিবে না। এই আদালত আইনতঃ বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেন। এই বিচ্ছেদ-আদালত আছে বলিয়া পৃথিবী রক্ষা পাইয়াছে, নতুবা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা হইত না। বিবাহের আবরণে স্বামী স্ত্রীর প্রতি, কখনও বা স্ত্রী স্বামীর প্রতি, যথেষ্ট অত্যাচার করিতে পারিত। এখন মোটামুটি বুঝেছ বিবাহটা কি? তারপর শিক্ষা। যখন তোমাকে বিবাহ করিয়াছি তখন তোমার শিক্ষা বিষয়ে উদাসীন থাকিলে নরকেও আমার স্থান হইবে না। তাই তোমাকে কলিকাতায় নিয়া সৎসমাজে রাখিয়া শিক্ষা দিতে মনস্থ করিয়াছি। আমি কখন ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করি নাই, এখনও করিব না। তুমি স্ব ইচ্ছায় কলিকাতায় যাইবে কি না বল।"

হিরণ্ময়ী তারকের তর্জ্জন গর্জ্জনে মর্ম্মপীড়িতা হইয়াছিলেন। তারকের লম্বা বক্তৃতার অধিকাংশই শুনিতে পান নাই যাহা শুনিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশ বুঝিতে পারেন

নাই। বিবাহ—ব্যাখ্যা, বিচ্ছেদ-আদালত † ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রভৃতির এক অক্ষরও বুঝিতে পারিলেন না। তবে তারক যে তাঁহাকে কলিকাতায় নিয়া শিক্ষা দিতে চাহিতেছেন সে টুকু বুঝিয়াছিলেন। তারকের উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া হিরণ্ময়ী বড় ভীতা হইয়াছিলেন। এদিকে তারক উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। হিরণ্ময়ী ভয়ে জড় সড় হইয়া বলিলেন "যাইব।"

"বড় সুখী হইলাম" বলিয়া তারক একটু হাসিলেন। হতভাগিণী হিরণ্ময়ী এ হাসিটুক দেখিতে পাইল না। শুষ্ক শ্মশ্রু-বেষ্টিত ওষ্ঠাধরে অতটুক হাসি মেঘাচ্ছন্ন আকাশে ক্ষীণ বিদ্যুতালোকের ন্যায় দেখিতে না দেখিতে নিভিয়া গেল। আমরা তারকের এই প্রথম হাসি দেখিলাম, হিরণ্ময়ী কখন দেখিয়াছে কিনা নিশ্চয় বলিতে পারি না। তারক যে সম্প্রদায়ের লোক তাহারা হাসে না, তাহাদের মতে হাসি বড় কুলক্ষণ, উহাতে ঈশ্বর চটিয়া যান। লোকে বলে, ইতিহাসেও বুঝি বলে, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষাংশে ইংলণ্ডে সংস্কারক দলের মধ্যে ইন্‌ডিপেন্‌ডেণ্টস্ নামে এক উপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়, ইহারাই বিলাতের কুরুক্ষেত্র* যুদ্ধে নারায়ণী সেনা। ইহারা নাকি হাসিত না। তারক কি

---

† কালিদাস মাঘ প্রভৃতি বিচ্ছেদ ভীরু কবিগণও 'বিচ্ছেদ আদালতের' অর্থ বুঝিতেন না।

* Civil war. In Cromwell's time.

ইহাদের অনুকরণে হাসি পরিত্যাগ করিয়াছেন? নিশ্চয় বলিতে পারি না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, যে মুখে হাসি নাই সে হৃদয়ে আনন্দ নাই, যে হৃদয়ে আনন্দ নাই সেখানে সচ্চিদানন্দের আবির্ভাব হইতে পারে না। ভগবান আনন্দময়।

হিরণ্ময়ীর পরীক্ষা আরম্ভ হইল। তারক স্বরচিত 'গীতি প্রবাহ' বাহির করিয়া দুই চারি পাতা পড়িয়া গেলেন, অঙ্গ দোলাইয়া সুর করিয়া পড়িতে লাগিলেন, পড়িতে পড়িতে দুই এক বার হিরণ্ময়ীর দিকে চাহিলেন। হিরণ্ময়ী হাসিলেন না, কান্দিলেন না, অবিচলিত ভাবে 'গীতি প্রবাহ' শ্রবণ করিলেন। হিরণ্ময়ীর বদন মণ্ডলে কোন বিশেষ ভাবের চিহ্ন লক্ষিত হইল না। তারকের মুখ অপ্রসন্ন হইল, স্বকীয় রচনা-চাতুর্য্যে সন্দেহ জন্মিল। আবার হিরণ্ময়ীর গভীর মূর্খতা দর্শনে সে সন্দেহ দূর হইল, 'গীতি প্রবাহ' অমূল্য কাব্যরত্ন বলিয়া তারকের বিশ্বাস জন্মিল। সাবধান! হিরণ্ময়ী, সাবধান! এইবার তোমার শেষ পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় পাশ হওয়া ত কঠিন নহে। একটু হাসিলে বা ভাল বলিলেই যখন পাশ হওয়া যায় তখন মুখ ভারি করিয়া রহিলে কেন? এবার একটু হাসিও, না হয় একটু কান্দিও, অগত্যা একটু মাথা নাড়িও।

তারক গীতি প্রবাহের শেষ অংশ হইতে পড়িলেন :—

'অখণ্ড-খণ্ড-নিদান

প্রকাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড-প্রাণ
অস্পষ্ট সৃষ্টি-কারণ—”

বহুতাচ্ছা! তারক, বহুতাচ্ছা!! আমরা পাঁচজনে যখন ভাল বলিতেছি তখন একমাত্র হিরণ্ময়ীর ঔদাসীন্য দেখিয়া দুঃখিত হইবে কেন?

তারক আবার হিরণ্ময়ীর দিকে চাহিলেন। হিরণ্ময়ী অবিচলিত ভাবে দণ্ডায়মানা। মুখে হাসি নাই, ভাব নাই, ভঙ্গি নাই, পূর্ব্ববৎ নির্ব্বাক, নিশ্চল, নিস্পন্দ।

তারক বিরক্ত হইয়া ‘গীতি-প্রবাহ’ দূরে নিক্ষেপ করিলেন। হিরণ্ময়ীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ‘যাও হিরণ্ময়ী, দূর হও, তোমার শিক্ষা দীক্ষা ইতরের ন্যায়, তুমি এখনও আমার স্ত্রী হইবার উপযুক্ত হও নাই। তোমার নিকট যে গীতি-প্রবাহ ভাল লাগিবে না, তাহা পূর্ব্বেই জানি। এই ‘নরকতুল্য’* বঙ্গদেশে কোন রমণীর নিকট এখন গীতি-প্রবাহ ভাল লাগিবে না। চারিজন লোকে ভর বাঙ্গালা মজাইয়া দিয়াছে, কুরুচির দফা শেষ করিয়া দিয়াছে। চাটুর্য্যের বেটা, বাঁড়ুয্যের বেটা, দত্তের বেটা আর মিত্রের বেটা—এই চারি জনে মিশিয়া দেশের মাথা খেয়ে দিয়েছে।

* কোন সুরুচিপূর্ণ গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে তারক এই ‘নরকতুল্য’ বিশেষণটী চুরি করিয়াছেন। সেই গ্রন্থকার বাঙ্গালী হইলেও বাঙ্গালী হিন্দুর উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গিয়া বঙ্গদেশের শির লক্ষ্য করিয়া পাঁচ শতবার এই বিশেষণ বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন।

ছি! ছি! ছি!। আসমানীর সেই আদিরসের বেদম হাসি, কদম্ব মূলে দাঁড়াইয়া রাধিকারমণের মুরলীবাদন, জলধরের পরদারে আসক্তি প্রভৃতি পাঠ করিলে কোন্ রমণীর চিত্ত কলুষিত না হয়? যে পর্দ্দা বাঙ্গালীর অনর্থের মূল সেই পর্দ্দা খুলিয়া ফেলিয়া এক মহাপুরুষ বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। বাঁড়ুয্যের বেটা সেই মহাপুরুষকে ব্যঙ্গ করিয়া লিখিলেন:—

"পুণ্য দিন বিশে পৌষ বাঙ্গালার মাঝে,
পর্দ্দা খুলে কুল-বালা সম্ভাসে ইংরাজে।"

ছি! ছি! এও কি লিখতে আছে গা? Oh! it turns me mad to think of the impure productions of these reckless writers—these literary offenders—these privileged liars!! যাও হিরণ্ময়ী, দূর হও, তুমি আমার পত্নী-পদ কলুষিত করিয়াছ।"

এবার হিরণ্ময়ী কাঁদিল। অমনি বাহির হইতে কে ডাকিল—"তারক!"

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি তারকের মাতা ব্রহ্মময়ী নিরুপমার চিকিৎসার জন্য রামলোচনকে ডাকিবার পূর্ব্বে তারকের মতামত জানিতে আসিয়াছিলেন। তারক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "দুপুর রাতে কেন?"

ব্রহ্মময়ী। নিরুপমার জ্বর হয়েছে তাই তোমার কাছে এয়েছি।

তারক। I am not a physician, mother! you should have respected my bed room at least, yes--the sanctity of my *bed room at least.*

ব্রহ্ম। বেদম কি অস্থির এখনও হয় নাই। তবে, কি জান, একবার রামলোচন দাদাকে দেখাতে চাই, তুমি কি বল?

"যাকে ইচ্ছা দেখাও" বলিয়া তারক শয়নগৃহের দরজা খুলিলেন। ব্রহ্মময়ী রোরুদ্যমানা পুত্রবধুর হস্ত ধারণ করিয়া তারকের শয়নঘর হইতে বাহির হইলেন। ব্রহ্মময়ী বুঝিলেন তারক হিরণ্ময়ীর সাদা মনে কালি দিয়াছেন। আর হিরণ্ময়ী? হিরণ্ময়ী ভাবিল "অমৃত সাগরে স্নান করিতে আসিয়া গরলে ডুবিলাম কেন? বুঝিলাম বিধাতা এতদিনে আমার প্রতি বাম হইয়াছেন।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

"জয়োস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ
যতো কৃষ্ণ স্ততো ধর্ম্মঃ যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ"

মহাভারত।

বৈশাখ মাস, নিশীথ সময়। অমাবস্যার ঘোর তিমিরে শিবসাগরের নীলাম্বুরাশি প্রতিবিম্বিত নক্ষত্রমালায় বিভূষিত হইয়া ভয়বিমিশ্রিত সৌন্দর্য্যের পূর্ণবিকাশ দেখাইতেছে। শিবসাগর অতি বিস্তীর্ণ সরোবর, আশানপুর গ্রামে মাধব-মঞ্জিলের অনতিদূরে অবস্থিত। দক্ষিণতীরে সর্ব্বমঙ্গলার মন্দির। ইষ্টক নির্ম্মিত সোপানশ্রেণী শিবসাগরের শীতল জলে বিধৌত হইয়া পাদমূল সলিলে ঢাকিয়া শীর্ষদেশ সর্ব্বমঙ্গলার চরণ প্রান্তে লুটাইতেছে। মন্দিরটী নূতন বলিয়া বোধ হয়। ইহার দুইটী মাত্র প্রকোষ্ঠ। ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে একখানি মৃগচর্ম্ম, তদুপরি একখানি পট্টবস্ত্র, পার্শ্বে বারিপূর্ণ মৃণ্ময় কলসী। একটী নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ গঙ্গাতীরস্থ মুমূর্ষু মানবের ন্যায় মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। অপর প্রকোষ্ঠে অষ্টধাতু নির্ম্মিতা সর্ব্বমঙ্গলা মূর্ত্তি। দেবী চতুর্ভুজা, অতসী-পুষ্প-বর্ণাভা, কিরীটধারিণী। দেবীর

সম্মুখে বসিয়া এক বর্ষীয়সী বিধবা অমাবস্যা বিহিত পূজা সমাপনান্তে সর্ব্বমঙ্গলার স্তবপাঠ করিতেছেন। বৃদ্ধার শরীর শীর্ণ, শিরে জটাভার, পরিধান পট্টবস্ত্র, গলে শঙ্খমালা। ইহাঁর অনতিদূরে বসিয়া আর একটী বৃদ্ধা নিবিষ্ট চিত্তে সর্ব্বমঙ্গলার স্তব শুনিতেছে, কখন নির্ব্বাণোন্মুখ ধূপদানে ধূপ নিক্ষেপ করিতেছে। স্তব পাঠ শেষ হইলে প্রথমোক্তা বৃদ্ধা দ্বিতীয়াকে বলিলেন, "সোণার মা, মায়ের প্রসাদ লইয়া বাড়ী যা, রাত্রি অনেক হয়েছে, খুব সকালে আসিস্।"

সোণার মা বিদায় হইল। মহামায়া দেবী সমস্ত দিন উপবাসান্তে সর্ব্বমঙ্গলার যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া মালা জপিতে বসিবেন এমন সময় দ্বারে ধীরে ধীরে কে আঘাত করিল। মহামায়া দ্বার খুলিয়া দেখিলেন একটী মানুষ দাঁড়াইয়া আছে। মহামায়া অন্ধকারে তাহাকে চিনিতে না পারিয়া বলিলেন "তুমি কে?"

অজ্ঞাত ব্যক্তি উত্তর করিল "যদুনাথ।" মহামায়া অতি সমাদরে যদুনাথকে মন্দিরে আনিয়া কুশাসনে বসাইলেন। যদুনাথ সর্ব্বমঙ্গলাকে প্রণাম করিয়া মহামায়ার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। মহামায়া বামহস্তে প্রদীপ লইয়া যদুনাথের মুখের নিকট ধরিলেন, দক্ষিণ হস্তে তাহার শিরঃ স্পর্শ করিয়া স্নেহমাখা স্বরে বলিতে লাগিলেন, "বাবা, দীর্ঘজীবি হও। আজ চৌদ্দ বৎসর পরে তোমাকে দখিয়া ব্রহ্ম-

চারিণীর মনে কি আনন্দ হইতেছে তাহা সর্ব্বমঙ্গলা জানেন, আমি আর কি বলিব? যে কয়েক দিন বেঁচে আছি এক একবার দেখা দিও। আমার নিকট আসিতে যদি কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে তবে আসিও না।”

যদুনাথ অনন্যমনে মহামায়ার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি মহামায়া মাধব বাগচীর মাতা, শ্যামাচরণের বিধবা পত্নী। শ্যামাচরণ যখন গোপীনাথপুরের রায় জমীদারের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন তখন যদুনাথ অল্পবয়স্ক বালক। বাল্যকালে যদুনাথ অনেক সময় আশানপুরে আসিতেন, মহামায়ার কোলে উঠিতেন, তাঁহাকে মাসীমা বলিয়া ডাকিতেন; মহামায়াও যদুনাথকে বড় ভাল বাসিতেন। তারপর শিক্ষার অনুরোধে যদুনাথ কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, আশানপুরে যাতায়াত একরূপ বন্ধ হইয়া গেল। যখন শ্যামাচরণ রুগ্ন শয্যায় শায়িত তখন যদুনাথ শেষবারে মহামায়াকে সধবা অবস্থায় দেখিয়াছিলেন, তাহার পর চৌদ্দ বৎসর অতীত হইয়াছে। হিন্দু রমণী বিধবা হইলে তাহার পর দিন তাহাকে চিনিতে পারা কঠিন, আর এখানে চৌদ্দ বৎসর অতীত হইয়াছে। হিন্দুরমণী ভিন্ন পৃথিবীতে আর কোন রমণী প্রকৃত পক্ষে বিধবা হয় না, সাময়িক একটা পরিবর্ত্তন ঘটে মাত্র। মহামায়া বৈধব্য দশায় পদার্পণ করিয়াই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। শিব-

সাগরের তীরে সর্ব্বমঙ্গলা স্থাপিত করিয়া সেই স্থানেই জীবন যাপন করিতেছেন, সংসার-বন্ধন অনেকাংশে ছিন্ন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে এখন চিনিতে একটু সময়ের আবশ্যক। তাই যদুনাথ তাঁহার আপদ্ম মস্তক নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

মহামায়া যদুনাথকে নির্ব্বাক দেখিয়া বলিলেন "বাছা! আমাকে চিনিতে পার নাই?"

যদুনাথ। চিনিয়াছি, ভাবিতেছিলাম মানুষী দেবী হইল কি উপায়ে?

মহামায়া। আমি দেবী নহি, মানবী নহি, মানুষের অধম। মানব জীবন সুখ দুঃখে জড়িত, আমি ইহজীবনে সুখের মুখ দেখি নাই। তাই বলিতেছিলাম আমি মানুষের অধম।

যদু। মা! মুখে যে যাহা বলে বলুক, মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়া কেহ কখন কোনরূপ সুখ ভোগ করে নাই এ কথা শীঘ্র বিশ্বাস করিতে পারি না। তুমি ত সকল কুলের আকাঙ্ক্ষাস্থল পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া পতিপুত্রবতী হইয়া একদিন অট্টালিকায় রাজরাণীর মত বিরাজ করিয়াছ। তখন কি কিছু মাত্র সুখ অনুভব কর নাই?

মহামায়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "বাছা! এখনও তোমার বালকের বুদ্ধি ঘোচে নাই। ঘোর অন্ধকারে

দুস্তর প্রান্তরে পথহারা পথিকের পক্ষে আলো বড় স্পৃহনীয়, বড় সুখের জিনিস। অশনি পতনের পূর্ব্বে ঐ পথিক আলো দেখিতে পাইল, দেখিতে দেখিতে ঐ অশনি পতনে পথিকের মৃত্যু হইল। ঐ বজ্রের আলো কি পথিকের সুখের হইল, না মৃত্যু অধিকতর ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিল? যে রাজরাণী হইবার পূর্ব্বেই বুঝিতে পারে পরিণামে তাহার ভিখারিণী হইতে হইবে, তাহা অপেক্ষা কি আজন্ম ভিখারিণী সুখী নহে? অট্টালিকা তাহার পক্ষে কি সুখের সামগ্রী, না দুঃখের ছুরিকা? বাবা! বলিতে লজ্জা করে, ঘৃণা হয়, ভয়ে অন্তর কাঁপিতে থাকে। বলিবার কথা নয়, কি বলিব? যখন দেখিলাম তোমার স্বর্গীয় পিতার অন্নে প্রতিপালিত হইয়াও আমার স্বামী তোমাদিগেরই যথাসর্ব্বস্ব হরণে কৃতসংকল্প হইলেন, আমি তাঁহার চরণে পড়িয়া মিনতি করিয়াও প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিলাম না, তখনই বুঝিলাম বাগচীবংশ পাপানলে ভস্মীভূত হইবে, তুমি সদয় হইয়াও সে আগুন নিভাইতে পারিবে না। যখন দেখিলাম পাপরূপিণী মহারাষ্ট্রীয়া পাচিকাবেশে গৃহে প্রবেশ করিয়া আমার চক্ষের উপর স্বামীর শয্যাভাগিণী হইল, তখনই বুঝিলাম আমার শ্বশুরকুলে তিলাঞ্জলি দিতে কেহই থাকিবে না, বাগচীবংশ অচিরে ধ্বংস হইবে। যে দিন চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালক—আমার গর্ভজাত সন্তান—সুরাপানে মত্ত হইয়া আমার মস্তক লক্ষ্য করিয়া লৌহদণ্ড নিক্ষেপ

করিল, সেই দিন বুঝিলাম পাপানল দাহন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, আর অধিক বিলম্ব নাই। যদুনাথ! আমার মত হতভাগিণী কে আছে? আমি সুবর্ণলতা প্রসব করিলাম, সূতিকাঘর আলো হইল, দেখিতে না দেখিতে আমার অঞ্চলের নিধি——"

ব্রহ্মচারিণীর কণ্ঠরোধ হইল, অঞ্চলে চক্ষু ঢাকিলেন। যদুনাথ ব্যথিত হইলেন, মহামায়াকে প্রবোধ দিতে বাক্যস্ফূর্তি হইল না।

মহামায়া মুহূর্ত্ত মধ্যে বেগ সম্বরণ করিয়া ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। মৃণ্ময় কলসী হইতে জল আনিয়া মুখ প্রক্ষালন করিয়া বলিলেন, "বাছা! আজি তোমার সাক্ষাতে অনেক কথা বলিলাম, বিধবা হইয়া এত কথা কাহারও সঙ্গে বলি নাই। যে সকল কথা বলিলাম তাহা আর কাহাকেও বলিতাম না, বলিবার সময়ও আমার ফুরাইয়াছে। সময় ফুরাইয়াছে বলিয়াই তোমাকে ডাকিয়াছি। তোমার নিকট ব্রহ্মচারিণীর এক ভিক্ষা আছে। জীবনের এই শেষ ভিক্ষা। ইহ জীবনে যে সুখ একদিনও আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই, তোমার প্রদত্ত ভিক্ষায় সেই সুখ লাভ করিতে পারিব। তোমার ভিক্ষা প্রদত্ত সুখ অনুভব করিয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে সর্ব্বমঙ্গলা সমক্ষে এ দেহ ত্যাগ করিব। ভিক্ষা দেবে কি?"

যদুনাথ তিলার্দ্ধ চিন্তা না করিয়া কুশাসন হইতে দণ্ডায়-

মান হইয়া বলিতে লাগিলেন, "এই সর্ব্বমঙ্গলা সম্মুখে বলিতেছি তোমার সন্তোষ জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইলেও, প্রাণান্ত হইলেও, তাহা করিব। অনুমতি কর কি করিতে হইবে। তুমি সাক্ষাৎ ধর্ম্মরূপিণী। বিশুদ্ধ দেহে নির্ম্মল চিত্তে জগদম্বার আরাধনা করিয়া দেবত্ব লাভ করিয়াছ। যোগ-বলে মানুষ ইহজন্মেই দেবতা হইতে পারে, তাহা জানি। তোমাকেও * দেবী বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে। আদেশ কর মা, এখনি পালন করিব।"

ব্রহ্মচারিণীর তপঃক্লিষ্ট মুখ প্রসন্ন হইল। মনে ভাবিলেন কি পুণ্য করিলে যদুনাথের মত পুত্র লাভ হয়? ব্রহ্মচারিণী সহাস্য বদনে যদুনাথের দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বমঙ্গলা সমক্ষে কুশাসনে বসাইলেন। যদুনাথ বিস্মিত হইয়া দেখিলেন ব্রহ্মচারিণী অস্ফুট স্বরে মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সর্ব্বমঙ্গলার দিকে চাহিয়া হাসিতেছেন। তাঁহার জযুগের সন্ধিস্থান হইতে অদৃষ্টপূর্ব্ব সূক্ষ্ম জ্যোতি রেখা

* 'জটা মা'কে দেখিয়াও আমার এই বিশ্বাস হইয়াছিল। ইনি বৈদ্য বংশোদ্ভবা। খুলনার নিকটস্থ সেনহাটী গ্রামে ৺ শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বাটীতে ইহাঁর দর্শন লাভ করিয়াছিলাম। ইনি বৈধব্য দশায় পদার্পণ করিয়া বাল্যকাল হইতে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া অমানুষী শক্তি লাভ করিয়াছেন। এখন ৺ কাশীধামে অবস্থিতি করিতেছেন। প্রসিদ্ধ মুন্সী বংশে ইহাঁর জন্ম হয়। জটা মার মত রমণী যে বংশে জন্মে সে বংশ ধন্য।

বহির্গত হইয়া সর্ব্বমঙ্গলার চরণ প্রান্তে মঙ্গল ঘটে বিলীন হইল। মহামায়ার আদেশ ক্রমে যদুনাথ দ্বাদশবার ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া মঙ্গল ঘটের উপরিভাগে দক্ষিণ হস্ত সংস্থাপন করিলেন। পরে তথা হইতে বিল্বপত্র অপসৃত করিয়া চন্দন চর্চ্চিত একটী গোলাকার ক্ষুদ্র তাম্রকৌটা গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "বাছা, এই কৌটা যত্নে রক্ষা করিও। ইহার মধ্যে জগদম্বার পাদমূলের একটী জবা কুসুম আছে, আর একটী জিনিস আছে তাহা এখন বলিব না, তুমিও জানিতে চেষ্টা করিওনা। অদ্য হইতে এক বৎসর মধ্যে এই কৌটা খুলিও না। এক বৎসর গত হইলে কৌটা খুলিয়া তোমার যাহা ইচ্ছা করিও। ইহাই আমার ভিক্ষা। ব্রহ্মচারিণী হইতে কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা করিও না। আর একটা কথা বলি, ইচ্ছা হয় করিও। অদ্য অমাবস্যা, ইহার চারিমাস পোনের দিন পরে যে পূর্ণিমা আসিতেছে সেই পূর্ণিমার রাত্রিতে একবার এখানে আসিয়া আমার স্বহস্ত লিখিত স্তব, মন্ত্র, পূজা পদ্ধতি প্রভৃতি যাহা কিছু আছে লইয়া যাইও। শঙ্খমালা ভাগীরথী জলে নিক্ষেপ করিও। মৃগচর্ম্ম এবং পট্টবস্ত্র কোন ব্রাহ্মণকে দান করিও। আর যদি পূর্ণিমার রজনীতে এখানে আসিতে কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে তবে আসিও না।"

যদুনাথ কৌটা লইয়া বারম্বার দেখিতে লাগিলেন,

কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কৌটার উভয় অংশের সন্ধিস্থান স্বর্ণ পাতে মণ্ডিত। একটী জবা কুসুম অভ্যন্তরে থাকিলে কৌটা যতটুক ভারি হইতে পারে তাহা অপেক্ষা অধিক ভারি বোধ হইল না। এক বৎসর পরে কৌটা খুলিয়া কার্য্য সম্বন্ধে স্বাধীনতা থাকিবে, অথচ ঐ সময়ের পূর্ব্বে কৌটা খুলিতে পারিবেন না। ইহারই বা তাৎপর্য্য কি? যতুনাথ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, কৌতূহল ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। আবার এদিকে মহামায়ার মৃগচর্ম্ম, শঙ্খমালা, পট্টবস্ত্র প্রভৃতি স্থানান্তরিত করিতে হইবে। তাহাতে কি নিত্য ক্রিয়ার বাধা হইবে না? যতুনাথ কৌটা উত্তরীয় বসনে আচ্ছাদিত করিয়া মন্দির পরিত্যাগের পূর্ব্বে মহামায়াকে প্রণাম করিতেছেন এমন সময় মন্দির মধ্যে এক যুবা পুরুষ প্রবেশ করিয়া যতুনাথের দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিল।

যুবার পরিধান শান্তিপুরে বিদ্যাসাগর-পেড়ে ধুতি, অঙ্গে ফিন্‌ফিনে হাতকাটা জামা, পায়ে চক্ চকে চটী, বামহস্তে বহ্নিমান বর্ম্মা চুরট, নিশ্বাস সুরাব্যঞ্জক, নয়ন ঢুলু ঢুলু। যতুনাথ ইহাকে দেখিয়াই চিনিলেন—মাধব বাগচী। মহামায়া মাধবের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া যতুনাথের মুখ প্রতি চাহিয়া রহিলেন। মাধব সবিস্ময়ে যতুনাথকে বলিলেন, "তোমার সাহস ধন্য!! আমাকে যদি কেহ বিনামূল্যে বাহিরবন্দর পরগণা ছেড়ে দেয়, তবু আমি একাকী এতরাত্রে এই

তুর্জ্জয়া পাগলিনীর নিকট আসিতে স্বীকার করি না।”

যত্নুনাথ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “পাগল কে?”

মাধব। কে পাগল স্বচক্ষে দেখিতেছ না? চেহারা খানা দেখেও কিছু বুঝিতে পার না? আমাকে দেখিলেই কট্‌মট্ করে চেয়ে থাকেন, কথা বলেন না, যদি কখন কথা বলেন সে কেবল আমাকে গালি দেওয়ার জন্য। আমার বাটীতে যান না, আমার ভাত খান না, অসুখ হইলে ঔষধ খাওয়া নাই, কেবল উন্মাদিনীর ন্যায় শিব-সাগরে ডুবাইতে থাকেন। আজ চৌদ্দ বৎসর এই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। সে বারে লোক মুখে শুনিলাম উহাঁর অসুখ হইয়াছে, গোপাল ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া দেখিতে আসিলাম। শরীর শীর্ণ দেখিয়া প্রত্যহ দুই আউনশ্ ব্রথ্ খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া গোপাল বাবু বাহিরে যাইতেছেন, এমন সময় মা সেই ভদ্রলোকের মাথায় ঘণ্টা ফেলিয়া মারিলেন। ডাক্তার বাবু বুঝিয়াছিলেন যে মা পাগল হইয়াছেন। পাগলের ঘাড় কুড়িয়া দিলে ভাল হয় জানিয়া গোপাল বাবু অস্ত্র বাহির করিতেছেন, আমি তখনই মাকে ধরিয়া অস্ত্র চালাইব, এমন সময় মা আমার মুখে লাথি মারিলেন, আমি ত দৌড়——”

যত্নুনাথ। আর শুনিতে চাই না, কে পাগল বুঝিয়াছি।

যদুনাথ মন্দির হইতে বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলেন। মাধব পুনরায় যদুনাথের হাত ধরিয়া বড়বাড়ী যাইতে যত্ন করিলেন। যদুনাথ একটু চিন্তা করিলেন, মাধবের পত্র মনে পড়িল, যাইতে ইচ্ছা হইল না। আবার চিন্তামণির মহাভারত পাঠ মনে পড়িল, আপন প্রতিজ্ঞা মনে পড়িল। রাত্রি তৃতীয় প্রহর। এ সময়ে বড়বাড়ী যাওয়া উচিত কি? এ পর্য্যন্ত এমন কিছু ঘটে নাই যাহাতে বিশেষ কোন বিপদের আশঙ্কা করা যাইতে পারে।

যদুনাথ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময় দৈববাণীর ন্যায় মহামায়া মধুর কণ্ঠে বলিলেন :—

"বিপদ-নাশিনী জগদম্বা তোমার সহায়, তুমি ধর্ম্মাত্মা, যেখানে ধর্ম্ম সেখানে জগদম্বা অভয়া-রূপিণী, তুমি নির্ভয়ে যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার।"

যদুনাথ বিনা বাক্যব্যয়ে মাধবের সহিত বড়বাড়ী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।
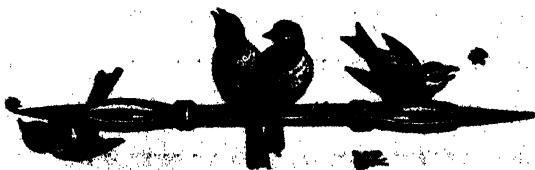
নবম পরিচ্ছেদ।

"আজ কেউ বাদ্‌সা হয়ে, দোস্ত নিয়ে,
রঙ্‌মহলে কর্‌ছে খেলা;
আবার ধন গরিমায়, লোকের মাথায়,
মারছে জুতি এড়ি তোলা।
কাল আবার————————"

ফিকীর চাঁদ।

যদুনাথ মাধবের সহিত মন্দির পরিত্যাগ করিয়া একটু অগ্রসর হইয়া একটী বড় রাস্তায় উপস্থিত হইলেন। দুই জন সুসজ্জিত অস্ত্রধারী পুরুষ আলো লইয়া রাস্তায় অপেক্ষা করিতেছিল। মাধবকে দেখিয়া উভয়েই সেলাম করিল। যদুনাথ মাধবের পশ্চাতে চলিলেন। একজন অস্ত্রধারী পুরুষ মাধবের অগ্রে, অন্য জন যদুনাথের পশ্চাতে চলিতে লাগিল। রাস্তা পরিস্কার, উভয় পার্শ্বে প্রস্তরময় মনুষ্যমূর্ত্তি সারি সারি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। প্রত্যেক মূর্ত্তির বামহস্ত কটি সংলগ্ন, দক্ষিণ হস্তে বর্শা। এই পথে চলিতে চলিতে মৃদঙ্গনাদ-সমাচ্ছন্ন রমণীকণ্ঠ-বিনিঃসৃত সুস্বর লহরি যদুনাথের

কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। যদুনাথ বামপার্শ্বে চাহিয়া দেখিলেন, সুন্দর সরসী জলে মন্দানিল-সমুদ্ভুত বিমল বীচিমালা নলিনীদল আলিঙ্গন করিয়া কলনাদে কাণে কাণে কি বলিতেছে। কারুকার্য্য খচিত অসংখ্য লৌহদণ্ডে সরসী পরিবেষ্টিত। প্রত্যেক লৌহদণ্ডের শীর্ষদেশে ক্ষুদ্র গ্লাসে এক একটী আলো জ্বলিতেছে। সরসীর অপর পার্শ্বে শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত ত্রিতল সৌধ গর্ব্বে মস্তক উন্নত করিয়া অমরাবতীকে উপহাস করিতেছে। নক্ষত্রাকারে অসংখ্য আলোকমালা পাদদেশ হইতে উচ্চতম চূড়া পর্য্যন্ত এই দেবদুর্লভ অট্টালিকা উজ্জ্বল করিয়াছে। অট্টালিকার সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় উজ্জ্বল প্রস্তরে লিখিত আছে—মাধব-মঞ্জিল। নিদাঘের বিষম গ্রীষ্মকে উপহাস করিয়া শত শত কৃত্রিম প্রস্রবণ মাধব মঞ্জিলের চতুঃপার্শ্ব অভিষিক্ত করিতেছে। বিচিত্র আভরণে মণ্ডিত মত্ত মাতঙ্গ নিগড়বদ্ধ হইয়া হেলিতেছে, দুলিতেছে, কখন ফোয়ারার জলে শুণ্ড-পূর্ণ করিয়া অর্দ্ধনিদ্রিত দ্বারবানের কর্ণকুহরে প্রচুর পরিমাণে বরুণ মন্ত্র প্রদান করিতেছে। তন্দ্রাপীড়িত রামসিংহ বরুণ মন্ত্রে ঝালাতন হইয়া তরোয়াল খুলিয়া বলিতেছিল, "তেরি হাতি কো——————"

মাধব যদুনাথের সহিত এই সময় দ্বারবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। রামসিংহ ব্যস্ত হইয়া তরবারি পিধানে রাখিল। যদুনাথকে দেখিয়া রামসিংহ চিনিল, গোঁপ

ফুলাইয়া বলিল, "বাবুকা বামুণহাটী মে বড়া দুঃখ্ ভেলা।"

মাধব ইঙ্গিতে রাম সিংহকে কথা বলিতে নিষেধ করিলেন। মাধব-মঞ্জিলের অভ্যন্তরে যে গান হইতেছিল যদুনাথ তাহাই শুনিতেছিলেন, রাম সিংহের কথা শুনিতে পান নাই। মাধব-মঞ্জিলে গোবিন্দ অধিকারীর মানভাঙ্গা সুরে কে গাইতেছিল :—

"ও তুই ম'লে পরে, মরবে ব্রজাঙ্গনা,
সাধের কৃষ্ণ নাম আর কেউ লবে না।
ধনি মরিস্ না॥"

গায়কের কণ্ঠস্বর যদুনাথের নিকট যেন পরিচিত বলিয়া বোধ হইল। যদুনাথ ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কে গাচ্ছে?"

মাধব। পাড়ার ছেলেরা কে গাচ্ছে। যদি ইচ্ছা হয় ভাল গান শুনাইতে পারি। ওস্তাদ বড়মিঞা, বাইজী মেহের জান, বিষ্ণুপুরে বাঁজখাই, বিরজা ঢপওয়ালী উপস্থিত আছে। ইচ্ছা হয় পরে শুনিও, এখন একবার বাড়ীর ভিতর এস, পাথুরেঘাটার চিঠিখানা বড় জরুরী।"

যদুনাথ কোন আপত্তি না করিয়া মাধবের সহিত প্রাচীর বেষ্টিত বড়বাড়ীর সদর দরজায় উপস্থিত হইলেন। আলোকবাহী দুইজন অস্ত্রধারী পুরুষ এই স্থানেই অপেক্ষা করিতে লাগিল। যদুনাথ সদর দরজা পার হইয়া দেখিলেন চারিজন সুসজ্জিত পাঠান মালখানা পাহারা দিতেছে

মালখানার অপর পার্শ্বে একটী একতলা ঘরে কতকগুলি ঢাল বর্শা ও তরবারি ঝুলিতেছে। একজন মল্ল-বেশধারী মুসলমান একাগ্র চিত্তে তরবারিগুলির ধার পরীক্ষা করিতেছে, কখন কোন বর্শার অগ্রভাগে ঘৃত মর্দ্দন করিতেছে। মালখানা বামে রাখিয়া যদুনাথ মাধবের সহিত অন্দরের দিকে যাইতেছিলেন এমন সময়ে দক্ষিণ দিকে করুণকণ্ঠে কে বলিতেছিল, "প্রাণ যায়, আর পারি না, আর না, এখনি দিব, রক্ষা কর, কলম দেও, এখনি সহি করিব।"

যদুনাথ দক্ষিণ পার্শ্বে চাহিয়া দেখিলেন একটী অনতি-উচ্চ ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ। দ্বার এবং গবাক্ষ ক্ষুদ্র, ভিতর হইতে অর্গল বদ্ধ। গৃহাভ্যন্তরে আলো আছে কি না বুঝিতে পারা যায় না। একজন প্রহরী যদুনাথকে দেখিয়াই এই গৃহের দরজায় তিনবার যষ্টি প্রহার করিল। গৃহ মধ্যে আর কোন শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল না। যদুনাথ শিহরিলেন, দেবানন্দের উপদেশ মনে পড়িল। যদুনাথ ব্যথিত অন্তরে নিঃশব্দে মাধবের সহিত অন্দর মহলে প্রবেশ করিলেন।

অন্দর মহলে লোকের ভিড় নাই। মাধবের স্ত্রী কুসুমকুমারী ভিন্ন প্রকৃত পক্ষে অন্দর-মহলবাসিনী আর কেহই ছিলেন না। কুসুমকুমারী পঞ্চবিংশতি বর্ষে উপনীতা—বন্ধ্যা। এ আখ্যায়িকায় হতভাগিনী কুসুমকুমারীর সঙ্গে আমাদের বড় একটা দেখা সাক্ষাৎ হইবে না। যে যত্নে

কুসুমকুমারী একাকিনী সজল নয়নে শয্যাকণ্টকে বারম্বার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেছিলেন, তাহার ঠিক সম্মুখে অপর একটী দ্বিতল গৃহে যদুনাথকে বসাইয়া মাধব ডাকিলেন— "পিসীমা"

যদুনাথ জানিতেন শ্যামাচরণ বাগচীর কোন ভগিনী ছিল না। তবে মাধবের পিসীমা কে? যদুনাথের কেমন একটা সন্দেহ হইল। মাধবকে সবিশেষ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মাধব যেন একটু গোলে পড়িলেন, একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "সেই যে আমাদের পিসীমা, ভুলে গেলে? স্বর্গীয় কর্ত্তার আমলের লোক, বড় ভাল মানুষ। হরমণি পিসীর রান্নার সুখ্যাতি না করে পাড়ায় এমন লোক নাই, তুমিও কতবার খেয়েছ, সব ভুলে গেলে যে?"

হরমণির নাম শুনিয়া যদুনাথের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল, মাধবের মনোহর দ্বিতল গৃহ যদুনাথের চক্ষে সর্পিণীর বিবর বলিয়া বোধ হইল। যদুনাথ নীরব। মাধব যদুনাথের হাতে একখানি চিঠি দিয়া অন্য প্রকোষ্ঠে প্রস্থান করিলেন। যদুনাথ চিঠি পড়িয়া তাহা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। যদুনাথের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, নয়নদ্বয় অগ্নিশিখা উদ্গীরণ করিল।

মাধব পুনরায় যদুনাথের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এবার মাধবের কিছু পরিবর্ত্তন দেখা গেল। কখন হাসি, কখন করতালি, কখন মৃদু মন্দ স্বরে রাগ-আলাপ আরম্ভ

হইল। মাধবের সর্ব্বাঙ্গ টলিতেছে, চক্ষু কখন নিমীলিত কখন বিস্ফারিত হইতেছে।

যদুনাথ মাধবকে দেখিয়াই বলিলেন, "যদি জানিতাম এইরূপ চিঠি দেখাইতে এখানে আনিয়াছ তবে কখনই এখানে আসিতাম না। তুমি এই চিঠির একটা জবাব দিও, তাহাতে লিখিও যদুনাথ রায় পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রয় করিবেন না। ভগবান তাহাকে এখনও এমন দুর্দ্দশাপন্ন করেন নাই যে বামুনহাটী বিক্রয় করিয়া উদর পোষণ করিতে হইবে। আর যে জমীদার এইরূপ চিঠি লিখিয়া ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়াছেন তিনি যেন আপন "জমীদারি সাবধানে রক্ষা করেন, নতুবা যদুনাথ রায় বাহুবলে তাহার সমুদায় সম্পত্তি দখল করিয়া লইবেন।"

যদুনাথের বড় সৌভাগ্য যে মাধব এ সময়ে সুরার প্রসাদে আনন্দ সাগরে ভাসিতেছিলেন। নতুবা এই অমাবস্তার রজনীতে মাধবমহলে যদুনাথের সুন্দর দেহ শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া শিবসাগরের অতল জলে জলের মত ডুবিয়া যাইত।

বলা বাহুল্য যে মাধব চিঠিখানা নিজেই লিখিয়াছিলেন। পিতার মুমূর্ষু বাক্য নিয়তই মাধবের অন্তরে জাগিত। বামুণহাটী পরগণা ছলে বলে কৌশলে হস্তগত করাই মাধবের উদ্দেশ্য। প্রথম সামান্ত বল প্রয়োগে কোন ফল হয় নাই, এবার অন্য জমীদারের নাম করিয়া বামুণহাটী ক্রয় করিতে চাহিলেন। চেষ্টা বিফল হইল।

মাধব হাসিতে হাসিতে অন্দর হইতে বাহির হইতেছিলেন, এমন সময় চম্ চম্ ঝম্ ঝম্ শব্দে হরমণি এক থালা জল খাবার লইয়া যদুনাথের সম্মুখে উপস্থিত হইল। যদুনাথকে দেখিয়াই হরমণি হাসিয়া উঠিল, হাসির চোটে বড়বাড়ী ফাটিয়া গেল। যদুনাথ অবাক্ হইয়া হরমণিকে দেখিতে লাগিলেন।

যদুনাথ অবাক্ হইলে কি হইবে? হরমণি অবাক্ হইবার লোক নহে। বুড়ামাগী গতর নাড়াইয়া মোড়ামুড়ি খাইয়া আর একবার হাসিয়া লইল। পরে শীতলজলে যদুনাথের হাত ধুইয়া দিয়া বলিল, "ওগো বড় মানুষের ছেলে! খাও না? এইত খাবার বয়স, সুখের বয়স, ভোগের সময়। এ বয়সে ভোগে বঞ্চিত থাকিলে চলিবে না, আমার মত বয়সে কেবল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাক্‌বে, কিছুই ভোগে হবে না, জ্বলে মরবে——হা-হা-হা-হা!!"

যদুনাথ লজ্জিত হইয়া অধোবদনে রহিলেন। হরমণি এই সে দিন পঞ্চাশ পার হইয়াছে, এখনও চারিগাছা মল পরে। মস্তক প্রায় কেশশূন্য, তবু তিলকাঞ্চন গোছে ছোট একটী ফিরিঙ্গি খোপা মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে পূর্ব্ব গৌরবের ধ্বজা উড়াইতেছে, দেখিলেই মুরশিদাবাদের বর্ত্তমান নবাববাড়ী মনে পড়ে। হরমণির দাঁতগুলি বড় বিশ্বাসী, এখনও ঝক্ ঝক্ করিতেছে, একটীও ফৌত ফেরোয়ার হয় নাই। তবে দুই একটী দাঁত পংক্তি ছাড়িয়া

একটু হেলিয়াছে, চাকরীতে ইস্তফা দিবে বলিয়া কম্পিত কলেবরে ভয় দেখাইতেছে। নূতনের মধ্যে হরমণি সুরমা ব্যবহার করে। হরমণির রকম সকমে বিরক্ত হইয়া যদুনাথ প্রস্থানে উদ্যত হইলেন।

যদুনাথকে আমরা এই বেলা বলিয়া রাখি যে কথায় কথায় চটিয়া গেলে সংসার চলে না। পঞ্চাশ পার হইলে যে চারিগাছা মল পরিবে না, অথবা পরিলে নামঞ্জুর হইবে, এরূপ বিধি তামাদি আইনের কোথায়ও নাই। হরমণির কথা দূরে থাকুক, কত হরমোহন পাকা গোঁপে কলপ দিয়া, ষাট পার হইয়াও চল্লিশে নামিতে চাহিতেছে, টাক-জর্জ্জরিত মস্তকে চিরুণী আঘাত করিয়া ক্ষতবিক্ষত করিতেছে। তবে হরমণির দোষ কি? আসল কথা এ পৃথিবীতে কেহই সহজে বৃদ্ধত্ব স্বীকার করিতে চাহে না। যেখানে 'বৃদ্ধ' অর্থে 'দিন ফুরাইয়াছে' বুঝিতে হইবে, সে বৃদ্ধত্ব অনেকের নিকটই ভাল লাগিবে না। আমরা হুগলীতে অবস্থিতি-কালে ষাট বৎসর বয়স্ক একজন পরিচিত ব্যক্তিকে সরকারি কার্য্যের অনুরোধে আঁক কষিতে দেখিয়া বলিয়াছিলাম, "মহাশয় প্রাচীন, অন্য এক জনের দ্বারা এ কার্য্য করাইলে হয় না?" পরিচিত ব্যক্তি "প্রাচীন" শব্দ ব্যবহারে যে মর্ম্মাহত হইলেন ইহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। সেই অবধি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আর কখন কাহাকেও 'বৃদ্ধ' বা 'প্রাচীন' বলিব না। তবে 'ছোকরা' বলিয়া ডাকিব কি না তাহাই ভাবিতেছি।

দশম পরিচ্ছেদ।

What a different universe to Newton and his dog Diamond, though the optical retina were probably the same in both!!

Carlyle.

যদুনাথ মাধবের সহিত সোপানশ্রেণি অতিক্রম করিয়া বাহিরে আসিতেছেন এমন সময়ে মাধব ভয়বিকৃতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। যদুনাথ দেখিলেন, মাধবের শয়ন গৃহের অনতিদূরে প্রাচীর-সংলগ্ন অশ্বত্থ বৃক্ষ হইতে কি একটা প্রকাণ্ড বস্তু শূন্যমার্গে হেলিতে দুলিতে মাধবের শয়ন গৃহের ছাদের উপর অবরোহণ করিল। অমাবস্যার অন্ধকার, মাধবের শয়নগৃহ হইতে যে আলো বাহির হইতেছিল তাহাতে ছাদের উপর ভালরূপ কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। যদুনাথ স্তম্ভিত হইয়া দেখিলেন শুভ্র বস্ত্রাচ্ছাদিত মনুষ্যমূর্ত্তির ন্যায় কি একটা ছাদের উপর দণ্ডায়মান হইল। মাধব দ্রুতপদে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া একটী বন্দুক লইয়া বাহিরে আসিলেন। যদুনাথের

আদেশ ক্রমে একজন পরিচারিকা আলো লইয়া বাহিরে আনিতেছিল, হরমণির অঞ্চল তাড়নে সে আলো নির্ব্বাপিত হইল। সহসা ধূপ-গন্ধ-পূর্ণ ধূমরাশি চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। শঙ্খ ঘণ্টার শব্দে অন্দর মহল পূর্ণ হইল। হরমণি এক হাঁড়ি আগুণে একসের ধূপ ঢালিয়া শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইল। পরে নিমেষ মধ্যে মাধবের হস্ত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইয়া বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! মহাপুরুষ, মহাপুরুষ!!"

এদিকে ধুব্ করিয়া একটা শব্দ হইল, 'মহাপুরুষ' অন্তর্হিত হইলেন। মাধব ভীত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন "ব্যাপার কি?"

হরমণি তিলার্দ্ধ চিন্তা না করিয়া বলিল, "এই অশ্বত্থগাছে এক মহাপুরুষ আছেন, ঠাকুর মশায় বলেন উনি কালভৈরব, কিন্তু আমার বোধ হয় ব্রহ্মদৈত্য। সন্ধ্যাবেলা ধূপের ধূম দেওয়া না হইলে মহাপুরুষ নানারূপ আকৃতি ধারণ করেন। তা উনি কাহারও ক্ষতি করেন না। তোমরা নির্ভয়ে চলে যাও।"

মাধব কখন ভূতপ্রেত বিশ্বাস করিতেন না। আজ মদের ঝোঁকে অনির্দ্দিষ্ট শুভ্র বস্তুকে ব্রহ্মদৈত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন।

সেই শুভ্রবস্তুর অবরোহণ, তৎপর পতন শব্দ, তৎপর হরমণির অবিচলিতভাবে ব্যাখ্যা এবং বন্দুক কাড়িয়া লওয়া

প্রভৃতি চিন্তা করিয়া যদুনাথ অনুমান করিলেন, কোন তস্কর বা গ্রাম্য কালভৈরব অন্দর অধিকারার্থ চেষ্টা করিতেছে।

হরমণি মনে মনে বলিল ঃ—

"এ তোর পিসীরে বাপা, কোন কর্ম্ম নাহি ছাপা,
আকাশ পাতাল ভূমণ্ডলে,
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ, ধরে দিতে পারি চাঁদ,
কামের কামিনী আনি ছলে।"

মাধব উদ্বিগ্নচিত্তে যদুনাথকে সঙ্গে করিয়া মাধব-মঞ্জিলে উপস্থিত হইলেন। যদুনাথ বিস্মিত হইয়া দেখিলেন মাধব-মঞ্জিলের দ্বিতল প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশে দুইটী লাবণ্যময়ী তরুণী দ্বার রক্ষা করিতেছে। ইহাদের দোলায়মান বেণী সুবর্ণশৃঙ্খলে জড়িত হইয়া ভূমিস্পর্শ করিয়াছে। উভয়েরই শিরে তাজ, ওষ্ঠাধর তাম্বুলে রঞ্জিত, ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে চন্দনের রেখা, কর্ণে হীরক খচিত কুণ্ডল, পরিধানে পীতবর্ণের পা-জামা, গাত্রে সুইজ্ কাপড়ের বেলদারী পাশীকোট। উভয়েরই বামস্কন্ধ এবং বক্ষ ঢাকিয়া গোলাপ-মল্লিকা-নির্ম্মিত চাপড়াশ, দক্ষিণ হস্তে লতাগ্রস্থিত বেল ফুলের তরবারি। উভয়েই দক্ষিণপদ দোলাইয়া, গ্রীবাভঙ্গি করিয়া অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষে পিলুবাগে গাইতেছে ঃ—

"লোকলাজ ভয়ে নাহি প্রকাশি।"

মাধবকে দেখিয়া উভয়েই "মাধবজীকা জয়" বলিয়া অভিবাদন করিল। মাধব ইঙ্গিতে যদুনাথকে দেখাইলেন।

তৎক্ষণাৎ দ্বারবর্তী যুবতীদ্বয় যদুনাথের শির লক্ষ্য করিয়া তরবারি আঘাত করিল। ফুলের তরবারি লতাগ্রন্থিচ্যুত হইয়া মালারূপে যদুনাথের শিরে পতিত হইল। যদুনাথ চমকিত হইলেন। যুবতীদ্বয় হাসিয়া উঠিল, যদুনাথ অপ্রতিভ হইলেন।

যদুনাথ বড় বিরক্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তনে উদ্যত হইলেন, পারিলেন না। আবার সেই পরিচিত ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। যদুনাথ প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন——————

কি লিখিব? যাহা অদ্রষ্টব্য, অশ্রোতব্য, অবক্তব্য তাহা কেমন করিয়া লিখিব? যেটুকু না লিখিলে নয় আমরা কেবল মাত্র সেইটুকু লিখিব, অনেকাংশ বাদ দিয়া বলিব।

যদুনাথ দেখিলেন, রত্নভূষিতা দুই জন নর্ত্তকী মছ্‌লন্দ-মণ্ডিত মহলে নৃত্য করিতেছে। অপরাপর যুবতীবৃন্দ মণ্ডলাকারে উপবিষ্ট হইয়া কেহ তাম্বুল চর্ব্বন করিতেছে, কেহ মৃদুমন্দনাদে সুর ভাঁজিতেছে, কেহ কেহ নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে, কেহ কেহ অঞ্চলাবরণে সুরা ঢালিতেছে। যাহারা কাঁদিতেছিল তাহাদের মধ্যে অনেকেই অবগুণ্ঠনবতী, আকার ইঙ্গিতে নর্ত্তকী বলিয়া বোধ হয় না, কুলটা বলিয়াও বোধ হয় না। ইহাদিগের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় যেন চক্রে পড়িয়া অথবা বাহুবলে পরাজিতা হইয়া অনিচ্ছায় মাধবমঞ্জিলে উপস্থিত হইয়াছে। যে দুইটী

নর্ত্তকী নৃত্য করিতেছিল তাহাদের পিছু পিছু গোঁপ-দাড়ী-কামান একটা ব্রাহ্মণের ছেলে বাঁয়া তবলা কোমরে বাঁধিয়া কখন বাজাইতেছে, কখন বাজনা ভুলিয়া নাচিতেছে। নর্ত্তকীদ্বয়ের সম্মুখে বিষণ্ণ বদনে এক যুবা উপবিষ্ট ছিল। ইহার কপালে একটু রক্ত, গাত্রে ধূলা লাগিয়াছে, বহুমূল্য পরিধেয় বসন স্থানে স্থানে ছিন্ন হইয়াছে। ইহাকে দেখিয়াই যদুনাথ চিনিলেন—গোপাল ডাক্তার।

মাধব গোপালকে দেখিয়া চমকিত হইলেন, একটু চিন্তা করিয়া গোপালের সবিশেষ অবস্থা জানিতে চাহিলেন। গোপাল একটু হাসিয়া বলিল, "এক বেটা সন্যাসীর কথামত বিবস্ত্র হইয়া এক নিশ্বাসে একটা লতা ছিঁড়িতে গিয়াছিলাম। শিবসাগরের তীরে কেবল লতা ছিঁড়িব এমন সময় একটা বিকটাকার শুভ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ভূত বলিয়া বিশ্বাস হইল; ভয়ে দৌড়িয়া পলাইয়াছি। লতার কাঁটায় কাপড় ছিঁড়ে গেল।"

মাধব শিহরিয়া উঠিলেন, হরমণিবিবৃত ব্রহ্মদৈত্য মনে পড়িল। মাধবের বিশ্বাস হইল গোপাল নিশ্চয়ই সেই ব্রহ্মদৈত্যের হাতে পড়িয়াছিলেন।

যদুনাথ মনে মনে বলিলেন, "এই গোপালই বোধ হয় হরমণির কালভৈরব, নতুবা বিবস্ত্র হইয়া লতা ছিঁড়িতে গেলে পরিধান বস্ত্র ছিঁড়িবে কেন?"

মাধব ভুল বুঝিলেন। যদুনাথের বাক্যে যদি শ্লেষ থাকে তবে তাঁহারও ভ্রম হইয়াছে।

যে ব্রাহ্মণের ছেলেটা নর্ত্তকীদ্বয়ের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া বাজাইতেছিল সে এবার ঘুরিতে ঘুরিতে যদুনাথের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। যদুনাথ চিনিলেন—চিন্তামণি। মদের ঝোঁকে চিন্তামণি যদুনাথকে চিনিয়াও চিনিলেন না। কালী সিংহের মহাভারত পড়িবার জন্য বড়বাড়ীতে যাতায়াত করিতে হয় বলিয়া চিন্তামণি একদিন যদুনাথকে বুঝাইয়াছিলেন। যদুনাথ বিস্মিত হইয়া দেখিলেন চিন্তামণি বোতল হইতে এক গ্লাস 'মহাভারত' পান করিলেন। যদুনাথ বুঝিলেন এটাও মহাভারত বটে। মহাভারত পাঠে জ্ঞান জন্মে, আনন্দলাভ হয়। বোতলস্থ মহাভারতও আনন্দময়ী এবং জ্ঞানদায়ী; জ্ঞানের আধিক্যহেতু অজীর্ণ দোষে লোকের সাধারণ জ্ঞান উথলিয়া পড়ে, ধড়ে কিছুই থাকে না, পৃথিবীর আহ্নিক গতি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, অনুমানের প্রয়োজন হয় না। একটু যে সামান্য প্রভেদ আছে তাহা ধর্ত্তব্য নহে। গ্রন্থ মহাভারত ব্যাসমুখ-বিনিঃসৃত, বোতলস্থ মহাভারত ভাটীমুখ-বিনিঃসৃত। আর এদিকে গ্রন্থ মহাভারত কালী সিংহের এডিসন্, বোতলস্থ মহাভারত কেল্‌নার কোম্পানির এডিসন্।

যদুনাথ মাধব-মঞ্জিল পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। আমরাও মাধব-মঞ্জিল পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম, আর থাকিতে ইচ্ছা হয় না। যদুনাথ প্রস্থান কালে দেখিলেন মাধব এক যৌবনোন্মুখী বালিকার হাত

ধরিয়া নৃত্য করিতে চেষ্টা করিলেন, বালিকা কান্দিতে কান্দিতে দূরে গিয়া বসিল। মাধব উচ্চৈঃস্বরে যদুনাথকে ডাকিলেন, প্রলোভন দেখাইলেন, ভয় দেখাইলেন, শেষে উপদেশ দিতে লাগিলেন, "ভায়া বীরাচারী হও, পশ্বাচার পরিত্যাগ কর, কোন্ দিন টুস্ করে মরে যাবে, অথচ পশুত্ব ঘুচিবে না।"

যদুনাথ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "এ ঘোর নরকে জীবন্ত মানুষ থাকিতে পারে না, তুমি এ নরকের প্রধান কীট।"

মাধবের কর্ণকুহরে 'নরক' শব্দ পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। স্বপ্নেও মাধব শুনিতে পাইলেন তাঁহার কাণে কাণে প্রতি নিশ্বাসে কে বলিতেছে '**নরক**!'

পরদিন বেলা এগারটার সময় মাধব বাগচীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। যদি নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে মানুষের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিত তবে বুঝি পৃথিবী অনেকাংশে সুখের আধার হইত। চিন্তামণি ও গোপাল মাধবের নিকট চুপে চুপে কি বলিতে লাগিল। মাধবের মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল, নিস্তেজ নয়নে মুহূর্ত্তের জন্য একটু জ্যোতি দেখা গেল। মাধব অধর দংশন করিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। পরে মাধব-মজ্লিস প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিলেন, "গোপীনাথ-পুর সোমেশ্বরী জলে নিক্ষেপ করিব, গর্ব্বিত যদুরায়কে বাগচী বংশের দাসত্বে নিযুক্ত করিব, বামুণহাটীতে মাধবের জয়ঢক্কা বাজিবে—পিতার মুমূর্ষু বাক্য ভুলি নাই, ভুলিব

না——বামুণহাটী আমার—আমার—আমার——নিরুপমা আমার—"

"যদুরায়ের মৃত্যুবাণ আমার হাতে" বলিয়া চিন্তামণি মাধব-মল্লিকের এক প্রান্ত হইতে রুমালে ঢাকিয়া একটী নীলমোহর আনিয়া মাধবের হাতে দিলেন। মাধব আনন্দে মাতোয়ারা, গোপাল নৃত্য আরম্ভ করিল।

এতদিনে বুঝি চাঁদু খানসামার বাক্য ভবিষ্যদ্বাণীতে পরিণত হইল। এই নীলমোহরের কথা বলিয়া চাঁদু একদিন যদুনাথ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

"Is there no hope? the sick man cried,
The silent doctor shook his head."

গোপীনাথপুর রামনাথ সান্যালের বাটীতে সকলেই নীরব। নিরুপমা রুগ্নশয্যায় শায়িতা, অবস্থা আশাজনক নহে। গ্রামের অনেকেই দেখিতে আসিয়াছেন। কেহ কেহ চিকিৎসকের উপদেশ অনুসারে ঔষধ খাওয়াইতেছেন, কেহ পার্শ্বে প্রলেপ দিতেছেন, কেহ বা রোগিণীর শরীরের উত্তাপে বিস্মিত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছেন। আজ চারিদিন নিরুপমা সংজ্ঞা হারাইয়াছে, স্থিরনেত্রা হইয়াছে, মুখে ক্ষত, জিহ্বা পাণ্ডুবর্ণ, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম, প্রলাপ অত্যন্ত অধিক। প্রবল জ্বরের সঙ্গে উদরাধ্মান রহিয়াছে। ব্রহ্মময়ী অনাহারে অনিদ্রায় অর্দ্ধমৃতা হইয়া নিরুপমার পার্শ্বে বসিয়া তাহার শুষ্ক অধর শীতল জলে সিক্ত করিতেছেন, কখন রোগিণীর পানীয় জলে ব্রহ্মময়ীর অশ্রুজল মিশিয়া যাইতেছে।

ডাক্তার আসিলেন, পকেট হইতে যন্ত্র বাহির করিয়া

রোগিণীর বক্ষে লাগাইলেন। ডাক্তারের ললাট কুঞ্চিত হইল, যন্ত্র ফেলিয়া নিরুপমার বক্ষে কর্ণ রাখিয়া বুঝিলেন শ্বাস নালীতে প্রদাহ হইয়াছে। তাপমান যন্ত্র কক্ষে লাগাইয়া বুঝিলেন দেহের সন্তাপ ১০৫ ডিগ্রী হইল। ডাক্তার বিমর্ষ হইয়া গৃহান্তরে গিয়া বসিলেন। রামনাথ ব্যাকুলচিত্তে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসিলেন "কেমন দেখিলেন ?"

ডাক্তার কোন কথা না বলিয়া মাথা নাড়িয়া বুঝাইলেন অবস্থা অতি শোচনীয়, চিকিৎসার সময় অতিবাহিত হইয়াছে। ব্রহ্মময়ী উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন, হিরণ্ময়ী কাঁদিল—ধূলায় পড়িয়া মাতৃহীনা বালিকার ন্যায় কাঁদিল। রামনাথ অবসন্ন দেহে বসিয়া পড়িলেন, তারকের গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা পড়িল।

চিকিৎসার জন্য রামলোচন সেন আজ কয়েক দিন হইল স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। নিকটে চিকিৎসক আর কেহ ছিল না। তাই গোপাল ডাক্তার চিকিৎসা করিতেছিল। অন্যাংশে গোপালের সহস্র দোষ থাকিলেও গোপাল প্রাণপণে নিরুপমাকে চিকিৎসা করিয়াছিল। ইহার একটা কারণও ছিল। নিরুপমাকে আরোগ্য করিতে পারিলে মাধব একশত সুবর্ণ মুদ্রা পারিতোষিক দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। তাই গোপাল প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিল, কৃতকার্য্য হইল না।

সান্যাল বাটীর সকলেই কাঁদিতেছে এমন সময়ে একখানা

পাল্‌কী আসিয়া বাটীর সম্মুখে থামিল। এক বৃদ্ধ পাল্‌কী হইতে নামিয়া নামাবলি স্কন্ধে ফেলিয়া ফুলচটী পায়ে দিল। পরে কাহাকেও কিছু না বলিয়া একেবারে সান্যাল বাটীর অন্দরে প্রবেশ করিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিরুপমার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া একটী ঔষধের বড়ী হাতে লইয়া তারককে বলিল, "এই বড়ীটা খাওয়াতে পার? না পার ত ব্রহ্ম দিদিকে ডাক। তোমার আর লজ্জায় কাজ নাই, তোমার মত ছেলে ছোকরা কতবার আমার উপর লাঠী ঝেড়েছে, তাতে আমার দুঃখ হয় না, অসুখ বিসুখ হ'লে ডাকিতে হয়।"

রামলোচনের কথায় তারক একটু অপ্রতিভ হইয়া ব্রহ্মময়ীকে ডাকিলেন। বৃদ্ধ রামলোচন ব্রহ্মময়ীর হাতে ঔষধের বড়ী দিয়া রামনাথকে কি বলিতেছিলেন, এমন সময় "পাগল পাগল" বলিয়া বাহিরে একটা গোল পড়িয়া গেল। পাড়ার ছেলেরা চীৎকার করিয়া ছুটাছুটী করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে উন্মাদিনীর ন্যায় এক জটা-ধারিণী নিরুপমার ঘরে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মময়ীকে স্থানা-ন্তরিত করিয়া আপনি ব্রহ্মময়ীর স্থান অধিকার করিয়া বসিল। পরে নিরুপমার দিকে চাহিয়া অভূতপূর্ব্ব মধুর স্বরে ডাকিল,—"নিরুপমা।"

সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল বিকারপ্রাপ্তা সংজ্ঞাহীনা রোগিণী অনায়াসে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। পরে

উভয় হস্তে জটাধারিণীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল—"মা,"

জানিনা কেন নয়নজলে জটাধারিণী মহামায়ার গণ্ডস্থল ভাসিয়া গেল। নিরুপমার অধর চুম্বন করিয়া জটাধারিণী জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার সঙ্গে যেতে ইচ্ছা হয়?"

'না' বলিয়া নিরুপমা দরজার দিকে চাহিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশে যদুনাথকে দেখাইয়া দিলেন। জটাধারিণী আর কোন কথা না বলিয়া আশানপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নিরুপমা পূর্ব্ববৎ অচৈতন্যা হইয়া শয্যায় পড়িয়া রহিলেন।

যদুনাথ নিরুপমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। মহামায়া চলিয়া গেলে তারক, রামনাথ, ব্রহ্মময়ী, রামলোচন, যদুনাথ প্রভৃতি সকলেই স্তম্ভিত হইয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। মহামায়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া কোথায়ও যাতায়াত করিতেন না; সর্ব্বদাই আশানপুরে সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরে অবস্থিতি করিতেন। তবে এই নিদাঘের দ্বিপ্রহরে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে আসিলেন কেন? কেহ তাঁহাকে আহ্বান করে নাই, অথবা সান্যালদিগের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই। তবে আসিলেন কেন? নিরুপমা সংজ্ঞাহীনা মরণোন্মুখী হইয়াও কি প্রকারে মুহূর্ত্তের জন্য রোগমুক্তার ন্যায় কথা কহিতে সমর্থ হইল? সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের কারণ এই [illegible] যতক্ষণ মহামায়া নিরুপমার

নিকট ছিলেন ততক্ষণ উপস্থিত সকলেই কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কথা কহিতে পারেন নাই, রসনা জড়বৎ নিশ্চল হইয়াছিল।

মহামায়া চলিয়া গেলে সকলেই এ দুর্ব্বোধ ঘটনার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মময়ী ও রামনাথ জটাধারিণীর আগমন কুলক্ষণ মনে করিয়া নিরুপমার জীবন রক্ষা সম্বন্ধে হতশ্বাস হইলেন। রামলোচন বুঝিলেন, ব্রহ্মচারিণীর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের ফলে এরূপ ঘটনা সহজেই ঘটিতে পারে। তারক বুঝিলেন, বিনা আহ্বানে জটাধারিণীর অন্তঃপুরে আগমন দোষভাবে অনধিকার প্রবেশ। আর যদুনাথ কি ভাবিতেছিলেন?

যদুনাথ নিরুপমার অঙ্গুলি নির্দ্দেশের অর্থ করিতে গিয়া প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। মহামায়ার সঙ্গে নিরুপমা অনির্দ্দিষ্ট স্থানে অজ্ঞাত উদ্দেশে যাইতে পারেন, কেবল যদুনাথই এ পথের বাধা। এ বাধায় কি নিরুপমা সুখী না সন্তপ্তা? যদুনাথ এ জীবনে যে সময় যে কারণে যতবার নিরুপমার সংস্রবে আসিয়াছিলেন সমস্তই মনে পড়িল। যদুনাথের বাটীতে প্রত্যহ মহাদেবের পূজা হইত, পাড়ার বালক বালিকারা পূজা দেখিতে আসিত, নিরুপমাও আসিতেন। অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা চেলির কাপড় পরিয়া চুল ছাড়িয়া কালী শিরোমণির অনতিদূরে যোগাসনে বসিত। করযোড়ে গলবস্ত্র হইয়া নিরুপমা বালিকাস্বভাব

প্রযুক্ত শিরোমণিকে অনুকরণ করিয়া চক্ষু নিমীলন পূর্ব্বক বসিয়া থাকিত। যদুনাথের মনে হইত বুঝি পার্ব্বতী আবার কি ভাবিয়া ভগবান ভূতনাথের আরাধনায় যোগাসনে বসিয়াছেন। পূজা হইয়া গেলে প্রসাদ বিতরণ হইত। দুইটী আতপ তণ্ডুল, আদখানি পক্ক রম্ভা, এক টুকরা পেয়ারা, একটী সন্দেশ সকলেই খাইত, নিরুপমাও খাইতেন। একাদশ বর্ষে উপনীত হইলে বিশেষ কোন পর্ব্ব ভিন্ন নিরুপমা রায়বাড়ীতে যাইতেন না। একবার শিব চতুর্দ্দশীর পরদিন ব্রহ্মময়ীর সহিত নিরুপমা মহাদেবের পূজার জন্য রায়বাড়ীতে গিয়াছিলেন। পূর্ব্বদিনের সঞ্চিত অনেক ফুলের মালা পড়িয়াছিল। যদুনাথ একগাছা মালা লইয়া নিরুপমাকে দিতে গেলেন। নিরুপমা মালা লইয়া হাসিতে হাসিতে একটু সরিয়া গেল, মালা দুই তিনবার দেখিল, পরিল না। জানি না কেন সহসা নিরুপমার বদন মণ্ডল গম্ভীর হইল, বিদ্যুদ্বেগে যদুনাথের সম্মুখে আসিয়া একাদশবর্ষীয়া বালিকা যদুনাথের গলায় মালা দিয়া বলিল "ফেলো না, একটু দেখি, ফেলো না।" নিরুপমা নিস্পন্দ নয়নে যদুনাথকে দেখিতে লাগিল। সেই দেখাদেখির পরে নিরুপমা যদুনাথকে দেখিলেই লজ্জিত হইয়া দূরে সরিয়া যাইতেন, দুই একবার বুঝি ফিরিয়া চাহিতেন। যদুনাথ এই সকল পূর্ব্বাব [illegible] করিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশের যেরূপ ব্যাখ্যা করিতে হয় [illegible]লেন।

এ দিকে রামলোচন সেন ঔষধ প্রয়োগান্তে তারককে বলিলেন "পণ্ডিতজী, তোমার ভাগিনীকে আর কেউ চিকিৎসা করেছিল কি ?"

'পণ্ডিত' শব্দ ব্যবহারে তারক অসন্তুষ্ট হইলেন দেখিয়া রামনাথ সান্যাল তাড়াতাড়ি বলিলেন, "গোপাল ডাক্তার চিকিৎসা করেছিলেন।"

কবিরাজ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "গোপাল ডাক্তার আবার কে গা ? একি সেই গোপ্‌লাউড়ের কথা বল্‌ছ ? হরি বল হরি !! সে টা যে গো-বদ্দি ! ফোড়া-কাটা-ওয়ালা আবার ডাক্তার হল কবে ?"

রামলোচন তখন রামনাথের নিকট জানিলেন গোপাল ডাক্তার গৃহান্তরে বসিয়া আছেন। রামলোচন গোপালের নিকট উপস্থিত হইলেন। গোপাল জিজ্ঞাসা করিলেন "নিরুপমাকে কেমন দেখিলেন ?"

রাম। ভাল।

গোপাল। ভাল !! কিরূপ ভাল ? আপনি কি সত্য বলিতেছেন ?

রাম। রামলোচন মিথ্যা বলেন না।

গোপাল। আপনি কি মনে করিতেছেন এ রোগী আর ভাল হ'বে ? আমি বোধ করি কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক এরূপ ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন না। আপনি যে কি দেখিয়া ভাল বলিতেছেন বুঝিতে পারিলাম না।

রাম। যদি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র সত্য হয়, যদি নিদান বুঝিয়া থাকি, তবে নিশ্চয় বলিতেছি আরোগ্য করিব। যদি না পারি তবে তোমার সাক্ষাতে নিদান ভস্মীভূত করিব, আর কখন চিকিৎসা ব্যবসা করিব না।

গোপাল। আপনি কথায় কথায় নিদানের দোহাই দিতেছেন। নিদান খানা কি তা জানেন ত?

রাম। জানি, নিদান হিন্দুর চিকিৎসাশাস্ত্র, হিন্দুর গৌরব-স্থল।

গোপাল। আর সে দিন নাই।

রাম। গেল কিসে? নিদান পুরাতন হ'য়ে কি দুর্গন্ধ ছেড়েছে?

গোপাল। চিকিৎসক-চূড়ামণি মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার নিধিরাম স্পষ্টই বলিতেছেন, নিদান একটী জবড়জঙ্গ ননসেন্স।*

রাম। তোমার নিধিরাম বোধ হয় ধন্বন্তরির পোষ্যপুত্র। ঔরসপুত্র হইলে কখন এরূপ কথা বলিতেন না।

গোপাল বেগতিক দেখিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

---

* কয়েক বৎসর গত হইল কোন ইংরাজী সম্বাদ পত্রে এক নিধিরাম ডাক্তার নিদান সম্বন্ধে এইরূপ মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

"——নিজবলে দুর্ব্বল সতত
মানব, সুফল ফলে দেবের প্রসাদে"

মধুসূদন।

যে দিন যদুনাথ মাধবমঞ্জিল ছাড়িয়া বাটীতে আসিলেন তাহার দুই দিন পরে রাত্রি এগারটার সময় "ব্রাহ্মণেভ্যঃ নম" বলিয়া দুইজন ব্রাহ্মণ যদুনাথের বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলেন। ইহাঁদের মধ্যে একজনের বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ বৎসর, শরীর বলিষ্ঠ, চেহারা ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মত। যদুনাথ ইহাকে চিনিলেন—মদন রায়, নিরুপমার মাতুল। মদনরায়ের সঙ্গী কৃষ্ণ চূড়ামণি বৃদ্ধ, ক্লিষ্ট, রুগ্ন বলিয়া বোধ হয়। যদুনাথ উভয়কে বসিতে বলিয়া এমন অসময়ে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মদন রায় কি বলিতেছিলেন এমন সময় কৃষ্ণ চূড়ামণি ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "কেন আসিয়াছি? কেন আসিয়াছি তাহা বলিতে গেলে কণ্ঠরোধ হয়। এ পৃথিবীতে মানুষের যত রকমের বিপদ হইতে পারে আমার সকলই হইয়াছে।

ধন মান কুল প্রাণ সকলই যায় যায় হইয়াছে, ভাই আপনার আশ্রয় লইতে আসিয়াছি। শুনিয়াছি আপনি দীনবন্ধু, দুর্ব্বলের বল, আমি দীনহীন, বিপদ সাগরে ভাসিতেছি, আমাকে রক্ষা করুন্। আমি দরিদ্র হইলেও অর্থের জন্য আপনার নিকট আসি নাই।”

যতুনাথ বিচলিত হইলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট বিপদের সবিশেষ অবস্থা জানিতে চাহিলেন। ব্রাহ্মণ চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন।

যতুনাথ বুঝিলেন কৃষ্ণ চূড়ামণি অন্যান্য লোকের সাক্ষাতে সকল কথা খুলিয়া বলিতে ইচ্ছুক নহেন। যতুনাথের ইঙ্গিতে বৈঠকখানা হইতে অপরাপর সকলেই উঠিয়া গেলেন, কেবল মদন রায় থাকিলেন। কৃষ্ণ চূড়ামণি বলিতে লাগিলেন, “আপনি ত জানেন এখন আর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আদর নাই। উপায় কমিয়া আসিতেছে। মানুষে ক্রমে ক্রিয়া কলাপ বন্ধ করিয়া দিতেছে। লোকে যতটুক ইংরাজী পড়িয়া একটা কেষ্ট বিষ্টুর মধ্যে গণ্য হয় আমি সে হিসাবে দ্বিগুণ সংস্কৃত পড়িয়াছি, শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি। সুতরাং বিদ্যার হিসাবে বিচার করিতে গেলে আমিও এ সংসারে যৎকিঞ্চিৎ ধন মান যশ ন্যায়তঃ প্রত্যাশা করিতে পারি। কিন্তু সে প্রত্যাশা অনেকদিন ছাড়িয়া দিয়াছি। কালের স্রোতে ভারতীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আদর চিরকালের জন্য ভাসিয়া গিয়াছে। এ কথায় কোন ফল নাই, এ দুঃখ কেহ

বুঝিবে না। আমার যে কিছু পৈতৃক ভূসম্পত্তি ছিল তাহাই অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিতেছিলাম। আজ তিন বৎসর হইতে আমার বাহাত্তর বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি মাধব বাগছী ক্রমে ক্রমে জবর দখল করিতেছেন। গত সন যখন মাধবের লোক জোর করিয়া আমার শস্য কাটিতে আসিল, তখন প্রাণপণে বাধা দিয়াছিলাম। তাহার ফল এই হইয়াছে যে আজ চারিদিন মাধবের কারাগারে—জরাসন্ধ কারাগারে আবদ্ধ ছিলাম। পরে যখন বিনামূল্যে সমুদায় ব্রহ্মোত্তর বিক্রয়পত্রে লিখিয়া দিলাম তখন অব্যাহতি পাইয়াছি। আমি সহজে বিক্রয়-পত্র লিখি নাই। তবে দেখুন——”

কৃষ্ণচূড়ামণি আপন গাত্র হইতে উত্তরীয় বসন ফেলিয়া যদুনাথকে পৃষ্ঠ দেখাইলেন। যদুনাথ বিস্মিত হইয়া দেখিলেন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পৃষ্ঠে কশাঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে। দুইদিন পূর্ব্বে মাধব বাগছীর বাটীর মধ্যে প্রবেশ কালে যদুনাথ পার্শ্বের ঘরে যে আর্ত্তনাদ শুনিয়াছিলেন তাহা এক্ষণে মনে পড়িল, যদুনাথ শিহরিয়া উঠিলেন।

বৃদ্ধ পুনরায় বলিলেন “চমকিত হইবেন না। দারিদ্র্য-দোষে এ সংসারে এরূপ দণ্ড সচরাচর ভোগ করিতে হয়। আমি এ বিষয়ের জন্য আপনার নিকট আসি নাই। আমি যে দুঃখে পড়িয়া আপনার নিকট আসিয়াছি তাহা মনুষ্যের নিকট বক্তব্য নহে, বলিতে গেলে বুক বিদীর্ণ হয়, বলিবার পূর্ব্বে আমার মৃত্যু হইলেই ভাল হইত।”

যদুনাথ দেখিলেন, ব্রাহ্মণ উত্তরীয় বসনে চক্ষু ঢাকিয়া কাঁদিতেছেন, ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে।

ব্রাহ্মণ পুনরায় বলিলেন "পৈতৃক তালুক বিক্রয় করিয়া পুত্রের বিবাহ দিলাম। দেব কন্যার ন্যায় সোনার প্রতিমা ঘরে আনিলাম, ঘর আলো হইল, সংসারের শেষ কার্য্য সম্পন্ন হইল ভাবিয়া আনন্দে ভাসিলাম। যখন বধূমাতা চারিমাস অন্তঃসত্ত্বা তখন আমার———সর্ব্বনাশ———"

কৃষ্ণচূড়ামণির কণ্ঠরোধ হইল। মদন রায় বলিলেন "আজ সাত দিন হইল হরমণি বামণী ছল করিয়া চূড়ামণির পুত্রবধূ মুরলাকে শিবসাগরের ঘাটে নিয়া গিয়াছিল। সেখানে মাধব বাগচী লোক জন নিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। তাহারা মুরলাকে যে ধরিয়া নিয়া গোপন রাখিয়াছে তাহা নিশ্চয় জানা গিয়াছে। কিন্তু কোথায় যে রাখিয়াছে তাহা কেহই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতেছে না। কেহ বলে গোপাল ডাক্তার মাধবের হুকুম মত মুরলাকে মফস্বলের কোন কাছারীতে লুকাইয়া রাখিয়াছে। আবার কাহারও মুখে শুনিতে পাই গত রজনীতে মুরলাকে মাধব-মন্দিরে দেখা গিয়াছিল। চূড়ামণি মহাশয়ের পুত্র বাটীতে নাই। তিনি জানিলে যে কি সর্ব্বনাশ হইবে তাহা সহজেই বুঝিতে পারেন। এখন উপায় ?"

ক্রোধে, বিষাদে, বিস্ময়ে জড়ীভূত হইয়া যদুনাথ সকল অবস্থা শুনিতেছিলেন। মদন রায়ের কথা শেষ হইলে

যদুনাথ উন্মাদের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দুই তিন পদ অগ্রসর হইলেন, আবার স্বস্থানে আসিলেন। দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া আরক্ত লোচনে অস্ফুটস্বরে কি বলিলেন, কেহ বুঝিল না। দেখিতে দেখিতে এ ভাবের পরিবর্ত্তন হইল, মস্তক অবনত হইল, আবার শান্তমূর্ত্তি প্রকাশিত হইল। যদুনাথ ক্ষীণকণ্ঠে কৃষ্ণ চূড়ামণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি ফৌজদারী আদালতে নালিশ করেন নাই কেন?"

চূড়ামণি বলিলেন "ফৌজদারী হউক আর দেওয়ানী হউক, মোকদ্দমা করিয়া সুবিচারের প্রত্যাশা অতি অল্প, বিচারফল অতি অনিশ্চিত। রাজা সহস্র চেষ্টা করিলেও অবস্থা চক্রে পড়িয়া অনেক সময় সুবিচার ঘটিয়া উঠে না। আইনের কূটতর্কে, সাক্ষীদিগের অনৃত বাক্যে, আইন ব্যব-সায়ীর প্রবঞ্চনায়, বিচারকের ভ্রমে ও মানব সুলভ দুর্ব্বলতায় অনেক সময় সুবিচার ঘটিয়া উঠিতে পারে না। যে মানুষের আইনে 'অপরাধ' এবং 'পাপ' এক পদার্থ নহে, যেখানে দোষীকে দোষী জানিয়াও, চোরকে চোর জানিয়াও, তাহাকে সাধু বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা আইনের অনুমোদিত, যে চেষ্টা 'পাপ' হইলেও 'অপরাধ' নহে, সেখানে সুবিচারের প্রত্যাশা অতি অল্প। বিশেষতঃ ফৌজদারী করিতে গেলে কুবেরের অর্থ, বৃহস্পতির বুদ্ধি শনির পীড়ন-প্রবৃত্তি, কৌরবের চক্র নিতান্তই প্রয়োজন। অর্থ থাকিলে ইহার দুই একটা ক্রয় করা যাইতে পারে।

আমি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। কেবল আশীর্ব্বাদের লোভে কোন উকীল আমার পক্ষ সমর্থন করিবেন কি? আবার এ দিকে সাক্ষী পাইব কোথায়? যে নন্দীপুর গ্রামে বাস করি তাহা মাধব বাগছীর জমিদারীভুক্ত। আমার পক্ষে কেহ সাক্ষ্য দিলে, পর দিন তাহার ঘর জ্বালাইয়া দিবে।"

যদুনাথ একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন "কল্য প্রত্যূষে আমার সহিত আশানপুরে সাক্ষাৎ করিবেন, আমি প্রাণ-পণে আপনার পুত্রবধূকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিব। যদি তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায় তবে আপনি তাঁহাকে চিনিয়া লইবেন, আমি তাঁহাকে চিনি না।"

কৃষ্ণচূড়ামণি যদুনাথকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মদনরায়ের সঙ্গে বিদায় হইলেন। যদুনাথ বৈঠকখানা হইতে বাটীর মধ্যে যাইতেছিলেন এমন সময় দিগম্বর মুন্সী অতিশয় ব্যস্ত ভাবে যদুনাথের হাতে একখানি চিঠি দিয়া কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইলেন।

যদুনাথ পত্র পড়িলেন :—

'মহামহিম শ্রীযুক্ত দিগম্বর মুন্সী সদর নায়েব মহাশয়

প্রবলপ্রতাপেষু—

জনরব এই আগামী কল্য মামুণ-হাটীর কাছারী ও বাজার লুঠ হইবে। নিকটে মাধব বাবুর এলেকায় অনেক লাঠি-য়াল জমায়েৎবস্ত হইয়াছে। এখানে যে কয়েকজন লোক

আছে তাহা দ্বারা কাছারী রক্ষা করা যাইবে না। মধুপুরের থানায় সংবাদ দিয়াছিলাম। কোন সুফলের প্রত্যাশা নাই। দারোগা গোলক বসু মাধব বাবুর গোলাম। বিহিত আদেশের প্রার্থনা।

আজ্ঞাধীন শ্রীনবীন চন্দ্র পাঠক
নায়েব, কাছারী বামুণহাটী।"

যদুনাথ পত্র পড়িয়া নীরব হইলেন। যদুনাথকে নির্ব্বাক দেখিয়া দিগম্বর বলিলেন "চিন্তিত হইবেন না, অধিক চিন্তার সময় নাই। এই রাত্রি মধ্যে বামুণহাটী লোক পাঠাইতে হইবে, লাঠিয়াল পাঠাইতে হইবে, আমি স্বয়ং যাইব, যাহা করিতে হয় আমি করিব, কেবল হুকুম চাই। এরূপ কড়া হুকুম চাই যে কাছারী রক্ষার জন্য খুন জখম হইলে হুজুরের নিকট আমার কোনরূপ দায়ীত্ব না থাকে। ফৌজদারী আদালতকে আমি গ্রাহ্য করি না। যে ধরা পড়ে তাহার সহিত ফৌজ-দারীর সম্পর্ক। দিগম্বরকে গ্রেপ্তার করিতে পারে এমন পুলিস এখনও বাঙ্গালায় জন্মে নাই। অনুমতি হইলে আশানপুরের বড়বাড়ী পর্য্যন্ত লুঠ করিতে ইচ্ছা করি।"

যদুনাথ ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষা করিতে হইবে। আপনি যাহাতে রক্ষা করিতে

পারেন তাহাই করিবেন। তবে আমার নিতান্ত ইচ্ছা নিষ্প্রয়োজনে কাহারও প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ করিবেন না। বড়বাড়ী লুঠ করিবার প্রয়োজন নাই।”

“যদুত্তাজ্ঞা” বলিয়া দিগম্বর দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। মনে মনে বলিলেন, “দিগম্বর শর্ম্মা আজ বিশ বৎসর পর্য্যন্ত জমিদারের চাকরী করিতেছে। সাতক্ষীরা, সন্তোষ, নড়াল, নাটোর, মুক্তাগাছা প্রভৃতি স্থানের জমিদারগুলি একটু পুরুষ মানুষের মত। আর এ ছোকরা দেখিতেছি বড়ই ধর্ম্মভীরু। অত ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিতে গেলে জমিদারী রক্ষা পায় না। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। জমিদারী করিতে গেলে মরদানা মাফিক্ চলা চাই।”

আমরা দিগম্বর মুন্সীর প্রভুভক্তি এবং সাহসের প্রশংসা করিতে পারি। কিন্তু কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মুন্সীজীর উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। যে ব্যক্তি বা জাতি ধর্ম্ম ভুলিয়া, ঈশ্বরকে উপহাস করিয়া, কেবল মাত্র বাহুবল সম্বল পূর্ব্বক ঐশ্বর্য্য বা গৌরবের আশায় দুর্ব্বল প্রতিবেশীর সর্ব্বস্ব হরণে প্রবৃত্ত হইয়া নরশোণিতে বসুধা কলুষিত করে, সেই ব্যক্তি বা জাতির অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। এরূপ কার্য্যে বীরত্বের কিছুই নাই, কাপুরুষত্বই অধিক। অনেক সময় বিকারগ্রস্ত রোগীর হস্তপদাদির আক্ষেপে ও সঞ্চালনে অনৈসর্গিক বলের পরিচয় পাওয়া যায়। আবার দেখিতে না দেখিতে সে বল বিলীন হইয়া অবসন্নতায় পরিণত হয়।

তখন রোগীকে দেখিলে কাহার না দুঃখ হয়? যে ব্যক্তি বা জাতি পাপ-বিকারে আচ্ছন্ন হইয়া ধরণীতলে পাশব বলের উৎকর্ষ দেখায় সে কেবল বিকারের পরিচয় দেয় মাত্র, তাহাতে বীরত্ব কোথায়? যে মহাশক্তি এই জগৎব্রহ্মাণ্ডকে অনন্তকাল অনন্তবেগে ন্যায়-চক্রে চালাইতেছেন, যে শক্তির প্রভাবে পাপাচারী দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ কংস, জরাসন্ধ, দুর্য্যোধন, শিশুপাল অচিরে বিনষ্ট হইল, যে মহাশক্তির অক্ষয় তেজে আলেকজণ্ডার, সীজার, নেপোলিয়ান প্রভৃতি অমিতোদর অতৃপ্তকাম নৃপতিবৃন্দের পাপ-সাম্রাজ্য মুহূর্ত্তমধ্যে বিধ্বস্ত হইয়া গেল, সেই মহাশক্তির সম্মুখে অধর্ম্ম-মূলক কামান বন্দুক, ডাইনামাইট কিছুই টিকিবে না, নিমেষ মধ্যে ছারখার হইয়া যাইবে। তবে আত্মরক্ষাই যেখানে বল প্রয়োগের একমাত্র উদ্দেশ্য সে খানে অস্ত্র দুর্ব্বল হইলেও ভগবান স্বয়ং তাহাতে বল প্রয়োগ করেন। দিগম্বর মুন্সী এই টুক বুঝিতে পারেন নাই, তাই যদুনাথের ধর্ম্মনিষ্ঠায় বিরক্ত হইতেছিলেন।

দিগম্বর লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়া সেই রাত্রি মধ্যেই বামুণ-হাটী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নিশীথ সময়ে কোনব্যক্তির করুণ স্বরে কালী শিরোমণির নিদ্রাভঙ্গ হইল। শিরোমণি মহাদেবের মন্দিরে শয়ন করিয়াছিলেন। জাগ্রত হইয়া শুনিলেন মহাদেব সমক্ষে কে বলিতেছে :—

'দীনবন্ধু! আমায় রক্ষা কর। আমি শৈশবে পিতৃহীন,

নিঃসহায়, শত্রুজালে জড়িত। বাল্যাবধি তোমাকেই পিতা বলিয়া জানি। আজ বড় বিপদ। তুমি বিপদভঞ্জন, তুমি বই এ বিপদে আর কে রক্ষা করে? শাস্ত্রে বলে, দৈবে ও পুরুষকারে কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। আমাকে যতটুক বল দিয়াছ আমি প্রাণপণে সে বল প্রয়োগ করিব। কিন্তু কেবল মাত্র বাহুবলে বা পুরুষের চেষ্টায় এ জগতে কখনই কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে না। দৈববলের প্রয়োজন। একথা যে বুঝে না সে অন্ধ, মূঢ়, উন্মাদ। যদি পার্থিব সুখের আশায় পরপীড়নে উদ্যত হইয়া থাকি, তবে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে এই তরবারি আমার বক্ষে বিদ্ধ করিও। আমার অস্থি মাংস ও শোণিতে গৃধিণীর উদর পূর্ণ করিও। তুমি অন্তর্যামী, তোমাকে আর মনের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিব না।”

যতুনাথের করুণস্বরে বিচলিত হইয়া কালীশিরোমণি তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন, যতুনাথ বিনা বাক্যব্যয়ে সুসজ্জিত অশ্বে আরোহণ করিলেন। অশ্ব দ্রুতবেগে আশানপুর অভিমুখে ধাবিত হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

"কোতোয়াল, যেন কাল, খাঁড়া ঢাল ঝাকে।
ধরি বাণ, খরশান, হান হান হাঁকে॥
*　　*　　*　　*
জয় কালী, ভাল ভালি, যত ঢালী গাজে।
দেয় লম্ফ, ভূমিকম্প, জগঝম্প বাজে॥
ডাকে ঠাট, কাট কাট, মালসাট মারে।
কম্পমান, বর্দ্ধমান, বলবান ভারে॥"

ভারত চন্দ্র।

রাত্রি প্রভাত হইল। বামুণহাটীর কাছারীর দক্ষিণ পার্শ্বে বড় ময়দানে অনেক লোক জমিয়াছে। ময়দানের উত্তরাংশে কাছারীর অনুমান তিনশত হাত দক্ষিণে ছোট একটী খাল। জল অতি অল্প, স্থানে স্থানে একেবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। লোকে এই খালকে চুনিখালী বলিত। চুনিখালীর উত্তর পার্শ্বে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়াইয়াছে। দক্ষিণ পারে মাধব বাগছীর লাঠিয়ালেরা

কোমর বান্ধিয়া, বাব্‌রী চুল ফুলাইয়া, পাইতরা করিতেছে। কখন কখন হাঁকার দিতেছে। হিন্দুস্থানীরা কেহ কেহ মাথায় পাগড়ী বান্ধিয়া তলোয়ার ভাঁজিতেছে, কেহ বাম পার্শ্বে ঢাল বান্ধিতেছে, কেহবা ভ্রূকুটি ভঙ্গি করিয়া ধনুকে গুণ লাগাইতেছে। আবার কেহ কেহ উভয় হস্তে ধূলি লইয়া উভয় বাহু মর্দ্দন করিতেছে, কেহ বা 'জয়রাম' শব্দে ভূমিতে তাল ঠুকিতেছে।

চুনিখালীর উত্তর পারে যদুরায়ের লোক দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর পশ্চাতে ঠিক সমান্তরাল ভাবে দাঁড়াইয়াছে। সকলেরই এক বেশ। হিন্দু কি মুসলমান, বাঙ্গালী কি হিন্দুস্থানী, চিনিবার উপায় নাই। সকলেরই মল্লবেশ, খাপি থানে কোমর-বান্ধা, গলে তিন পেঁচ করিয়া রুদ্রাক্ষ মালা, সর্ব্বাঙ্গে ধূলি মাখা, শাদা উড়ানী প্রত্যেকের কর্ণ গণ্ড ও চিবুক ঢাকিয়া মস্তকে তির্য্যক্‌ ভাবে পাগড়ী হইয়াছে। প্রভেদ এই যে, প্রথম শ্রেণীর প্রত্যেক লোকের হাতে এক এক গাছি করিয়া বাঁশের লাঠি, লাঠির মাথায় চারি পাঁচটী করিয়া লৌহের ঝুনঝুনি। দ্বিতীয় শ্রেণীর অস্ত্র বড় বড় বর্শা, প্রত্যেকের পৃষ্ঠে ঢাল। ইহারা সকলেই নীরব, যেন কাহারও আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছে।

বামুনহাটীর বাজারের দোকানদারেরা ভোরের সময় দোকান বন্ধ করিয়া কাছারীর নায়েব নবীন পাঠকের নিকট

আসিয়া বাজার রক্ষার পরামর্শ করিতেছিল। নিকটস্থ পল্লীর অনেক লোক দাঙ্গা দেখিতে জুটিয়াছে। বৃদ্ধেরা দূরে থাকিয়া, পলায়নের পথ রাখিয়া, আপন আপন শরীরে মার্জ্জারদষ্ট স্থান ব্যাঘ্রদষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে। কোন বৃদ্ধ যৌবনকালে দৈবাধীনে এক ভাতে-মরা ন্যাঙ্গ্‌ড়া চোরকে বাহুবলে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন বলিয়া আপন বীরত্বের পূর্ব্ব ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছেন। ছেলেরা কেহ অতি দূরে ভগ্ন প্রাচীরে, কেহ চালের মটকায় উঠিয়া দুইদিকে পা ছড়াইয়া কল্পনা বলে অশ্বারোহণের সুখ অনুভব করিতেছে। কতকগুলি নিকারীর মেয়ে মাছের ঝুড়ি মাথায় করিয়া চুনিখালি পার হইতেছিল, লাঠিয়াল দেখিয়া দূরে গিয়া দাঁড়াইল। ইহাদের মধ্যে একজন উভয় হস্তের অঙ্গুলি পরস্পর ঘর্ষণ করিয়া বলিল "ল্যাগ্‌না, আটকুড়ীর বেটারা, একটু দেখে যাই, বেলা হল, মাছ বেচিব কখন ?"

নিকারী ঠাকুরুণ নিশ্চয়ই পূর্ব্ব জন্মে কোন নবাবের ঘরে শাহাজাদী ছিল। নবাবী জনম বয়ে গিয়াছে, সখ্‌টুক যায় নাই।

দেখিতে দেখিতে বেলা সাতটা বাজিয়া গেল। ময়দানের দক্ষিণ প্রান্তে একটা বড় হাতীর উপর তিন জন লোক দেখা গেল। কাল রঙের কোট পেনটুলন পরিয়া দুইজন লোক হাওদার উপর বসিয়াছিল। উভয়ের হাতে

তরবারি। তৃতীয় ব্যক্তি অঙ্কুশ হস্তে দ্রুতবেগে হস্তী চালাইয়া চুনিখালীর দক্ষিণ প্রান্তে উপস্থিত হইল। মাধব বাগছীর লোকেরা হাতীর উপর গোপাল ডাক্তার ও মাধব বাগছীকে দেখিয়া আনন্দে লম্ফ ঝম্প আরম্ভ করিল। রামসিংহ জমাদার এ পক্ষের সর্দ্দার। মাধবের নিকট রামসিংহ হুকুম চাহিল। মাধব চারিদিকে চাহিয়া উভয় পক্ষের লোকবল পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন আপন পক্ষে প্রায় ছয়শত লোক জুটিয়াছে, বিপক্ষে দুইশত লোকের অধিক হইবে না। মাধব উচ্চৈঃস্বরে রামসিংহকে বলিলেন "আগে কাছারী চড়াও কর, পাঠক বেটাকে বন্দী কর, কাছারী লুটপাট্ করিয়া টাকাকড়ি যাহা পাও তোমরা লইবে, কাগজ পত্র আমার নিকট দাখিল করিবে। যদু-রায়কে জীবন্ত অবস্থায় আমার নিকট হাজির করা চাই।

"বহুৎখুব্" বলিয়া রামসিংহ প্রস্থান করিল। গোপাল ডাক্তার মাধবের কাণে কাণে বলিল "শত্রুর শেষ রাখিতে নাই, যদুনাথকে জীবন্ত রাখা মূর্খতা, এক চোপে ও-কর্ম্ম করাই ভাল, তাই রামসিংকে এই বেলা বলে দেও।"

"উদ্ধত গর্ব্বিত যদুরায়কে গোলাম ভাবে আমার চরণ তলে অবনত দেখিলে অধিক সুখী হইব" বলিয়া মাধব আপন লাঠিয়ালদিগকে অগ্রসর হইতে হুকুম দিলেন।

রাম সিংহ লাঠিয়াল সঙ্গে করিয়া চুনিখালী পার হইতে উপক্রম করিয়াছে এমন সময় এক বিকট গম্ভীর নাদে সকলে

চমকিত হইল। হস্তী শুণ্ড উত্তোলন করিয়া সভয়ে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। নিকটস্থ বিটপী হইতে পক্ষী শাবকেরা ভয়ে চীৎকার করিয়া কুলায় ছাড়িয়া পলাইল। মাধবের লাঠিয়ালেরা চমকিত হইয়া দেখিল এক ভীষণদর্শন কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘাকার পুরুষ যদুরায়ের লোকদিগের পশ্চাৎ হইতে বাহির হইয়া ডাক ছাড়িয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। পরে এক বৃহৎ বর্শার ঠিক্ মধ্যস্থান দক্ষিণ হস্তে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ভূমিতে জানু পাতিয়া শূন্যমার্গে কি চাহিয়া দেখিল। পরক্ষণেই হস্তস্থিত বর্শা ভূতলে রাখিয়া বামকর্ণ বর্শায় সংলগ্ন করিয়া পুনরায় "জয় মা কালী" বলিয়া ভীষণ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে যদুরায়ের অন্যান্য লাঠিয়ালেরা "জয় মা কালী" বলিয়া হুঁকার দিয়া উঠিল। রামসিংহ এই কৃষ্ণকায় দীর্ঘায়তন পুরুষকে পূর্ব্বে এই বামুনহাটীতেই দেখিয়াছিলেন। এবার দেখিয়াই চিনিলেন—গুলজার খাঁ। *

সম্ভ্রান্ত মোগলের বেশে এক স্থূলকায় পুরুষ বৃহৎ শুভ্র অশ্বে আরোহণ করিয়া গুলজার খাঁর দক্ষিণ পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ইঁহার দক্ষিণ হস্তে তরবারি, বামহস্তে একটা পায়রা। অশ্বের বল্গা অশ্বারোহীর কটিসংলগ্ন

---

* অনেক দিন হইল মিরগঞ্জ নীল কুঠীর বিখ্যাত কোদ্রতুল্লা সর্দ্দারকে একদিন দেখিয়াছিলাম। কোদ্রতুল্লার সহিত গুলজার খাঁর অনেকটা সাদৃশ্য আছে। মুসলমান হইলেও "জয় মা কালী" বলিয়া হাঁকার দিত।

সূক্ষ্ম লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। পায়রা টা পলাইবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। কখন চঞ্চু কখন পক্ষদ্বারা অশ্বারোহীর বামহস্তে আঘাত করিতেছে। অশ্বারোহী স্থির-ভাবে চারি দিকে চাহিয়া গুলজার খাঁকে বলিলেন "এই ভেঁড়ীর পাল অনেক জুঠিয়াছে, অনেকদূর এগিয়েছে, খাল পার হইতে দেওয়া হ'বে না, এই ধর নেও।" গুলজার খাঁ হাত বাড়াইয়া অশ্বারোহীর বামহস্ত হইতে পায়রা লইয়া উভয় হস্তে পায়রার মস্তক ছিন্ন করিল। পরে ঊর্দ্ধে মুখব্যাদান করিয়া সমুদায় রক্ত পান করিয়া পায়রাটা দূরে নিক্ষেপ করিল। গুলজারের উভয়গণ্ড বাহিয়া রক্তধারা পড়িল *। তাহার ভয়ঙ্করমূর্ত্তি দর্শনে বিপক্ষদলের অনেকেই স্তম্ভিত হইল। হস্তী পৃষ্ঠে ছয়শত লোকে পরিবেষ্টিত থাকিয়াও গোপাল ডাক্তার ভীত হইল ক্ষণকালের জন্য গোপাল চক্ষু মুদিত করিল। মাধব ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন "গুলজার খাঁর পাশে অশ্বারোহী পুরুষ কে?" গোপাল ডাক্তার মুদিত চক্ষে বলিল "দিগম্বর মুন্সী।"

এই সময়ে রামসিংহ জমাদার প্রায় একশত লাঠিয়াল সঙ্গে লইয়া চুনিখালী পার হইতেছিল। দিগম্বর মুন্সীর ইঙ্গিতে প্রথম শ্রেণীর লাঠিয়ালেরা মার্ মার্ শব্দে ইহা-

---

* আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ ৺ স্বর্গীয় দুর্গানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় যশোহর জেলার অন্তর্গত জোমরার জমীদারী কাছারীতে এইরূপ একটী ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

দিগকে আক্রমণ করিল। কিছুকাল কেবল লাঠির ঠন্‌ঠনি বই আর কিছুই শুনিতে পাওয়া গেল না। লাঠিয়াল-দিগের পদোৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশি ময়দান আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে চুনিখালীর জল নরশোণিতে লাল হইয়া গেল। রামসিংহ তরবারি হস্তে খাল পার হইয়া হস্তী চালককে অগ্রসর হইতে বলিল। মাধব দুইশত শড়কীওয়ালা সঙ্গে লইয়া হস্তীপৃষ্ঠে থাকিয়া চুনিখালী পার হইতে উদ্যত হইলেন। দিগম্বর মুন্‌সী অঙ্গুলীনির্দ্দেশে মাধবের হস্তী দর্শাইয়া যুগপৎ আক্রমণ জন্য আপন পক্ষের সমুদায় লাঠিয়ালকে আদেশ করিলেন। তালে তালে, লাফে লাফে, ঝাপে ঝাপে উভয় পক্ষের লাঠিয়ালেরা পরস্পর সম্মুখীন হইতে লাগিল। বেলা এগারটার সময় মাধবের হস্তী শুণ্ড উত্তোলন করিয়া চুনিখালীর উত্তরপাড়ে সম্মুখের দুই পা কুঞ্চিত করিয়া উঠিতে চেষ্টা করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে গুলজার খাঁর হস্তস্থিত তীক্ষ্ণ বর্শা ফলক হস্তী-শুণ্ডে বিদ্ধ হইল। বিকট নাদে গুলজার খাঁ হাঁকার ছাড়িল, হাতী ভীমনাদে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। এই সময় মাধব এক লম্ফে ভূমিতে অবরোহণ করিয়া গুলজারের শির লক্ষ্য করিয়া তরবারি উঠাইলেন। ঠিক এই সময়ে রামসিংহ গুলজারের গ্রীবা লক্ষ্য করিয়া তরবারি উত্তোলন করিল। গুলজার খাঁ দক্ষিণ হস্তে আপন বর্শা টানিতেছিল। কুণ্ডলী-কৃত হস্তী শুণ্ড হইতে বর্শা বাহির হইল না। গুলজার খাঁ

বামহস্তে মাধবের উদ্ধৃত অসি ধারণ করিল। অসি মাধবের হস্তচ্যুত হইলেও গুলজার খাঁর বামহস্তে দারুণ আঘাত লাগিল, বৃদ্ধাঙ্গুলী ছিন্ন হইয়া গেল। রামসিংহের তরবারি গুলজারের গ্রীবায় পতিত হইবার পূর্ব্বেই যতুনাথের অসির আঘাতে রামসিংহের দক্ষিণ বাহু দেহচ্যুত হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইল। রামসিংহ আহত মাতঙ্গের পদতলে পড়িয়া প্রাণ হারাইল।

যতুনাথ আশানপুর হইতে রক্তাক্ত কলেবরে বেলা নয়-টার সময় অশ্বারোহণে বামুণহাটীতে আসিয়াছিলেন। রামসিংহ ভূতলশায়ী হইবা মাত্র যতুনাথ একলম্ফে মাধবের সম্মুখে পড়িয়া বামবাহু দ্বারা মাধবের কোটি সাপটিয়া ধরিলেন। অশ্ব গ্রীবা ভঙ্গি করিয়া যতুনাথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সগর্ব্বে দক্ষিণ পদে মাটি খুঁড়িতে লাগিল। মাধব যতুনাথের বাহু হইতে আপন কটি অপসারণার্থ যথাসাধ্য বল প্রয়োগ করিলেন। চেষ্টা বিফল হইল। শার্দ্দূলাক্রান্ত কুরঙ্গের ন্যায় মাধব হীনবল হইয়া পড়িলেন। সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল যতুনাথ অসাধারণ কৌশলে মাধবের দেহ বামকক্ষে রাখিয়া নিমিষ মধ্যে একলম্ফে অশ্বারোহণ করিলেন। মাধবের লাঠিয়ালেরা শড়কী ফেলিয়া মারিল। মাধব যতুনাথ অশ্ব আহত হইয়া রক্তের ধারা বহিল। অশ্ব উভয়কে পৃষ্ঠে রাখিয়া নক্ষত্র বেগে ছুটিল, দেখিতে না দেখিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।
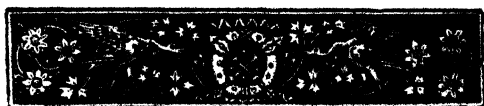
চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

"ন জাতু কামঃ কামনামুপ ভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভুয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

মহাভারত।

রামসিংহের মৃত্যু এবং মাধবের শোচনীয় অবস্থা দর্শনে তাহার পক্ষের লাঠিয়ালেরা ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল। অনেকে পলায়ন করিল। গোপাল ডাক্তার পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছিল। দিগম্বর মুন্সী অসি নিষ্কোষিত করিয়া কয়েক জন বর্শাধারীর সাহায্যে মাধবের অবশিষ্ট লাঠিয়ালদিগকে দূরীকৃত করিলেন।

যদুনাথের অশ্ব বামুণহাটীর কাছারিতে গিয়া দাঁড়াইল। নবীন পাঠক অগ্রসর হইয়া অশ্বের বল্‌গা ধরিল। যদুনাথের ঘন ঘন শ্বাস বহিতেছে, মাধব অচৈতন্য। যদুনাথ অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া মাধবকে উত্তম শয্যায় শয়ান করাইয়া স্বহস্তে ব্যজন ও জলসিঞ্চন দ্বারা মাধবের শুশ্রূষা করিলেন। অনেকক্ষণ পরে মাধবের চৈতন্য হইল। মাধব শয্যাপার্শ্বে যদুনাথকে দেখিতে পাইলেন। যদুনাথের গ্রীবা বাহু বক্ষ ও উরুদেশ হইতে তখনও রক্তের ধারা বহিতেছিল।

চাঁদু খানসামা ক্ষত স্থানে প্রলেপ দিতেছিল। নবীন পাঠক ও দিগম্বর মুন্সী নিঃশব্দে যদুনাথের পার্শ্বে দণ্ডায়মান। মাধব যদুনাথকে জিজ্ঞাসিলেন "তোমার এ দশা করিল কে? দাঙ্গায় তুমি শেষকালে যোগ দিয়াছিলে বটে, তখন ত অতি সামান্য আঘাত পাইয়াই পলাইয়াছিলে।"

যদুনাথ অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত মাধবের মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। কি ভাবিতেছিলেন বলিতে পারি না। কিন্তু মাধবের প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। মাধব পুনরায় বলিলেন "বন্দীর কথায় উত্তর দিতে কি অপমান বোধ হয়?"

যদুনাথ বলিলেন "কৃষ্ণচূড়ামণির পুত্রবধূ মুরলাকে অনুসন্ধান করিতে পঁচিশ জন লাঠিয়াল লইয়া তোমার বাটিতে আজ প্রাতঃকালে প্রবেশ করিয়াছিলাম। মাধব-মন্দিরের দ্বারভগ্ন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলাম, মুরলাকে পাইলাম না। তবে অনেক বন্দিনী যুবতী আমার সাহায্যে মন্দির হইতে পলায়ন করিয়াছে। তোমার গুপ্ত কারাগার ভগ্ন করিয়াছি, শতাধিক বন্দী প্রজা পলায়ন করিয়াছে। মুরলাকে পাইলাম না। আমার পঁচিশ জন লোকের মধ্যে তিনজন মাত্র জীবিত আছে। তোমার দ্বারবানেরা আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, চিন্তামণি তাহাদের সেনাপতি ছিল। সেই নরাধম, সেই বিশ্বাসঘাতক আমার বক্ষে বর্শার আঘাত করিল——।"

যদুনাথ আর বলিতে পারিলেন না, অধর দংশন করিয়া

চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন : অজ্ঞাতসারে যদুনাথের দক্ষিণ হস্ত মুষ্টি বদ্ধ হইল, ক্ষত স্থান হইতে প্রলেপ বিগলিত হইয়া পড়িল, আবার রক্তের ধারা প্রবাহিত হইল। অনুচরবর্গ সভয়ে পুনরায় শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল।

মাধব দাঁড়াইতে চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না। মনে মনে বলিলেন "যে মাধব-মঞ্জিলের দ্বার ভগ্ন করে সে আমার বধ্য। যদি এ যাত্রায় পরিত্রাণ পাই তবে তোমার অস্থি দ্বারা মঞ্জিলের ভগ্নদ্বার পুনঃ সংস্কার করিব, চিন্তামণিকে তোমার জমীদারি দান করিয়া পুরস্কৃত করিব।" প্রকাশ্যে বলিলেন "যদি আমাকে বধ করা তোমার উদ্দেশ্য হয় তবে বিলম্ব করিও না। আর যদি অর্থলাভের ইচ্ছায় আমাকে বন্দী করিয়া থাক তবে বল কতটাকায় আমার মুক্তিলাভ হইতে পারে।"

যদুনাথ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "এই দুইয়ের কিছুই আমার উদ্দেশ্য নহে। ইচ্ছা থাকিলে চুনিখালীর পারে তোমাকে বধ করিতে পারিতাম। প্রাতে মাধব-মঞ্জিলে প্রবেশ না করিয়া তোমার ধনাগারে প্রবেশ করিলে প্রচুর অর্থলাভ হইত। **পরদার গমনে, পরস্বহরণে, পর পীড়নে** তোমার যত আহ্লাদ, যত উৎসাহ, আমার তত নহে। কেবল মুরলাকে উদ্ধার করাই আমার উদ্দেশ্য। যতদিন মুরলা তোমার নিকট বন্দিনী থাকিবে, তত দিন তুমি আমার বন্দী।"

মাধব যখন দেখিলেন তাঁহার জীবনের প্রতি বা ধনে যদুনাথ হস্তক্ষেপ করিবেন না, কেবল মুরলাকে উদ্ধার করিতেই যদুনাথ কৃতসঙ্কল্প, তখন মাধবের বন্দীসুলভ ভয় দূরীভূত হইল। মুরলার অনুপম রূপরাশি মনে পড়িল। ইন্দ্রিয় লালসার রুদ্ধ প্রবাহ পুনরায় ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল। যে মানব ইন্দ্রিয় সংযমে কখন চেষ্টা করে নাই, স্বেচ্ছাচারীতাই যাহার সুখের নিদান, তাহার আত্মা সত্বরই ব্যাধিদুষ্ট হইয়া পড়ে। মজ্জাগত জ্বরের ন্যায় এ ব্যাধি দুরারোগ্য। যৌবনে ইহার সৃষ্টি, ঐশ্বর্য্য অবকাশ অশিক্ষা এরোগে ভয়ঙ্কর কুপথ্য। অবস্থা পরিবর্ত্তনে এ রোগ ক্ষণকাল প্রচ্ছন্ন থাকে মাত্র, বিশেষ চেষ্টা ভিন্ন প্রায়ই সমূলে বিনষ্ট হয় না। উদ্দীপক কারণ উপস্থিত হইবামাত্র পুনরায় প্রবল বেগে দুর্ব্বল মানবকে আক্রমণ করে। মাধব ঠিক এই অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। মুরলাকে ছাড়িতে ইচ্ছা হইল না, অথচ যদুনাথ মুরলার উদ্ধারে কৃত সঙ্কল্প। মাধব তখন কপট দুঃখ প্রকাশ করিয়া যদুনাথকে ছলনা করিতে চেষ্টা করিলেন। মুখে বলিলেন "মুরলার কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? গত রাত্রিতে চিন্তামণি আমার নিষেধ সত্ত্বেও মুরলাকে অত্যন্ত সুরাপান করাইয়াছিল, তাই মুরলা আমার মঞ্জিল হইতে পড়িয়া মরিয়াছে।"

সহসা যদুনাথের দক্ষিণ পদ মাধবের বক্ষে নিহিত হইল। নিষ্কোষিত অসি যদুনাথের দক্ষিণ হস্তে উত্তোলিত হইয়া

প্রকম্পিত অবস্থায় ঝল্ মল্ করিতে লাগিল। বজ্রনাদে যদুনাথ বলিলেন "তোমার ন্যায় মূর্ত্তিমান পাপে বসুধা ভারি হইতেছে। যদি ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু মনুষ্যের বধ্য হয় তবে তুমি তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণে বধ্য! তোমার নিধনই পৃথিবীর মঙ্গল, তোমাকে জীবিত রাখা মহাপাপ।"

বলিতে বলিতে যদুনাথ মাধবের শির লক্ষ্য করিয়া তরবারি উঠাইলেন। মাধবের চক্ষু নিমীলিত হইল। তাহার শিরে তরবারি পতিত হইবার পূর্ব্বে যদুনাথের দক্ষিণ বাহু নিশ্চল হইল। যদুনাথ দেখিলেন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উভয় হস্তে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছে "ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ! অবধ্য! অবধ্য!" যদুনাথ দক্ষিণ পার্শ্বে চাহিয়া দেখিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে চিনিলেন ——কৃষ্ণচূড়ামণি!

যদুনাথ তরবারি দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "আমি ব্রাহ্মণ হত্যা করি নাই, মানবাকার একটা কালসাপ মারিতেছিলাম। আপনার পুত্রবধূর কি কোন সন্ধান পাইয়াছেন?"

যদুনাথ তখন কৃষ্ণচূড়ামণির নিকট শুনিলেন প্রাতে মাধব-মঞ্জিলের দ্বার ভগ্ন করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ কালে যদুনাথের বিক্রমে ভীত হইয়া হরমণি মুরলাকে স্থানান্তরিত করিতে চেষ্টা করিতেছিল। সুযোগ বুঝিয়া মুরলা বড় বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়া কিছুকাল লুক্কায়িত ছিল,

পরে শ্বশুরালয়ে গমন করিয়াছিল। যদুনাথ তখন মাধবকে বলিলেন, "মুরলা আর বন্দিনী নহে, সুতরাং তুমিও আর বন্দী নও, যেখানে ইচ্ছা চলে যাও, আমার সম্মুখে আর থাকিও না।"

মাধব দ্রুতপদে বামুণহাটীর কাছারী হইতে বাহির হইয়া আশানপুরের দিকে ছুটিলেন। দিগম্বর গোঁপ ফুলাইয়া নবীন পাঠকের কাণে কাণে বলিলেন "লাঠিয়ালদিগকে বক্সিস্ দেওয়ার জন্য নিদান পক্ষে দুই হাজার টাকা মাধবের নিকট হইতে আদায় করিয়া নেওয়া উচিত ছিল। ছোকরা জমীদারের চাকরী স্বীকার করিয়া ঝাক্মারী করিয়াছি।"
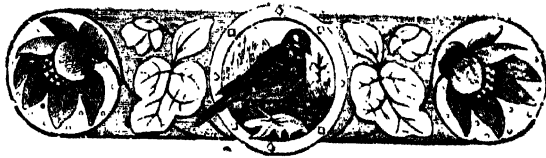
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

"পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে।"

মেঘনাদবধ।

বামুণহাটীর দাঙ্গার পরে একমাস গত হইয়া গেল। পুলিস আসিল, অনেক নিরীহ দোকানদার আসামী শ্রেণীতে চালান হইল, মোকদ্দমা যথা সময়ে সেশনে সোপরদ্দ হইল. আসামী সম্বন্ধে ভালরূপ সেনাক্ত হইল না। সচরাচর দাঙ্গার মোকদ্দমায় যেরূপ হইয়া থাকে এখানেও তাহাই হইল। আসামী সব খালাস। অনেক বারিষ্টার, উকীল, মোক্তার, কনেষ্টবল, চৌকীদার বড় মানুষ হইল। উভয় পক্ষের টাকার শ্রাদ্ধ, হাকিমের হাত ব্যথা হইল, কান ঝালাপালা হইল, উকীলের জিহ্বা ফুলিয়া উঠিল, শেষকালে সব ফুস্। যদি কোন পাঠক মনে করেন যে এতবড় দাঙ্গার মোকদ্দমা একেবারে উড়িয়া যাওয়াটা সম্ভব বোধ হয় না, তবে তিনি আমাদের অনুরোধে ১৮৯১ সালের শ্যাম বাজারের দাঙ্গার কথা মনে করুন, বিচার ফল স্মরণ করুন।

রামলোচন কবিরাজের চিকিৎসায় নিরুপমা আরোগ্য লাভ করিলেন। মাধব বাগছী রামলোচনকে ডাকাইয়া একশত সুবর্ণ মুদ্রা পারিতোষিক দিলেন। রামলোচন কখন সান্যাল বাটীতে চিকিৎসা করিয়া এক পয়সাও গ্রহণ করেন নাই। সান্যালদিগের প্রতি মাধবের এত অনুগ্রহ দেখিয়া রামলোচনের বড় সন্দেহ হইল। রামলোচন বুঝিলেন মাধব কি একটা ফাঁদ পাতিতেছে। সুতরাং এক পয়সাও গ্রহণ করিলেন না।

এদিকে হিরণ্ময়ীকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় যাওয়ার জন্য তারক আজ কয়েকদিন বড় ছুটাছুটী করিতেছেন। রেলওয়ে অনেক দূর। পাল্‌কীতে বেশি পয়সার প্রয়োজন ভাল নৌকাই বা কোথায়? এদিকে হিরণ্ময়ীর শিক্ষার সময় বয়ে যায়। তারক অস্থির হইয়া পড়িলেন।

একদিন সকালে তারক সোমেশ্বরী তীরে ভ্রমণ করিতেছেন এমন সময় একখানি সুসজ্জিত পান্‌সী তারকের অনতিদূরে গোপীনাথপুরের বান্ধাঘাটে আসিয়া লাগিল। দ্বারবানের বেশে একজন হিন্দুস্থানী পান্‌সী হইতে বাহির হইল। সম্মুখে একটী রাখালকে দেখিয়া বলিল "ওরে ছেলিয়া! তারক চেন্দালূকা ঘর কাঁহা রে?"

ছেলেটা হাঁ করিয়া দ্বারবান সাহেবের ফুলকাটা মেরজাই, ফুরফুরে তাজ, কোমরের গোট, তৈলাক্ত বাঁশের লাঠি দেখিতেছিল; কোন উত্তর করিল না। দ্বারবান

পুনরায় বলিল "রামনাথ চেন্দালকা ঘর জানিচ্?" রাখাল দম ছাড়িয়া বলিল "চাঁড়াল মাড়াল আমাদের পাড়ায় নাই।" বলিতে বলিতে তারক অগ্রসর হইয়া আপন পরিচয় দিলেন। দ্বারবানের নিকট তারক জানিলেন বড়-বাড়ী হইতে কোন ভদ্র মহিলা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

তারক পানসীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন একখানি ছোট টেবিলের উপর কতকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক, চারিপাশে কয়েকখানি চেয়ার। একটী প্রাচীনা রমণী একখানি চেয়ারে উপবিষ্টা, সোমপ্রকাশ সংবাদ পত্র পড়িতেছিলেন। রমণী সময়ে সুন্দরী ছিলেন বলিয়া বোধ হয়, এখন সৌন্দর্য্যের কিছুই নাই। কোন শরীরবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত দেখিলে বলিতেন এ রমণীর মুখমণ্ডলে চাতুর্য্য, চাপল্য, বিলাস, বিদ্বেষাগ্নি একাধারে বিরাজ করিতেছে। রমণীর পরিধান পরিস্কার থানের ধুতি, গাত্রে শাদা জামা, তদুপরি জামদানি চাদর, চাদরের একপ্রান্ত মস্তকোপরি ফর্ ফর্ করিতেছে। তারকের করমর্দ্দন জন্য রমণী আপন কর প্রসারণকরিলেন। তারক সামাজিক হাসি হাসিয়া, দক্ষিণ অঙ্গ হেলাইয়া, রমণীর করমর্দ্দন করিলেন।

তারক এ রমণীকে পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই, নাম শুনেন নাই, কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন তাহাও জানেন না, অথচ পরিচয় জিজ্ঞাসা রীতিবিরুদ্ধ। তারক একটু গোলে

পড়িলেন, কি বলিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। একটু আপ্যায়িত করিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন "আমি অতি অকি—অকিঞ্চন, আপনি কি—"

তারকের কথা শেষ হইতে না হইতে প্রাচীনা বলিলেন, "আমি সত্যপ্রিয়া দেবী, মাধব বাবুর বাটীতে ৩০৲ টাকা বেতনে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত আছি। রাত্রিতে যুবতী ও মধ্য বয়স্কাদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকি, দিবামানে বালিকাদিগকে পড়াইতে হয়। আপনি বোধ হয় জানেন মাধব বাবু অনেক দিন হইতে সাকারোপাসনার বিরোধী, সমাজ সংস্কারকের প্রতি সদয়, দানে মুক্ত হস্ত। যে দিন তিনি শুনিলেন আপনি পুরাণ পাঠের সভা ভাঙ্গিয়া কু-প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন সেই দিন হইতে মাধব বাবু আপনাকে সহস্রবার ধন্যবাদ দিতেছেন। সমাজ সংস্কারে কার্য্যক্ষেত্রে তিনি আপনাকে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত বলিয়া মনে করেন। আপনি কলিকাতায় যাইবেন শুনিয়া মাধব বাবু আপনার সুবিধার জন্য এই পান্‌সী প্রেরণ করিয়াছেন। গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করুন্।"

সত্যপ্রিয়া ভাবে বিভোর হইয়া তারকের দাড়ি ধরিয়া আদর করিলেন, ঠোট বাকাইয়া একটু হাসিলেন, হাসি ভালরূপ ফুটিল না। তারক নীরবে সকল শুনিতেছিলেন। কবিরাজের পুরস্কার জন্য অর্থ প্রদান, এখন আবার পান্‌সী প্রেরণ, এসকলই মাধবের অসাধারণ উদারতার পরিচয়

বলিয়া তারকের দৃঢ় বিশ্বাস হইল। তারক সঙ্ক্ষেপে বুঝি-লেন মাধব বাগছী একটা মানুষের মত মানুষ, সুসভ্য, সুশি-ক্ষিত, পরোপকারী, দাতা, সমাজ-সংস্কারক। কলিকাতা হইতে বাটী আসিয়া এরূপ মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ না করায় তারক আপনাকে শতবার ধিক্কার দিলেন। তারক সত্য-প্রিয়ার নিকট মাধবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। সত্যপ্রিয়াকে ঈশ্বর-প্রেরিতা দেবী বলিয়া স্থির করিলেন। সত্যপ্রিয়ার মুখে জয়োল্লাসের চিহ্ন লক্ষিত হইল। আবার মুহূর্ত্তমধ্যে এ ভাবের পরিবর্ত্তন হইল, তারকের প্রশ্ন মুহূর্ত্তের জন্য সত্যপ্রিয়ার মুখ গম্ভীর করিল। তারক জিজ্ঞাসা করি-লেন "মাধব বাবু নাকি—জনরবে শুনিতে পাই—আমার বিশ্বাস হয় না, মহাপুরুষের দ্বারা এরূপ জঘন্য কার্য্য হইতে পারে না,—মাধব বাবু নাকি কৃষ্ণচূড়ামণির পুত্রবধূ মুরলাকে—"

"উদ্ধার করিয়াছেন" বলিয়া সত্যপ্রিয়া তারকের অর্দ্ধ প্রকাশিত প্রশ্নের উত্তর দিলেন। পরে তারকের কাণে কাণে কি বলিতে লাগিলেন। তারক সবিস্ময়ে কর্ণপাত করিয়া রহিলেন, চক্ষু বিস্ফারিত হইল, মুখব্যাদান হইল, তারকের পঞ্চেন্দ্রিয় সত্যপ্রিয়ার বাক্য-স্রোতে ডুবিয়া গেল।

তারক অনেক সময় কলিকাতায় অবস্থিতি হেতু নিজ গ্রামের বা নিকটস্থ পল্লীর সবিশেষ অবস্থা জানিতেন না। মুরলা সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা বিশ্বাস করিয়া-

ছিলেন। এখন সত্যপ্রিয়া দেবীর নিকট যাহা শুনিলেন তাহাতে মাধবকে নিষ্কলঙ্ক জমীদারভূষণ বলিয়া বিশ্বাস হইল। তারকের মাতুল মদন রায় ইতিপূর্ব্বে মাধবের অত্যাচার এবং মুরলার লাঞ্ছনা সম্বন্ধে তারককে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন সে সমুদায়ই তারকের নিকট মিথ্যা বলিয়া বোধ হইল। তারকের বিশ্বাস ছিল যাহারা ইংরাজী ভাষা জানে না তাহারা নিরেট মূর্খ, আহাম্মক, পৌত্তলিক, মিথ্যা-বাদী। তারক মনে মনে বলিলেন "মামা একটী খাঁটী ষাঁড়, কাকা আমার ন্যাজে-গোবরে শিংভাঙ্গা বলদ, ইহাদের পরামর্শে মা যে অধঃপাতে যাইবেন তাহা আর বিচিত্র কি?"

সত্যপ্রিয়া তারকের বাটীতে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তারক চরিতার্থ হইলেন, পাল্‌কী আনিতে ছুটিলেন। সত্যপ্রিয়া তারককে বাধা দিয়া বলিলেন "মানুষের ঘাড়ে মানুষ চড়ে!! সর্ব্বনাশ! আমা দ্বারা তাহা কখনই হ'বে না, সাম্য রক্ষা করা চাই। আমি পদব্রজে যাইব।" তারক সত্যপ্রিয়ার সঙ্গে আপন বাটীতে পৌঁছিলেন।

সত্যপ্রিয়াকে কেহ চিনিত না। তারক অন্দর মহলে গিয়া সত্যপ্রিয়ার পরিচয় দিলেন। নিরুপমা হিরণ্ময়ীকে ডাকিয়া বাঙ্গালা ঘরের বারেন্দায় তাড়াতাড়ী এক পাটি পাতিল। তারক বাহির বাটীতে গিয়া বসিলেন। সত্য-প্রিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিরুপমার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ

করিল। পরে দুই তিন বার আঙ্গুল ধরিয়া কি গণনা করিয়া বলিল "তোমার বয়স না এই চৌদ্দ বছর?" নিরুপমা কোন উত্তর দিল না। জানি না কেন সত্যপ্রিয়াকে দেখিয়া নিরুপমার অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হইল। সত্যপ্রিয়া চারি-দিকে চাহিয়া দেখিল তারক বাটির বাহিরে গিয়াছেন। গৃহমধ্যে ব্রহ্মময়ী শিবপূজা করিতেছিলেন, সত্যপ্রিয়া গলবস্ত্র হইয়া ব্রহ্মময়ীকে প্রণাম করিল। ব্রহ্মময়ীর সঙ্গে বিরলে অনেক কথা হইল। সত্যপ্রিয়া নিরুপমার সঙ্গে মাধবের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে আসিয়াছে।

পাঠক মহাশয়! একবার বাহিরে চলুন, বাটীর মধ্যে অন্দর মহলে অধিক্ষণ থাকিতে নাই। বাহির বাটীতে তারকের সঙ্গে যদুনাথের বড় বাক্‌বিতণ্ডা চলিতেছে, চলুন একবার শুনিয়া আসি। পাঠিকা ঠাকুরুণ অন্দরে থাকুন, সে হট্টগোল শুনিয়া আপনি সুখী হইবেন না।
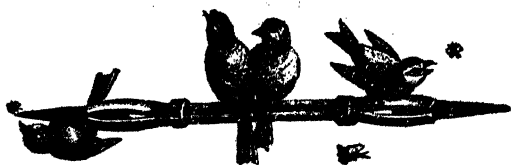
ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

INDIA! "*With all thy faults I love thee still.*"

তারক। তাহাতে দোষ কি?

যদুনাথ। দোষ এই যে সীমা অতিক্রম করা হইল। স্বাধীনতার সীমা আছে।

তারক। সীমাবদ্ধ স্বাধীনতাকে আমি অধীনতা বলি। মানব মাত্রেই স্বাধীন।

যদু। সীমা অতিক্রম করিলে স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হয়। স্বাধীনতা এবং স্বেচ্ছাচারিতা এক জিনিষ নহে।

তারক। আচ্ছা, না হয় তর্ক স্থলে স্বীকার করিলাম স্বাধীনতার সীমা আছে। কিন্তু সে সীমা কি? সে সীমার রেখা কে নির্দ্দিষ্ট করিবে?

যদু। শাস্ত্র বাক্য এবং গুরুর উপদেশ ঐ সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। দেশ, কাল, পাত্র বা অধিকারী বিবেচনায় ঐ সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

তারক। তোমার শাস্ত্র বাক্য আমি মানিব না। যে শাস্ত্র বা গুরু তোমাকে আমাকে স্বাধীনতা দিতে মুক্তহস্ত,

অথচ স্ত্রী জাতিকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে বলিয়াছেন, সে শাস্ত্র বা গুরুর প্রতি কি ভক্তি হয়, না ঘৃণা জন্মে? এরূপ এক-দেশ-দর্শী, এরূপ স্বার্থপর, এরূপ হৃদয় বিহীন শাস্ত্র বা গুরুর উপদেশ কখনই বিজ্ঞজনের অনুমোদিত হইতে পারে না! দেশ, কাল, পাত্র, এই তিনটা কথা অনেক নিরেট মূর্খ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মুখে শুনিতে পাই। ইহার যে বিশেষ কোন অর্থ আছে এমত বোধ হয় না।

যদু। দেশ, কাল, পাত্র এই তিনটা কথার অর্থ বুঝিতে পার নাই বলিয়াই এত গোলে পড়িয়াছ। অবকাশ পাইলে সে কথার তাৎপর্য্য পরে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। তুমি প্রথমেই বলিয়াছ যে শাস্ত্র মান না। ভাল, শাস্ত্র টা কি? শাস্ত্র কেবল শাসন বাক্য, ঋষি প্রণীত নিয়মাবলী, দেশ ভেদে আইন বলিলেও হয়। এ দিকে দেখিতে পাই তুমি আইন মানিতেছ, আইন অমান্য করিলে সংসার ছারখার হইয়া যায়, এক দিনের জন্যও সমাজ চলিতে পারে না। নরক-ভয়ে না হইলেও অন্ততঃ জেলখানার ভয়ে আইন মানিতেছ। সুতরাং আইনের দ্বারা তোমার স্বাধীনতা এখানে সীমাবদ্ধ হইয়াছে। তুমি যে বলিয়াছ "তর্কস্থলে স্বীকার করিলাম" তাহা ভুল। মনুষ্যসমাজের হিতের জন্য তুমি এ কথা স্বীকার করিতে বাধ্য যে স্বাধীনতার সীমা

আছে, এবং রাজা বা রাজকর্ম্মচারীরা সেই সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। অতএব স্থির হইল যে (১) স্বাধীনতার সীমা আছে, (২) মানুষ সেই সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে, (৩) মনুষ্যসমাজের হিতের জন্য তুমি সেই সীমা মধ্যে থাকিতে বাধ্য তবে শাস্ত্র মানিবে না কেন?

তারক। আইনের কথা ছাড়িয়া দেও। আমি আইনের কথা বলি নাই। আমি বলিতেছি যে তোমার হিন্দুশাস্ত্র আমি কখনই মান্য করিতে পারি না। কারণগুলি পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

যত্ন। তবে তুমি কতকগুলি বিধি বা আইন মানিয়া থাক, কেবল হিন্দুর শাস্ত্র বা আইন মান না। কারণ তোমার মতে হিন্দুশাস্ত্র অতি একদেশদর্শী, স্বার্থপর এবং হৃদয়বিহীন। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব। তুমি কি হিন্দুশাস্ত্র পড়িয়াছ?

তারক। পড়ি নাই, পড়িবার প্রয়োজনও নাই। জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষের রীতিনীতি এবং কার্য্যকলাপ দেখিলেই বলিতে পারা যায় তাহার শাস্ত্র টা কি। হিন্দুদিগের কার্য্যকলাপ রীতিনীতি যতদূর দেখিয়াছি, ফলাফল যতদূর জানিয়াছি, তাহাতে এমন কিছু দেখিলাম না যাহাতে হিন্দুশাস্ত্র পাঠ্য বা জ্ঞাতব্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে। বরং সাধুজনের ত্যাজ্য, ইহাই আমার ধারণা।

হ্নু। শাস্ত্র না পড়িয়া অগ্রেই সমালোচনা করিতেছ, সাধুজনের ত্যাজ্য বলিয়া ঘোষণা করিতেছ। ইহা কি যুক্তি সঙ্গত? হিন্দুর কার্য্য কলাপ তুমি কি দেখিয়াছ? যে হিন্দু যোগবলে জড়-জগৎকে জয় করিয়া, মৃত্যুকে ইচ্ছাধীন আয়ত্ত করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন; যে হিন্দু সমাধি-কৌশলে পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া জীবের পরম পুরুষার্থ লাভ করিয়াছেন, সেই হিন্দুর ক্রিয়া কলাপ, সেই হিন্দুর রীতিনীতি, সেই হিন্দুর শাস্ত্রমর্ম্ম তুমি কি বুঝিবে? যে হিন্দুশাস্ত্র মানুষকে অমানুষী শক্তি দিতে সমর্থ, যে শাস্ত্র মানুষকে ঈশ্বরত্ব লাভ করিবার গূঢ় কৌশল শিখাইয়াছে, যে হিন্দুর বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্র, পাতঞ্জলাদি যোগশাস্ত্র, মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্র, ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রকে এখনও পৃথিবীর মধ্যে অতুলনীয় অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ বলিয়া নিরপেক্ষ পণ্ডিতগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন, সেই হিন্দুর ধর্ম্মবিজ্ঞানের গূঢ় মর্ম্ম তুমি কি বুঝিবে? কোন আইন বা শাস্ত্রের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝিতে হইলে ঐ আইন বা শাস্ত্রের ফলাফল দেখিয়া তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। ইহাই দোষ গুণ নির্ণয়ের প্রশস্ত উপায়। আমি হিন্দু ধর্ম্মের ফলাফলের কথা বলিয়াছি। তবে পৃথিবীর লোকের স্বভাব এই যে কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার পূর্ব্বে সেই শাস্ত্র-প্রণেতা কি দরের লোক, বিদ্যাবুদ্ধি

আছে কি না, বহুদর্শিতা কতদূর, নামজাদা কি না, রাজদ্বারে সম্মান কেমন, টাকা কড়ি গাড়ি জুড়ি আছে কি না এই সকল অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, এবং অনুসন্ধানের ফল সন্তোষ-জনক হইলে সেই শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকেন। যদি হিন্দুশাস্ত্র-প্রণেতাদিগের উপযোগিতা সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ থাকে তবে তোমার সন্দেহ দূরীকরণ জন্য এই মাত্র বলিতে চাই যে হিন্দুশাস্ত্র-প্রণেতাগণ আত্মদর্শী মহাপুরুষ ছিলেন। বেদব্যাস, শুকদেব, অগস্ত্য, দুর্ব্বাসা, ভৃগু, জহ্নু, নারদ প্রভৃতি কত মহাপুরুষের নাম করিব? যাঁহারা ধ্যানস্থ হইয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল নখাগ্রে দেখিতে পাইতেন, যাঁহাদের তপোবলে সুরলোকও পরাজিত, যাঁহারা যোগ প্রভাবে ত্রিলোকদর্শী, তাঁহাদের বিশ্বব্যাপিনী বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় আমি কি দিব? যদি এই শাস্ত্র-প্রণেতাদিগের বহুদর্শিতার সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ থাকে তবে এইটুক মাত্র মনে রাখিও যে যাঁহারা একবার জন্মিয়া আর মরিলেন না, যোগবলে অমর হইলেন, তাঁহাদের বহুদর্শিতার মূল্য কত অধিক। যদি রাজদ্বারে পরিচিত হওয়া অথবা রাজ দরবারে সম্মানিত হওয়া শাস্ত্র-প্রণেতাদিগের গুরুত্বের পরিচয় হয়, তবে এই মাত্র বলিতে চাই যে আমার শুকদেব বা দুর্ব্বাসা কখন কোন নৃপতির দ্বারস্থ হইলে সেই নৃপতি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন,

সিংহাসন ছাড়িয়া ধূলিতে লুটাইয়া আগন্তুক ঋষির পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া ধন্য হইতেন। তুমি আমি অনেক সময় তুচ্ছ রাজ দরবারে, মানুষের দরবারে, নিমন্ত্রিত না হইলে মর্ম্মাহত হইয়া থাকি। আমার মহর্ষিগণ পরমাত্মার পর-মোচ্চ দরবারে চিরনিমন্ত্রিত। যে দরবারে একবার গেলে বারম্বার যাতায়াতের কষ্ট জন্মের মত ঘুচিয়া যায়, যে দরবারে "সম্মান, অপমান" কেবল অর্থ বিহীন শব্দ বই আর কিছুই নহে, যে দরবারে যাইতে হইলে বিবেক বৈরাগ্য সন্ন্যাস প্রভৃতি শকটে আরোহণ করিতে হয়, চিরানন্দ যে দরবারের একমাত্র খেলাত, আমার শাস্ত্র-কারেরা সেই দরবারের চির দরবারী। আর যদি টাকা কড়ি গাড়ি জুড়ি শাস্ত্রপ্রণেতাদিগের গুরুত্বের পরিচয় বলিয়া তোমার ধারণা থাকে তবে আমি নিরুত্তর হইলাম, মুক্তকণ্ঠে তোমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলাম। কারণ আমার তপোধনেরা চিরকাল কৌপীন পরিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, কেহ কেহ বিল্বরস পান করিয়া, কেহ বা কেবল মাত্র বায়ু ভক্ষণ করিয়া যুগযুগান্তর অতিবাহিত করিয়াছেন।

তারক। ও সকল লম্বা চওড়া ঠাকুরদাদার আমোলের গল্প ছেড়ে দেও। ইতিহাসে যাহাদের নামগন্ধ নাই তাহাদের দোহাই দিয়া ভুয়া কথায় আসর জমাইতে চেষ্টা করিতেছ। আমার দাবা বল থাকিতে তুমি

বড়ে টিপিয়া উটাসা কিস্তিমাৎ করিতে চহিতেছ। এ বড় অন্যায় আবদার, ধৃষ্টতার পরিচয় মাত্র। হিন্দুশাস্ত্র সত্যধর্ম্ম-প্রকাশক হইলে বুদ্ধিমান আমেরিকা বা ইউরোপবাসী অবশ্য তাহা গ্রহণ করিতেন। আর ইহা নিশ্চয় জানিও ইতিহাস-বহির্ভূত কথায় কখনই বিজ্ঞজনের তৃপ্তি হইবে না।

যদু। আমি জানিতাম না যে বিদেশীয় ভাষায় লিখিত না হইলে ইতিহাস জন্মিতে পারে না। ইতিহাসে প্রয়োজন নাই। আমার সঙ্গে চল, হিমালয়ে, বিন্ধ্যাচলে, নীলগিরির গুহ্য গহ্বরে সাক্ষাৎ সূর্য্য সদৃশ তেজঃপুঞ্জ মহাত্মা দর্শন করাইব। এখনও এ পূণ্যভূমি ভারতবর্ষ মহাত্মা-শূন্য নহেন। জানিনা সেই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষেরা তোমার আমার মত কৃমিকীটের নয়ন গোচর হইবেন কি না? না হয় কাশীধামে চল; সেখানেও অনেক মানবরূপী দেবতা দেখিতে পাইবে। যদি হিমালয়াদি পর্ব্বতে গমনাগমন দুঃসাধ্য বলিয়া মনে কর, যদি কাশীধামে গমনাগমন তোমার ধর্ম্মবিরুদ্ধ হয়, যদি বিদেশীয় ভাষায় লিখিত আধুনিক ইতিহাসই তোমার নিকট ভগবদ্বাক্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, তবে ইতিহাস দ্বারাই তোমার ভ্রম দূর করিব। তুমি কি জান না এই সে দিন পুষ্করতীর্থে সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ ম্যাক্‌নেটন্ সাহেব হরি-

দাস সাধুর যোগবল পরীক্ষা জন্য তাঁহাকে নির্ব্বাত সিন্দুকে পূরিয়া তের দিন পর্য্যন্ত আপন কড়িকাঠে ঝুলাইয়া রাখিলেন? তের দিন পরে সিন্দুক খুলিয়া দেখিলেন নিশ্বাসশূন্য জড়বৎ মৃতদেহ পড়িয়া আছে। আবার কিছুক্ষণ পরেই সেই দেহে কোথা হইতে প্রাণপাখী উড়িয়া আসিল? পাখীটা বাসা ছাড়িয়া কোথায় গিয়াছিল? কেমন করিয়া কোন পথেই বা ফিরিয়া আসিল? এ কৌশল তুমি কি বুঝিবে? এখানে তোমার মহামহোপাধ্যায় ডাক্তারেরা হাঁ করিয়া অবাক হ'য়ে ভাবিতে ভাবিতে এনাটমী ছিঁড়িয়া ফেলিবেন কি না বলিতে পারি না। আমেরিকা বা ইউরোপবাসীকে হিন্দু করিতে পারিলেই কি তোমার মতে হিন্দুশাস্ত্র সত্য ধর্ম্মপ্রকাশক বলিয়া গণ্য হইবে? অনুসন্ধান করিলে তাহাও দেখিতে পাইবে। হিন্দুশাস্ত্রই রূপান্তরিত হইয়া সুদূর আমেরিকাবাসী অল্‌কট্ সাহেবকে সন্ন্যাসী করিয়াছে, রুশীয়াদেশসম্ভবা বেলা-ভেট্‌শকী রমণীকে যোগিনী সাজাইয়াছে।*

তারক। ননসেন্‌স্!! ও যে থিওসফী! থিওসফীর সঙ্গে তোমার হিন্দু শাস্ত্রের সম্পর্ক কি?

বন্ধু। সম্পর্ক বড় নিকট। পিতা পুত্রে যে সম্পর্ক, হিন্দু

* যদুনাথের সময় মিসেস্ বিশাণ্টের হৃদয়ে হিন্দুধর্ম্মের বীজ নিহিত হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না।

শাস্ত্রে এবং থিওসফীতেও সেই সম্পর্ক। অথবা থিওসফী আমার হিন্দুধর্ম্মের অনন্ত শাখার একটা শাখা মাত্র।

তারক। তুমি কথায় কথায় "আমার হিন্দুধর্ম্ম" "আমার বেদব্যাস," কতগুা "আমার আমার" বলিতেছ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এরূপ গোঁড়ামী দেখিলে কাহার না হাসি পায়? যদুনাথ! বিরক্ত হইও না, স্পষ্ট কথা বলিব, তোমার মত বি এ—ব্যাকুব এই প্রথম দেখিলাম।

যদু। এই 'ব্যাকুবি' ছাড়িয়াই ভারতবর্ষ এত ব্যাকুব হইয়া পড়িয়াছে। যে জাতির স্বদেশ সম্বন্ধে 'গোঁড়ামী' বা আন্তরিক আনুরক্তি নাই, যে দেশের লোক স্বদেশের ধর্ম্ম, রীতিনীতি, ক্রিয়া কর্ম্ম, হাব ভাব ভুলিয়া গিয়াছে, পূর্ব্ব পুরুষের অক্ষয় কীর্ত্তিকে "আমার আমার" বলিতে অপমান মনে করে, সে দেশের অধঃপতন অনিবার্য্য, সে দেশ বিধাতার কোপানলে ভস্মীভূত হইবে, সহস্র চেষ্টা করিলেও সে আগুন নিবাইতে পারিবে না। তারক! আর অধিক কি বলিব? যে দিন ভারতবাসীর অন্তর হইতে এইরূপ "আমার আমার" লোপ হইবে, সেই দিন পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতের নাম আর দেখিতে পাইবে না। যে ভারতবর্ষ পৃথিবীর লোককে ধর্ম্ম শিখাইল সেই ভারতবর্ষের নাম বিলুপ্ত হইবে। তোমার মতে

হিন্দুধর্ম্ম সহস্র দোষে দুষ্ট হইলেও সেই হিন্দুধর্ম্মই আমার যথা সর্ব্বস্ব। সমগ্র পৃথিবীর বিনিময়েও আমি হিন্দুত্ব ত্যাগ করিতে পারি না।

তারক। তুমি পার আর না পার আমি তাহা জিজ্ঞাসা করি নাই। আমি ত অপরাধের মধ্যে এই মাত্র বলিয়াছি যে ঈশ্বরের চক্ষে স্ত্রী পুরুষ উভয়ই সমান। পুরুষেরা কেবল স্বার্থের জন্য স্ত্রীজাতিকে পদানত রাখিতেছেন। স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সমান অধিকার থাকা ঈশ্বরের অভিপ্রায় বলিয়া আমার বিশ্বাস। ইহার বিরুদ্ধে কি কোন যুক্তি দেখাইতে পার? তোমার শাস্ত্রের দোহাই ছাড়িয়া দেও।

যদু। কাহার কতদূর অধিকার থাকা উচিত ইহা নির্ণয় করিতে হইলে মানব প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যাহার যেরূপ প্রকৃতি-গত শক্তি তাহার অধিকার সেই শক্তি অনুসারে নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। শিক্ষার প্রভাবে প্রকৃতিগত শক্তির উন্নতি হইতে পারে, সংস্কার হইতে পারে, কিন্তু প্রাকৃতিক ভাব কখনই দূরীভূত হইতে পারে না। শারীরিক শক্তিই বল, আর মানসিক শক্তিই বল, উভয়ের পক্ষেই এই নিয়ম। তোমার স্ত্রী শতবর্ষ ব্যায়াম শিক্ষা করিলেও তোমার মত বলশালী হইতে পারিবেন না। আবার দেখ, যুদ্ধবিগ্রহে পুরুষজাতীর মধ্যে যে পরিমাণে উগ্রতেজ, পীড়নস্পৃহা,

বিপদ-বিস্মৃতি, নরহত্যায় ঔদাসীন্য, আসুরিক মত্ততা দৃষ্ট হইবে, স্ত্রীজাতির মধ্যে তাহার শতাংশের এক অংশও দেখিতে পাইবে না। সহস্রবর্ষ শিক্ষা দিলেও স্ত্রীজাতির মধ্যে এই আসুরিক ভাবের সম্যক স্ফুরণ কখনই হইবে না। যদি তাহা সম্ভব হইত তবে আজি সাম্যবাদী আমেরিকা খণ্ডে লেডী কর্ণেল, লেডী জেনারল দেখিতে পাইতাম। যদি শিক্ষার প্রভাবে স্ত্রী সুলভ চাপল্য, দুর্ব্বলতা, ধৈর্য্যাভাব দূরীভূত হইত তবে স্ত্রী শিক্ষার প্রশস্ত প্রাঙ্গণে ইউরোপে বা আমেরিকায় অনেক রাজকার্য্যে, অনেক গুরুতর কার্য্যে, লেডী মিনিষ্টার লেডী প্রেসিডেণ্ট দেখিতে পাইতাম। যে দুই একটী লেডী প্রেসিডেণ্ট দেখিতে পাই সে রাজকার্য্যে নহে, আসল কাজে নহে, কেবল বাজে কাজে, বিন্তি খেলার কার্য্যে, গুরুতর কাজে নহে। কৈ আজ পর্য্যন্ত একটীও লেডী মীল, লেডী গ্লাডষ্টন, লেডী বিষমার্ক বা লেডী ওয়াসিংটন দেখিতে পাইলাম না। সবগুলিই ত লর্ড। যেমন কোন বেগবতী নদীর স্রোতের বিরুদ্ধে সন্তরণ করিতে গেলে সন্তরণকারী একটুও অগ্রসর হইতে পারিবে না, ক্রমে ক্লিষ্ট কলেবর সাগর সঙ্গমে নিমগ্ন হইবে, সেইরূপ স্ত্রী প্রকৃতির বিরুদ্ধে যে কোন শিক্ষা বা অধিকার প্রদান করা হয় তাহা কেবল গুরুতর অমঙ্গলের কারণ হইয়া দাড়াঁয়। মনে

করিও না আমি স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধবাদী। স্ত্রীজাতিকে শিক্ষা দিতে আমি সন্তোষ লাভ করি, স্ত্রীজাতি লেখা-পড়া শিখিলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না, বরং অনেক সময় মণিকাঞ্চন সংযোগ হইয়া থাকে। কিন্তু লেখা পড়া, আর শিক্ষা, এক জিনিস নহে। যে শিক্ষায় স্ত্রী জাতির প্রকৃতিগত ভাব বিকৃত হইয়া যায়, যে শিক্ষার প্রভাবে নারী জাতির নারীত্ব থাকে না, যে শিক্ষার প্রভাবে নারীসুলভ ব্রীড়া, বিনয়, বাৎসল্য, ভক্তি, স্নেহ, স্বার্থত্যাগ দূরীভূত হইয়া যায়, যে শিক্ষায় নারী নর হইতে পারে না, নারীও থাকে না, কেবল লাভের মধ্যে আধাকৃষ্ণ-আধাকালী, আধালর্ড-আধালেডী, হইয়া একটা কিম্ভুত কিমাকার সৃষ্টিছাড়া জীবের অভিনয় করে আমি সেই শিক্ষার বিরোধী—"

অকস্মাৎ যদুনাথ নীরব হইলেন। তাঁহার নয়ন যুগল সহসা তারককে ছাড়িয়া অন্যদিকে পতিত হইল, বিস্ফারিত হইল, স্পন্দ রহিত হইয়া গেল। যেমন নিদ্রিত ব্যক্তি জাগ্রত হইয়া আপন বক্ষে বিস্তৃত-ফণা বিষধর দর্শনে বিস্মিত ও ভীত হইয়া চীৎকার করে, যদুনাথ সেইরূপ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তারক অন্যদিকে চাহিয়া দেখিলেন নিরুপমা সত্যপ্রিয়া দেবীর সহিত বাটী হইতে বাহির হইয়া কোথায় যাইতেছেন। সত্যপ্রিয়া যদুনাথকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া দিল, নিরুপমা "ন যযৌ ন তস্থৌ।"

তারক তখন যদুনাথের বিস্ময়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যদুনাথ কহিলেন, "কুলকন্যা বাহির করা যাহার স্বভাব সেই হরমণির সহিত তোমার অনূঢ়া ভগিনীকে বাহির করিয়া দিতেছ!! ক্ষান্ত হও, বালিকাকে অকূলে ভাসাইও না।"

বলা বাহুল্য যে হরমণি তারকের নিকট শিক্ষয়িত্রী সাজিয়া, ব্রহ্মময়ীর নিকট ঘটকী সাজিয়া, মাধবের সহিত নিরুপমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে আসিয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি মাধবের স্ত্রী কুসুমকুমারী বন্ধ্যা। মাধব নিরুপমার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাহাকেই বিবাহ করা স্থির করিয়া সান্যালদিগকে অর্থের দ্বারা অনেক সময় সাহায্য করিতেন। মাধবের পরামর্শে হরমণি তারকের নিকট মাধবকে জিতেন্দ্রিয় সমাজ-সংস্কারক বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিল। তারক গলিয়া গেলেন,—বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। মাধবের সহিত নিরুপমার বিবাহ একরূপ ঠিক হইয়া গেল। ব্রহ্মময়ী ও রামনাথ আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। তবে এ বিবাহে আপত্তি কার? নিরুপমা ত মুখে কোন আপত্তি করে নাই, কেবল হিরণ্ময়ীর কোলে মুখ লুকাইয়া কান্দিতেছিল। এখন ব্রহ্মময়ীর গুপ্ত তাড়নায় হরমণির সঙ্গে বাটীর চারিদিকে বেড়াইতেছিল। হরমণি নিরুপমার নিকট রত্নখচিত বহুমূল্য অলঙ্কারের কথা পাড়িল। নিরুপমা জিজ্ঞাসা করিল "হীরার ধার নাকি খুব ভাল?" নিরুপমার স্বর কাঁপিতেছিল।

হরমণি কিছু বিস্মিত হইয়া বলিল "হাঁ খুব ধার, তাহা কেন?" নিরুপমা কোন উত্তর করিল না। নিরুপমা মনে মনে বাসর ঘরে হীরার গহনা ভাঙ্গিয়া তদ্দ্বারা মাধবের কাণ হরমণির নাক, এবং আপনার বক্ষ, ছিন্ন করিতেছিল।

বহির্বাটীতে যদুনাথকে দেখিয়া নিরুপমা ব্রহ্মময়ীর ভংসনা ভুলিয়া, অঞ্চলে চক্ষু ঢাকিয়া, বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। হরমণি বড়বাড়ী অভিমুখে যাত্রা করিল। মাধব-মঞ্জিলে গিয়া মাধবকে বলিল "সব ঠিক্, কেবল ছুড়ীটা যেন একটু এদিক ওদিক আছে, যদুরায় বুঝি কি খাওয়াইয়াছে"

এদিকে তারকের চক্ষে হরমণি ওরফে সত্যপ্রিয়া দেবী মূর্ত্তিমতী সরলতা বলিয়া প্রতীয়মান হইলেন। সেই আদর্শ রমণীর চরিত্রে দোষারোপ শুনিয়া তারক ক্রুদ্ধ হইয়া যদুনাথকে বলিলেন "পর নিন্দা তোমার অঙ্গের ভূষণ।"

যদুনাথ বিষণ্ণ মনে সান্যাল বাটী পরিত্যাগ করিলেন। সেই দিন বৈকালে তারক হিরন্ময়ীর সঙ্গে কলিকাতায় গমন করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

"স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু"

শকুন্তলা।

হরমণি বামণী সান্যালবাটী পরিত্যাগ করিবার পরে চারিমাস গত হইয়া গেল। যদুনাথের মাতা অন্নপূর্ণা স্পষ্টই বলিয়াছিলেন দেবানন্দের গণনায় নিরুপমার কিছু বিঘ্ন ঘটিবে। কোন্ সময়ে কিরূপ বিপদ্ ঘটিবে, কতদিন থাকিবে, প্রতিবিধান আছে কি না, তাহা দেবানন্দ নিশ্চয় করিয়া বলেন নাই। যদুনাথ বুঝিয়াছিলেন অন্নপূর্ণা কখনই নিরুপমার সহিত তাঁহার বিবাহে সম্মতি দিবেন না। যদুনাথ মাতাকে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা জ্ঞানে পূজা করিতেন। নিরুপমা ত দূরের কথা, আপন হৃদ্‌পিণ্ড অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দিয়াও যদুনাথ অন্নপূর্ণাকে সুখী করিতে চেষ্টা করিতেন। যদুনাথ নিরুপমার আশা পরিত্যাগ করিলেন। যদুনাথের অস্থি মজ্জা নিষ্পেষিত হইতে লাগিল। বিষাদের কালিমা দিনে দিনে যদুনাথের মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল, বিকচ কমলে কে যেন কালি ঢালিয়া দিল।

আশ্বিন মাস, পূর্ণিমার তিথি। যদুনাথ আপন কক্ষে শয়ন করিয়াছেন। গ্রীষ্মাতিশয় প্রযুক্ত শয্যাপার্শ্বে গবাক্ষ মুক্ত রহিয়াছে, দরজাগুলি অর্গলবদ্ধ। পার্শ্বের বারেন্দায় চাঁদু খাননামা নাসিকাবাদন পূর্ব্বক সুখে নিদ্রা যাইতেছে। বাহিরে দ্বারবানেরা পর্য্যায়ক্রমে পাহারা দিতেছে। যদুনাথের নিদ্রা হইতেছে না, কেবল বারম্বার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেছেন। কখন বাতায়ন পথে পূর্ণচন্দ্র দেখিতেছেন, কখন করপুটে মুখাবৃত করিয়া উপাধানে মুখ লুকাইতেছেন। ক্রমে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হইল। যদুনাথ তন্দ্রাভিভূত হইলেন।

অকস্মাৎ যদুনাথের শয়ন গৃহ দেব-দুর্লভ সৌগন্ধে পরিপূর্ণ হইল, সম্মুখের কপাট নিঃশব্দে খুলিয়া গেল। সহসা শয়নকক্ষ আলোকিত হইল। এ আলো মার্ত্তণ্ডের অসহনীয় প্রখর কিরণ নহে, শান্তিময় মনোমুগ্ধকর সুধারাশি। যদুনাথের তন্দ্রা ভাঙ্গিল, সবিস্ময়ে শয্যায় উঠিয়া বসিলেন, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। যদুনাথ দেখিলেন অপূর্ব্ব আলোকরাশি ক্রমে ঘনীভূত হইয়া সঙ্কীর্ণভাবে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। এই সঙ্কীর্ণ আলোকরাশি মধ্যে যদুনাথ মনুষ্যমূর্ত্তির ন্যায় কি দেখিতে পাইলেন। প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। যদুনাথ ভীত হইলেন, কৌতূহলও বাড়িতে লাগিল। আবার দেখিলেন—যদুনাথের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। দেখিলেন অপূর্ব্ব আলোক মধ্যে শিব-

সাগরতীরস্থা মন্দিরবাসিনী ব্রহ্মচারিণী মহামায়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া যতুনাথকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। যতুনাথ উভয় হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক আলোকময়ী মহামায়ার পদযুগল স্পর্শ করিতে গেলেন। কিছুই স্পর্শ করিতে পারিলেন না! যতুনাথ অচৈতন্য হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। শয়নগৃহ পূর্ব্ববৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল।

যতুনাথের পতন শব্দে চাঁতুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। আলো লইয়া চাঁতু যতুনাথের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। অন্নপূর্ণা, কালী শিরোমণি, দিগম্বর মুন্সী যতুনাথের মুদিত চক্ষে জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। যতুনাথের চৈতন্য হইল। কত লোকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিল। যতুনাথ কেবল জানিতে চাহিলেন তাঁহার শয়ন কক্ষের দরজা শয়নের পূর্ব্বে বন্ধ করা হইয়াছিল কি না, চাঁতুর উত্তরে বুঝিলেন, সকল কপাটই অর্গলবদ্ধ ছিল। যতুনাথ যতদূর স্মরণ করিতে পারিলেন তাহাতেও বুঝিলেন দরজাগুলি সত্যই বন্ধ ছিল। তবে কে দরজা খুলিল? যতুনাথ সেই রাত্রে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন ক্রমে মনে পড়িল। যতুনাথের অন্তর কাঁপিয়া উঠিল, মনে মনে বলিলেন "কি দেখিলাম? একি স্বপ্ন? তাহাই বা কিরূপে সম্ভবে? আমি জাগ্রত হইয়া শয্যায় উঠিয়া বসিয়াছিলাম, মহামায়ার আভাময়ী দেবী মূর্ত্তি এখনও আমার হৃদয়ে জাগিতেছে। আমি তাঁহার পাদপদ্ম স্পর্শ করিতে গিয়া পড়িয়া গেলাম। এ সকল

কখনই স্বপ্ন হইতে পারে না। জাগ্রতের পক্ষে স্বপ্ন সম্ভবে না। তবে এ কি কোন মায়া? অথবা আমার মতিভ্রম হইয়া থাকিবে।”

যতুনাথ ভাবিতে ভাবিতে ঘরের বাহিরে আসিলেন, ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া শারদীয় পূর্ণচন্দ্র দেখিতে পাইলেন। যতুনাথের হৃদয়াকাশে বিদ্যুৎ চমকিল, পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইল, মহামায়া তাঁহাকে এই পূর্ণিমার রাত্রে এক প্রহরান্তে সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরে যাইতে বলিয়াছিলেন। যতুনাথ সেই গভীর নিশীথে উন্মাদের ন্যায় দ্রুতপদে ঈশানপুর অভিমুখে সর্ব্বমঙ্গলার মন্দির উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। অনেকে যতুনাথের পশ্চাদ্গমন করিল। যতুনাথ কাহাকেও সঙ্গে লইতে স্বীকৃত হইলেন না। অগত্যা সকলেই ফিরিয়া আসিল।

যতুনাথ একাকী চলিতেছেন, স্বপ্ন দৃষ্টা ব্রহ্মচারিণীর আলোকময়ী মূর্ত্তি মনে পড়িতেছে। কখন ভাবিতেছেন “মহামায়া পট্টবস্ত্র শঙ্খমালা মৃগচর্ম্ম প্রভৃতি স্থানান্তরিত করিতে বলিয়াছিলেন কেন? তবে কি মহামায়া ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ করিয়া তীর্থদর্শনে গমন করিবেন? বুঝিতে পারিলাম না, কিছুই বুঝিতেছি না। আমাকে তাম্রকৌটা দিয়াছেন, এক বৎসর মধ্যে তাহা খুলিতে নিষেধ করিয়াছেন কেন? আজ যদি পারি মহামায়ার চরণতলে পড়িয়া এ গূঢ় রহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করিব। এক বৎসর কি গূঢ়

হইয়াছে ?" যদুনাথ গণনা করিয়া দেখিলেন কেবল চারি মাস পনর দিন গত হইয়াছে মাত্র। রুদ্ধশ্বাসে যদুরায় আশানপুরে উপস্থিত হইলেন, অদূরে সর্ব্বমঙ্গলার মন্দির দেখিতে পাইলেন। শিবসাগরে স্নান করিয়া সর্ব্বমঙ্গলার উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। ক্রমে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। মহামায়াকে ডাকিলেন, কোন উত্তর পাইলেন না। যদুনাথ মন্দিরের দ্বারে হাত দিলেন, দেখিলেন দ্বার উন্মুক্ত। মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন কি ?

দেখিলেন সর্ব্বমঙ্গলার অনতিদূরে হব্যগন্ধোদ্গারী ধূমরাশি মন্দির পূর্ণ করিয়াছে। নির্ব্বাণোন্মুখ হোমাগ্নির চারিদিকে অর্দ্ধদগ্ধ বিল্বশাখা, বিল্বপত্র, যজ্ঞঘৃত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। দেবীর উভয় পার্শ্বে ঘৃতপূর্ণ পঞ্চপ্রদীপ জ্বলিতেছে। পৃষ্ঠদেশ ভূতলে রাখিয়া, সর্ব্বমঙ্গলার পাদদেশে মস্তক ন্যস্ত করিয়া ব্রহ্মচারিণী মহামায়া শয়ন করিয়াছেন। মহামায়ার পরিধান গৈরিক বস্ত্র, দক্ষিণ হস্ত শঙ্খমালা সহ বক্ষে অবস্থিত, জটাভার সর্ব্বমঙ্গলার পাদমূল আবৃত করিয়াছে। নয়ন নিমীলিত, রসনা নিশ্চল, ওষ্ঠ বিবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গ জড়বৎ নিশ্চল, শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ অনুভূত হয় না। যদুনাথ বুঝিলেন মহামায়ার পবিত্র আত্মা মাটির দেহ মাটিতে রাখিয়া অনন্তধামে গমন করিয়াছে !

যদুনাথ সেই নিশীথ সময়ে একাকী মন্দির মধ্যে দণ্ডায়-

মান, সম্মুখে ব্রহ্মচারিণীর মৃতদেহ, তদ্পার্শ্বে সর্ব্বমঙ্গলা। মহামায়ার দুঃখপূর্ণ সাংসারিক জীবন, পরে ব্রহ্মচর্য্য, তৎপর স্বপ্নে আলোকময়ী রূপে যদুনাথের সমক্ষে আবির্ভাব, সকলই ক্রমে যদুনাথের স্মৃতিপথে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। ভক্তি, বিস্ময়, বৈরাগ্য একত্রীভূত হইয়া মানবের অন্তর্জগতে এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাবের সৃষ্টি করে। মানুষকে পবিত্র করে অথচ পাগল করে। যদুনাথের অবস্থা এখন তাহাই হইয়াছিল। শবের পশ্চাদ্দেশে দাঁড়াইয়া যদুনাথ উভয়হস্তে মহামায়ার পদদ্বয় ধারণ করিয়া কি বলিতেছিলেন, বলিতে পারিলেন না, কণ্ঠরোধ হইল, অবিরল অশ্রুধারা গণ্ডদেশ আপ্লুত করিয়া মেদিনী অভিষিক্ত করিল। এইরূপে কিছুকাল গত হইল। যদুনাথ মহামায়ার মৃতদেহকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন :—

"মা! মহামায়ে! একটা কথা বলিয়া যাও, একবার যোগনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া একটী মাত্র কথা বলিয়া যাও মা। **মানুষ মরিলে কি হয়?** আমায় বলিয়া যাও। নিয়ত এই প্রশ্ন অন্তরে জাগিতেছে। দেশে দেশে ফিরিলাম, রাশি রাশি গ্রন্থ পড়িলাম, শত শত পণ্ডিতের পদানত হইলাম, কোথায়ও ইহার ঠিক উত্তর পাইলাম না। এ কঠিন প্রশ্নের উত্তর আমায় কে বলিয়া দিবে? এ গূঢ় রহস্য কে ভেদ করিবে? শ্মশানে মশানে মসজীদে মন্দিরে এই কঠিন প্রশ্ন আপনা হইতে উপস্থিত হইয়া মানবের

মায়াচ্ছন্ন আত্মাকে বিলোড়িত করিতেছে। কখন ভয় কখন বিস্ময়, কখন হর্ষ কখন বিষাদ এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হইয়া মানবের হৃদয়াকাশে বিদ্যুতের খেলা দেখাইতেছে, আবার দেখিতে না দেখিতে কোথায় বিলীন হইয়া যাইতেছে। এই প্রশ্নের উত্তর যে জাতি যেমন বুঝিয়াছিল সে জাতির অন্ত্যেষ্টি, ধর্ম্মাধর্ম্ম, ক্রিয়াকর্ম্ম সেইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। যদি পৃথিবীর লোকে এই একটী মাত্র প্রশ্নের উত্তর জানিতে পারিত তবে কলিযুগ সত্যযুগে পরিণত হইত, পৃথিবী স্বর্গ হইত। যুদ্ধ বিগ্রহ, বিবাদ বিসম্বাদ, দ্বেষ হিংসা, অপমান অভিমান জন্মের মত ঘুচিয়া যাইত। মহামায়ে! তুমি বুঝি এখন দিব্য চক্ষে দিব্যধামে দাঁড়াইয়া মায়ামুগ্ধ মানবের মত্ততা দেখিয়া হাসিতেছ। সকলই দেখিতেছ, জানিতেছ, বুঝিতেছ! তবে কেন আমার প্রশ্নের উত্তর দিবে না? শুনিয়াছি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া না হওয়া পর্য্যন্ত প্রেতাত্মা বায়ুভূত নিরালম্ব ভাবে মৃতদেহের অনতিদূরে অবস্থিতি করেন। যদি তাহাই সত্য হয় তবে তুমি ত এই ত্যক্ত দেহের অনতিদূরে পরিভ্রমণ করিতেছ, আমার প্রশ্ন অবশ্যই শুনিয়াছ। তবে কেন একটী কথা বলিয়া আমাকে চরিতার্থ করিবে না? দেহান্তে তোমার প্রেতাত্মা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার দর্শনেন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়াছেন, এখন একটী কথা বলিয়া আমার কর্ণ পবিত্র কর, প্রাণের পিপাসা মিটাইয়া দেও।

বুঝিলাম দেহান্তে আত্মার পার্থিব আসক্তি, মায়া, স্নেহবন্ধন সকলই ছিন্ন হইয়া যায়। নতুবা এত ডাকিলাম, একবারও একটু দয়া হইল না? অথবা তুমি মাধবের জননী, আমার নহে, তাই আমার কথায় কর্ণপাত করিবে না। ভাল, আমি জগতের জননীকে জিজ্ঞাসা করিব। মা! সর্ব্বমঙ্গলে **মানুষ মরিলে কি হয়** আমায় বলিয়া দেও। আমি সেই মহামন্ত্র দেশে দেশে, নগরে নগরে, ঘরে ঘরে মানবের কর্ণকুহরে প্রদান করিব। মন্দির, মসজীদ, গীর্জ্জা এক হইয়া যাইবে। বেদে, বাইবেলে, কোরাণে, পুরাণে আর পার্থক্য থাকিবে না। অহরহঃ নরশোণিতে বসুধা কলুষিত হইবে না, শান্তির সুধাপ্রবাহ পৃথিবীকে বৈকুণ্ঠে পরিণত করিবে। জগদম্বে! পুরাকালে প্রহ্লাদ বা ধ্রুবকে যে মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া অনন্ত দেশের অনন্ত আভা দেখাইলে আমি সেই মহামন্ত্রের ভিখারী। ভারতের ঘোর দুর্দ্দিনে বঙ্গে গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়া জগাই মাধাইয়ের কর্ণকুহরে যে মহামন্ত্র প্রদান করিলে আমি সেই মহামন্ত্রের ভিখারী। এই সে দিন জাহ্নবীর কূলে দাঁড়াইয়া রামপ্রসাদ গানের ছলে তোমাকে জিজ্ঞাসিলেন——

"বল দেখি ভাই কি হয় ম'লে" তখন তুমি রামপ্রসাদের কাণে কাণে যে কথাটী বলিয়াছিলে আমাকে একটী বার সেই কথাটী বলিয়া দেও, সংসারের বিষম জ্বালা জন্মের মত ঘুচিয়া যাউক"

যদুনাথের কথা শেষ হইতে না হইতে পঞ্চপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল। যদুনাথের গ্রীবা বাহু মস্তক নিমেষ মধ্যে কে যেন আবদ্ধ করিল। স্পর্শে কতকগুলি মনুষ্যহস্ত অনুভূত হইল। অন্ধকারে যদুনাথ কিছুই দেখিতে পাইলেন না, বুঝিতে পারিলেন না। সভয়ে জিজ্ঞাসিলেন "এ কি এ—কে তুমি—কি চা——"

প্রশ্ন শেষ হইল না। বস্ত্রের ন্যায় কোন বস্তুর দ্বারা যদুনাথের মুখবন্ধ হইল, বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া গেল. ক্রমে উভয় হস্ত রজ্জুবদ্ধ হইল। দেখিতে দেখিতে কতকগুলি হস্ত যদুনাথকে ধৃত করিয়া মন্দির হইতে বাহিরে আনিল। যদুনাথ বাহিরে আসিয়া দেখিলেন কতকগুলি লোক মন্দির বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সকলেরই হাতে লাঠি, কোমর বান্ধা, কাপড়ে মুখ ঢাকা, গলদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। যদুনাথ অনুমানে বুঝিলেন বিপক্ষের লোক তাঁহাকে নির্যাতন করিতে এরূপ দলবদ্ধ হইয়াছে। কেবল নির্যাতন করিয়াই ক্ষান্ত হইবে কি? তাঁহাকে হত্যা করিতেও পারে, অঙ্গচ্ছেদ করিয়া নানারূপ লাঞ্ছনা দিতে পারে, অথবা অন্যের অজ্ঞাত স্থানে চিরদিনের জন্য বন্দী রাখিতে পারে। যদুনাথ ভীত হইলেন, মাধবের গুপ্ত কারাগার মনে পড়িল। আবার নিমেষ মধ্যে ভয় দূর হইল, পরিত্রাণের উপায়-চিন্তা প্রবল হইল। যদুনাথ কোন উপায় ভাবিয়া পাইলেন না। তাঁহার উভয়

হস্ত রজ্জুবদ্ধ, মুখে কাপড় বান্ধা, উভয় বাহু দুই জন বলিষ্ঠ পুরুষ উভয় হস্তে ধৃত করিয়াছে, অনেকেই ফুস্ ফাস্ ঘুস্ ঘাস শব্দে পরস্পর কি বলাবলি করিতেছে। অকস্মাৎ অনতিদূরে অশ্বের পদধ্বনি শ্রুত হইল। যদুনাথ দেখিলেন একজন অশ্বারোহী পুরুষ মন্দির সন্নিধানে উপস্থিত হইল। ইহারও মুখমণ্ডল সূক্ষ্ম বস্ত্রে আচ্ছাদিত, দক্ষিণ হস্তে তীক্ষ্ণ তরবারি, বামহস্তে লৌহ শৃঙ্খল। যদুনাথ ইহাকে দলপতি বলিয়া অনুমান করিলেন। অশ্বারোহী অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া যদুনাথের ঠিক সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। হস্তের বন্ধন পরীক্ষা করিয়া দলপতি প্রকৃত স্বর গোপন করিয়া বিকৃত কণ্ঠে বলিলেন "হুকুম তামিল হয় নাই, ইহার হাতে বাঁধনের চিহ্ন থাকিলে কার্য্যসিদ্ধির সম্ভব নাই। আগে ইহার হাতে কতকটা কাপড় জড়াইয়া তাহার উপর এই লোহার শিকল দিয়া বাঁধিতে হইবে। তাহা হইলে বাঁধনের চিহ্ন কিছুই দেখা যা'বে না। আর এক কাজ আছে। এ সয়তানের মুখের কাপড় খুলিয়া দাও, এই বেলা একটা কথা বলাইয়া লইতে হ'বে।

আদেশানুসারে একজন লাঠিয়াল যদুনাথের হাতের বাঁধন খুলিতে লাগিল, অপর একজন মুখের কাপড় খুলিয়া দিল। শৃঙ্খলাবদ্ধ সিংহ বন্ধন-মুক্ত হইল, দলপতি তাহা বুঝিতে পারিলেন না। চারিদিকে চাহিয়া দলপতি

যদুনাথকে বলিলেন "বল্ বেটা, বল্, আমি যা বলিব ঠিক্ তাই বলিবি, বল্——নিরুপমা তোর মা। যদি না বলিস্ তবে এই তরোয়ালে তোর নাক কাটিব। বল্ যে নিরুপমা তোর মা।"

যদুনাথ বলিলেন "নিরুপমা তোর মা।" দলপতির উদ্দেশ্য সফল হইল না। তাহার ইচ্ছা যে যদুনাথ নিরুপমাকে "আমার মা" বলেন। কিন্তু দলপতি মহাশয়ের মনে মনে বুঝি নিরুপমা সম্বন্ধে কিছু আশা ভরসা ছিল, তাই হুকুম দেওয়া কালে "নিরুপমা তোর মা" বলিতে আদেশ করিয়াছিলেন। যদুনাথ তাহাই বলিয়াছিলেন। দলপতির আর সহ্য হইল না। দক্ষিণ হস্তের তরবারি উঠাইয়া দলপতি যদুনাথের নাসিকা ছেদনে উদ্যত হইলেন। চেষ্টা বিফল হইল। নিমেষ মধ্যে যদু-নাথের দক্ষিণ হস্ত বিদ্যুদ্বেগে চালিত হইল দলপতির তরবারি কাড়িয়া লইলেন; শারদীয় চন্দ্রালোকে প্রতিফলিত শাণিত অসি যদুনাথের হস্তে মুহুর্মুহুঃ বিঘুর্ণিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দলপতির ছিন্ন-মস্তক দেহচ্যুত হইয়া ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইল। বিদ্যুদ্বেগে যদুনাথ দলপতির অশ্বে আরোহণ করিলেন, লাঠিয়ালেরা তাঁহাকে যথাসাধ্য যষ্টি প্রহার করিল, অশ্ব ভীত হইয়া নক্ষত্র বেগে ছুটিল। যদুনাথ অশ্বের বল্গা ধরিতে সময় পাইলেন না। শিব সাগরের উত্তর পারে যাইতে না যাইতে অশ্বের সম্মুখের পদদ্বয়

দোলায়মান বল্লায় আবদ্ধ হইয়া গেল। অশ্ব ভূতলশায়ী হইল, যদুনাথ পড়িয়া গেলেন, উঠিতে চেষ্টা করিলেন, অবকাশ হইল না, একেবারে বিশখানা লাঠি যদুনাথকে আহত করিল। যদুনাথ অচৈতন্য। লাঠিয়ালেরা যদুনাথকে অজ্ঞান অবস্থায় একখানি পাল্‌কীতে পুরিয়া শেষ রাত্রে এক বৃহদরণ্যে উপস্থিত হইল। অরণ্য মধ্যে একটী ইষ্টকনির্ম্মিত ভগ্ন গৃহ ছিল। লাঠিয়ালেরা সেই ঘরে যদুনাথকে রাখিয়া চারিদিকে পাহারা দিতে লাগিল এই রাত্রের ঘটনা বাহিরের লোকে কিছুই জানিতে পারিল না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

"This marvellous stillness and the thoughts of our knight brought to his imagination one of the strangest whims that can well be conceived."

Adventures of Don Quixote.

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি গোলক বসু মধুপুর থানার দারগা। আমরা গোলক বসুর কোষ্ঠী দেখিয়া বলিতেছি তাঁহার বয়স এই বাষাট্টি বৎসর, ঠিক বাষাট্টি। এত বয়সেও বসুজা মহাশয় চাকরী করিতেন কেন বলিতে পারি না। আমরা নিশ্চয় জানি গোলক বসু চাকরীকে বড় একটা গ্রাহ্য করিতেন না, কারণ তিনি ১৮৬১ সালের ৫ আইন জারি হওয়ার অনেক পূর্ব্ব হইতে চাকরি করিতেছেন। প্রথমে তায়েদ নবীশী, পরে জমাদারী, এখন দেবদুর্লভ দারগাগিরি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনেক অর্থ উপায় করিয়াছিলেন, অথচ উত্তরাধিকারী কেহই ছিল না। প্রথমে পৌত্র, পরে পুত্র, তৎপরে স্ত্রীর মৃত্যু হইল। গোলক বসু ইহার পরে দুইবার মাত্র দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। একজনও টিকিল না। এই দুইয়ের মধ্যে একজন অসময়ে

স্বর্গারোহণ করিলেন, আর একজন বসুজা বসুজা মহাশয়কে কাঁদাইয়া, দাগাবাজি করিয়া মাহেশের রথ দেখিতে গেলেন আর ফিরিলেন না, লোকে কত কুকথা রটনা করিল। আসল কথা গোলক বসু একা। এ অবস্থায় যে তিনি চাকরী বজায় রাখিতে মিথ্যা কথা বলিবেন ইহা সহজে বিশ্বাস করিতে পরি না। তবে মধুপুর অঞ্চলের লোকে বলিত গোলক দারগা অভ্যাস প্রযুক্ত মিথ্যা কথা বলিতেন। এ বিষয়ে মতান্তর আছে। অনেকে বলিতেন বিনা প্রয়োজনেও তিনি আপন নীতি বজায় রাখিবার জন্য মিথ্যা কথা বলিতেন।

বসুজা শেষ বয়সে একটু মাত্র আফিং খাইতেন, আর সকল নেশাই ছাড়িয়াছিলেন——গুরুর দিব্যি করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। একদিন সন্ধ্যার সময় গোলকচন্দ্র যথা নিয়মে আফিং খাইয়া থানার আটচালা ঘরের বারেন্দায় খাটিয়ার উপর শয়ন করিলেন। অহিফেন প্রসাদে গোলকচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ হইলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন "আমার চূড়া কাল-মাহাত্ম্যে টুপিরূপ ধারণ করিয়াছে। ময়ূরের পাখা শাপগ্রস্ত হইয়া বেঙ্গল পুলিসের আদ্যক্ষররূপে টুপির উপর বিরাজ করিতেছে। তা এরূপ পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য। দ্বাপরের জিনিস কলিযুগে একটু এদিক ওদিক হওয়াই সম্ভব। নতুবা আমার রাধা-নামে-সাধা বাঁশী এখন অসি রূপে পরিণত হইয়া করকমল ছাড়িয়া কটিদেশে ঝুলিবে

কেন? আমার বুকের উপর যে বড় বড় বোতামশ্রেণী ঝক্‌ ঝক্‌ করিতেছে এগুলি ভৃগুমুনির পদাঙ্গুলি চিহ্ন। মানুষে বুঝিল না, ইহাই দুঃখ। হেড্‌ কনেষ্টবল আমার শ্রীদাম সখা, কনেষ্টবলেরা আমার গোষ্ঠের রাখাল, আমি রাখাল রাজা। ইনেস্পেক্টর বাবু আমার বলাই দাদা; কাজের বেলায় বড় দেখিতে পাই না, কেবল কথায় কথায় ঘাড়ে নাঙ্গল চাপাইতে বিলক্ষণ তৎপর। পুলিস-সাহেব আমার নন্দ ঘোষ। দ্বাপরে নন্দের বাধা বহন করিতাম, কলিযুগে অনেক সময় পুলিস-সাহেবের বাধা মাথায় বহন করিতেছি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আমি পাণ্ডবের সখা ছিলাম কলিযুগে চালানি মোকদ্দমায় আমি ফরিয়াদীর সখা। ভগবদ্গীতা আমারই মুখপদ্ম হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছিল। অজ্ঞ লোকে যাহাকে 'পুলিস-ডায়ারী' বলে **'কলো সা গীতা কীর্ত্তিতা'** কলিযুগে তাহাই আমার গীতা। ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন গূঢ় তত্ত্বের মীমাংসা জন্য অনেকে অনেক সময় গীতা দেখিয়া থাকেন। এদিকে হাকিমেরা অনেক সময় ডায়ারী দেখিয়া মোকদ্দমার বিচার করেন। কারণ এই যে তাঁহারা বুঝিয়াছেন ডায়ারী-গীতা ভগবদ্গীতার নামান্তর মাত্র। সমুদ্র মন্থনে লক্ষ্মী উঠিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে লইয়া গেলেন, বৈকুণ্ঠে রাখিয়া দিলেন। আমিও মফস্বল-সমুদ্র মন্থন করিয়া তিন চারি যোড়া লক্ষ্মী সংগ্রহ করিয়া বাসা বৈকুণ্ঠে রাখিয়া দিয়াছি। আমি যুগে যুগে

ভিন্ন ভিন্ন রূপ, ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছি, এখনও করিতেছি। সাহেব সুবার নিকট আমার বামন রূপ, মফস্বলে বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি, স্ত্রীঘটিত মোকদ্দমায় আমি রাস-বিহারী। অনেক ভক্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে দারগারূপ প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের কোন্ মূর্ত্তির অনুকরণ? আমি বিবেচনা করি এটী আমার বরাহ অবতার। লোকে বরাহ দেখিলে ভয়ে বা ঘৃণায় দূরে সরিয়া যায়, আমাকে দেখিলেও ভয়ে বা ঘৃণায় দূরে সরিয়া যায়। ইহা অপেক্ষাও সন্তোষজনক প্রমাণ আছে। এই যে দিন পুলিস-সাহেব সরকারী কার্য্যে ত্রুটি পাইয়া আমাকে কতবার বরাহ বলিয়া সম্বোধন করিলেন। তবে তিনি ঠিক 'বরাহ' শব্দ ব্যবহার করেন নাই সত্য, ইতর ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন। 'শুয়ার' শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাহার কারণ এই যে পুলিস সাহেব নাকি নন্দঘোষ, খেমঘোয়ালা, অভিধানে অধিকার নাই, তাই সাধুভাষা ব্যবহার করিতে পারেন নাই। কতকগুলি ন্যায়-শাস্ত্রের পণ্ডিত আমার বর্ত্তমান বরাহ-রূপ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন বরাহ স্বভাবতঃ কচু ভক্ষণ করে, দারগার কচু ভক্ষণ কোথায়? এটুক পণ্ডিতদিগের মূর্খতার পরিচয় মাত্র। বরাহ কচু ভক্ষণ করে, আমি ঘুস্ ভক্ষণ করি। নৈতিক অভিধানে কচু আর ঘুস একই জিনিস।"

বাঙ্গালার সৌভাগ্যই বল আর দুর্ভাগ্যই বল, শ্রীকৃষ্ণরূপী দারগার সংখ্যা অনেক কমিয়া আসিয়াছে।

গোলক বসু এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময় এক-জন কনেষ্টবল একটী ব্রাহ্মণকে সঙ্গে করিয়া দারগার নিকট উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ যে একটা এজাহার দিতে আসিয়াছে তাহাও জানাইয়া কনেষ্টবল স্থানান্তরে চলিয়া গেল। দারগা তখন অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষে উঠিয়া বসিলেন। ব্রাহ্মণ তখন দারগার সম্মুখে একখানি চিঠি দাখিল করিল। দারগা চিঠিখানি না পড়িয়াই বলিলেন "অতবড় বুড়া ধাড়ী নালিশ করিতে আসিয়াছ, তাতে আবার চিঠি কেন? তোমার মুখ নাই? নালিশটা সংক্ষেপে বল। তোমার নাম কি? বাড়ী কোথায়?

ব্রাহ্মণ সভয়ে বলিলেন "আমার নাম রামনাথ সান্যাল, বাড়ী গোপীনাথপুর।"

দারগা। কোন্ গোপীনাথপুর? যেখানে যত্নরায়ের বাড়ী?

রামনাথ। আজ্ঞে হাঁ, সেই যত্নরায়ের নামেই নালিশ করিতে আসিয়াছি।

দারগা। সর্ব্বনাশ! যত্নরায়ের নামে নালিশ করিয়া তোমার মত দরিদ্র ব্রাহ্মণ কোন ফল পাইতে পারে না। এমন বুদ্ধি তোমাকে কে দিয়াছে? এই সেদিন প্রকাণ্ড দাঙ্গার মোকদ্দমায় কত তুলকেলাম হইয়া গেল, শেষকালে সব মাটি হয়ে গেল, জল-জিয়ন্ত আসামীগুলি খালাস হ'য়ে গেল। লাভের মধ্যে উকীল বেটারা জেরা করিতে করিতে আমাকে ভেড়া করিয়া ফেলিল। যদি কখন উকীলের

বাচ্ছাকে একবার আপন কোটে পাই তবে আর কখন দারোগাজাতিকে জেলা না করে এরূপ বন্দোবস্ত করিব। তা যাউক, তুমি যতুরায়ের নামে মোকদ্দমা করিও না। বারিষ্টার, উকীল, মোক্তার, সাক্ষী—এই সকল লইয়াই ত মোকদ্দমা? তা এ সকলই অর্থের দাস। অর্থলোভে তোমার সাক্ষী মিথ্যা কথা বলিবে, আসামী খালাস হইবে, যতুরায় তোমার নামে মানহানির নালিশ করিবে। আর লাভের মধ্যে উকীল শৃগালেরা আমাকে মরাগরুর মত টানিয়া ছিঁড়িয়া খাইবে, তুমিও মজিবে, আমাকেও মজাইবে। ঠাকুর! ক্ষান্ত হও, বাড়ী যাও।

রামনাথ। আমি বড় বিপদে পড়িয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। যখন নালিশ না করিলে জাতি যায় তখন নালিশ ভিন্ন উপায় কি?

দারগা। জাতি-মারা মোকদ্দমা পুলিসের অগ্রাহ্য। ইচ্ছা হয় দেওয়ানীতে নালিশ করিতে পার। নালিশ করিয়া মরা-জাতি বাঁচানের চেষ্টা, কলঙ্ক দূর করিবার চেষ্টা, বিড়ম্বনা মাত্র। হাতের কালি মুখে দেওয়া মাত্র। অনেক দিগ্গজ পণ্ডিতও তোমার মত আহাম্মকি করিয়া কলঙ্ক ঘুচাইতে চেষ্টা করিয়া থাকে। আচ্ছা, যতুরায় কিরূপে তোমার জাতি মারিলেন?

রাম। আজ সাত দিন হইল যতুনাথ আমার অবিবাহিতা ভ্রাতুষ্পুত্রীকে—নিরুপমাকে ধৃত করিয়া কোন অজ্ঞাত

স্থানে কয়েদ রাখিয়াছে। আপনি নিরুপমাকে উদ্ধার করুন্।

দারগা। নিরুপমার বয়স কত?

রাম। আজ্ঞে, সে কেবল বালিকা, বয়স এই চৌদ্দ বৎসর মাত্র।

দারগা। হা-হা-হা-হা! বালিকা!! বালিকাই বটে!! যদি মেয়ে মানুষ চৌদ্দ বৎসরে বালিকা থাকে তবে তুমি আর আমি দুইটী ছোকরা মাত্র, বটে কি না? অমন বুদ্ধি না হ'লে ঘরের মেয়ে বাহির হ'বে কেন? সোমত্ত মেয়ে ঘরে পুরে রেখেছ, বে দেও নাই, তাতে যা হ'বার তাই হয়েছে। নিরুপমাকে যদুরায়ই উদ্ধার করেছেন। আমার আর ও সকল মোকদ্দমার বয়স নাই।

রাম। দারগা বাবু! আমার কাটাঘায়ে নুনের ছিটা দিবেন না। আমি ফৌজদারীতে নালিশ করিব, সেখানে অবশ্যই আমার বিচার হ'বে। পুলিসে নালিশ করা বিড়ম্বনা মাত্র।

এবার গোলক বসু গর্জ্জিয়া উঠিল। খাটিয়ার উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত গোলকের মাথা কাঁপিত, এখন বড় বেশী কাঁপিতে লাগিল। মুখভঙ্গিতে বাঁধান দাঁত খসিয়া পড়িল, চিবুক বাহিয়া থুথু গড়াইল। গোলক ভ্রূকুটি ভঙ্গি করিয়া বলিলেন "বিট্‌লে বামণ! দূর হ, পুলিসের বোল চা'ল শুনিস নাই, শুনে কাজও নাই, এই বেলা দূর হ।

ধেড়ে মেয়ে ঘরে পুরে রেখেছিস্, তার আবার একটা নালিশ কিরে ? সাধে কি রায় গুণাকর বলেছেন ঃ—

ঘরে আইবড় মেয়ে কখন না দেখ চেয়ে
বিবাহের না ভাব উপায়।
অনায়াসে——— ————————
এড়াইয়া বিবাহের দায় ॥

বেঁচে গেলি বেটা, সব মনে হ'ল না, এই বেলা দুর হ।"

কান্দিতে কান্দিতে রামনাথ থানা হইতে বাহির হইলেন, একটুও দাঁড়াইলেন না। গোলক দারগা বিগত তিনদিনের মফস্বল-ডায়ারী লিখিতে বসিলেন। একখানা চিঠি পায়ে ঠেকিল, কুড়াইয়া লইলেন, বুঝিলেন রামনাথের চিঠি। চসমা চড়াইয়া চিঠি খুলিলেন, মোট চারি ছত্রে চিঠি শেষ হইয়াছে। চিঠিখানা এই ঃ—

"গোলক ধর্ম্মাবতার,

তোমার গোপাল ভাল আছে, আমিও মন্দ নাই। রামনাথের মোকদ্দমায় আমিই একরকম ফরিয়াদী, রামনাথ উপলক্ষ মাত্র। যত টাকা লাগে, যত সাক্ষী চাও, যা কিছু যোগাড় যন্ত্র করিতে হয় মাধব বাবু করিবেন। মোকদ্দমা ছাড়িও না।

শ্রীহরমণি দেবী,
আশানপুর।"

চিঠি পড়িয়া গোলকের মাথা ঘুরিয়া গেল। তাড়াতাড়ি

ঘরের বাহিরে আসিয়া ডাকিলেন "সান্যাল মশাই ! ওগো সান্যাল বাবু, রামনাথ বাবু, বলি মিছে মিছি রাগ করে চল্লেন কেন ? বুড়া হলে অত রাগ ভাল দেখায় না, ফিরুন্ ফিরুন।"

একজন কনেষ্টবল রামাথকে ফিরাইয়া আনিল। দারগা এবার রামনাথকে বড় আদর করিলেন, গালাগালির জন্য মাপ চাহিলেন, মেজাজ ভাল ছিল না বলিয়া একটু কৈফিয়ৎ দিলেন। রামনাথ তখন মোকদ্দমার অবস্থা জানাইলেন। গোলকচন্দ্র অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এজেহারটা সংশোধন করিয়া লইলেন, একটু গোলজার করিয়া তুলিলেন। রামনাথের সকল কথা লেখা হইল না। কতক অংশ পরিবর্ত্তিত কতক পরিবর্দ্ধিত হইল। রামনাথ একটীও মিথ্যা বলিতে স্বীকৃত হইলেন না। দারগা মনে মনে হরমণিকে গালি দিয়া রামনাথকে বুঝাইলেন যে সকল কথা সত্য বলিলে ফৌজদারী মোকদ্দমা চলে না। অনেক কাটাকাটি ছাটা ছাটির পরে এজেহারটা এইরূপ দাঁড়াইল ঃ—

"আমি রামনাথ সান্যাল, পিঃ ব্রজনাথ সান্যাল, সাং গোপীনাথপুর, ইষ্টেশন মধুপুর, হাজির আসিয়া এজেহার করিতেছি যে সাতদিন গত হইল আশানপুরের শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতি হরমণি ঠাকুরাণী ওরফে সত্যপ্রিয়া দেবীর সহিত আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী নিরুপমা পাল্‌কী করিয়া নিজবাটী হইতে আশানপুর যাইতেছিল। গোপীনাথপুরের জেলেপাড়া

ছাড়াইয়া কোদ্‌লার মাঠে পড়িলে নিজ সাকিমের যদুরায় জমীদার প্রায় ৫০।৬০ জন লাঠিয়াল সহ বে-আইন-জনতায় মিলিত হইয়া বেহারাদিগকে মাইরপিট করিয়া হদ্দবেহদ্দ পীড়া দিয়া পাল্‌কীসহ ভাতিজী নিরুপমাকে কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে। তালাস অনুসন্ধানে তাহার কোন খোজ খবর পাওয়া গেল না। বিবাদীগণ কি জন্য নিরুপমাকে ধরিয়া নিয়াছে বলিতে পারি না। নিরুপমার বয়স চৌদ্দ বৎসর, এতক তাহার বিবাহ হয় নাই। যে পালকীর সহিত নিরুপমাকে ধরিয়া নিয়া গিয়াছে তাহাতে রূপার অক্ষরে মাধব বাবুর নাম লেখা আছে। বড় বাড়ীর গোপাল ডাক্তার, হরমণি ঠাকুরাণি, রামচরণমিছির, গোপীনাথপুরের কালী শিরোমণি, অন্নপূর্ণা দেবী এবং নবাবগঞ্জের রামধন বেহারা, নাটু বেহারা, গয়রহ দ্বারা আমার মোকদ্দমার প্রমাণ হইবে। আমি ঘটনা দেখি নাই, হরমণি দেবীর নিকট অবস্থা জানিয়া এজেহার দিলাম। আমি আরও শুনিয়াছি বেহারাদিগের সহিত যদুরায়ের লাঠালাঠি হইয়াছিল, উভয় পক্ষের শরীরে দাগ জখমের চিহ্ন আছে। আমি লেখাপড়া জানি, এজেহার পাঠ করিয়া দেখিলাম, ঠিক লেখা হইয়াছে জানিয়া আপন নাম দস্তখত করিলাম।

শ্রীরামনাথ সান্যাল।

সওয়াল মত কহিলেক যে নিরুপমার সহিত যতুনাথের আশ্‌-নাই থাকা সম্ভব।”

শ্রীগোলকচন্দ্র বসু,
সব্ ইনেস্পক্টর।

বলা বাহুল্য যে দারগা কোন সওয়াল করেন নাই, রামনাথও কিছু বলেন নাই। সুতরাং সওয়ালের অংশটুকু রামনাথ বিদায় হইলে লিখিত হইয়াছিল। রাত্রে গোলক বসুর নিদ্রা হইল না। প্রাতে নিরুপমার সন্ধানে বাহির হইলেন।
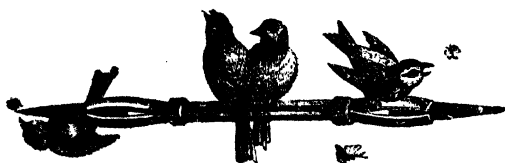
ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

"চক্রবাক চক্রবাকী একই পিঞ্জরে,
নিশিথে নিষাদ আনি রাখিলেক ঘরে
চকা বলে চকী প্রিয়ে এ বড় কৌতুক,
বিধি হতে ব্যাধ ভাল, বড় দুঃখে সুখ॥

রসরাজ কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী।

গোপীনাথপুরের প্রান্তভাগে যদুনাথের বাটীর প্রায় দেড় মাইল দূরে রায় জমিদারের একটী বৃহৎ উদ্যান ছিল। যদুনাথের পিতামহ রামসুন্দর রায় এই উদ্যানে একটী দ্বিতল গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া গ্রীষ্মকালে কখন কখন তথায় বাস করিতেন। যদুনাথের জন্মের কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার খুল্লতাত রাধারমণ রায় একদিন বৈশাখ মাসে এই ঘরে শয়ন করিয়াছিলেন। পরদিন প্রাতে রাধারমণের মৃত দেহ শয্যার উপর পাওয়া গিয়াছিল। অনুসন্ধানে জানা গেল—সর্পাঘাতে রাধারমণের মৃত্যু হইয়াছে। বৃদ্ধ রামসুন্দর পুত্র শোকে অধীর হইলেন, উদ্যান চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ

করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিয়া গেলেন যেন রায়বংশের কেহ কখন এই উদ্যানে গমনাগমন না করে। বহুকাল পর্য্যন্ত মনুষ্য—সমাগম অভাবে মনোহর উদ্যান ভয়ঙ্কর অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল। দেয়ালে ছাদে রোয়াকে অনেক লতাগুল্ম জন্মিয়াছিল। ইষ্টক নির্ম্মিত দ্বিতল গৃহের উপরিভাগে দুইটী মাত্র প্রকোষ্ঠ। মহামায়ার মৃত্যুর দিন শেষ রাত্রে লাঠিয়ালেরা যদুনাথকে ইহার এক প্রকোষ্ঠে রাখিয়া নিম্নে পাহারা দিতেছিল। যদুনাথ অচৈতন্য অবস্থায় ছিলেন। প্রাতে যদুনাথ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া দেখিলেন হস্তিদন্তনির্ম্মিত সুন্দর চৌকীর উপর দুগ্ধফেননিভ শয্যায় তাঁহার শরীর রক্ষিত হইয়াছে। শয্যাপার্শ্বে বসিয়া এক বৃদ্ধা তালবৃন্ত হস্তে তাঁহাকে ব্যজন করিতেছে। প্রত্যেক দেয়ালে বিলাসকল্পিত আলেখ্য ঝুলিতেছে—সকলগুলিই স্ত্রীমূর্ত্তি, মদিরায় ঢুলু ঢুলু, অঙ্গের বসন খসিতেছে। ব্যাবিলনের পূর্ব্ব ইতিহাস চিত্রিত রহিয়াছে। হর্ম্ম্যতল কার্পেট মণ্ডিত, তদুপরি মেহাগণি কাষ্ঠের টেবিল, টেবিলের উপর কয়েকখানা খবরের কাগজ, একখানা ক্ষুদ্র পুস্তক, পুস্তকখানা রসমঞ্জরী। খবরের কাগজের পার্শ্বে যদুনাথের নামাঙ্কিত সীলমোহর, দুই চারি খানি চিঠির কাগজ, একটী ক্ষুদ্র কাঁচের গ্লাস, গ্লাসের পাশে কেলনার কোম্পানীর নামাঙ্কিত একনম্বর ওয়ান্। কড়িকাঠে, কপাটে, জানলায় নূতন রঙ মাখান হইয়াছে, স্থানে স্থানে কীটদষ্ট অংশ বাহির

হইয়া পড়িয়াছে। নূতন সংস্কার স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

যদুনাথ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে শয্যা পার্শ্বস্থিতা বৃদ্ধারমণী করুণকণ্ঠে বলিতে লাগিল "বাছারে! কত দুঃখই পেয়েছ. তোমার মা বুঝি এতবেলা কেঁদে কেঁদে সারা হ'য়ে গেল' আহা! তোমায় এমন করে কে মাল্লে গা? তুমি আর মাধবের সঙ্গে ও সকল খেলা খেলিও না, মাধব বড় দুরন্ত ছেলে। একটু জল দিব?"

অশীতিবর্ষ অতিক্রম করিয়া সোনার মা বুড়ী কখন কখন দিশাহারা হইত। যদুনাথ বাল্যকালে মাধবের সহিত খেলা করিতেন. খেলিতে গিয়া কখনও আঘাত পাইতেন। সোণার মা তাহাই ভাবিয়া যদুনাথকে খেলিতে নিষেধ করিতেছিল।

যদুনাথ অনেকক্ষণ সোণার মার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, ইঙ্গিতে পিপাসা জনাইলেন, সোনার মা জল খাওয়াইল। যদুনাথ উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলেন, গাত্র বেদনায় উঠিতে পারিলেন না। বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসিলেন "সোণার মা! মাধব আমাকে এখানে আনিল কেন? এ কি মাধবের ঘর? কাল রাত্রে ঘোড়ায় চ'ড়ে সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরের নিকট কে গিয়াছিল বলিতে পার? মহামায়ার শব কি দাহ হয়েছে?"

"না রে বাবা" সোণার মা চারিদিকে চাহিয়া বলিল,

"না রে বাবা, আমার কোন পুরুষে এ জায়গা দেখে নাই। এটা এজিবিজি জঙ্গল, শেষরাত্রে ডুলিতে পুরে আমাকে এখানে এনে ফেলেছে। মহামায়ার শব হয় ত সেইখানেই পড়ে আছে। আহা! মরণকালে মা আমার যদু যদু বলিয়া চারিদিকে চাহিল, তোমাকে দেখার জন্য যেন পাগল হয়েছিল। তা তুমি এলেনা কেন?"

স্বপ্ন মনে পড়িল, যদুনাথ শিহরিয়া উঠিলেন। সোণার মায়ের কথায় বুঝিলেন যখন মহামায়ার আলোকময়ী মূর্ত্তি যদুনাথের সমক্ষে শয়নকক্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল ঠিক সেই সময়ে মহামায়া দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

যদুনাথ বিস্মিত হইয়া মহামায়ার মূর্ত্তি চিন্তা করিতেছিলেন এমন সময় এক অস্ত্রধারী পুরুষ সূক্ষ্ম বস্ত্রে মুখাবৃত করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল! যদুনাথকে বলিল "আপনি সুস্থ হ'য়েছেন শু'নে সুখী হইলাম। দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত আপনি এখানে বন্দী থাকিবেন। আপনার আহারাদির কোন কষ্ট হ'বে না। তবে আপনি এই বাগান হইতে বাহিরে যাওয়ার চেষ্টা করিবেন না। বল প্রয়োগ করিলে প্রাণ হারাইবেন। আমার ন্যায় এক শত অস্ত্রধারী পুরুষ এখানে পাহারা দিতেছে।"

যদুনাথ জিজ্ঞাসিলেন "তুমি কে? কি জন্য আমাকে বন্দী করিলে?" অস্ত্রধারী পুরুষ একটু চিন্তা করিয়া বলিল "এ সকল কথার উত্তর দেওয়া নিষিদ্ধ, হুকুমের

বিরুদ্ধ। আপনি আর কখন এরূপ প্রশ্ন করিবেন না।" বলিতে বলিতে অস্ত্রধারী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ক্রমে ছয় দিন গত হইয়া গেল। সোণার মায়ের নিকট যদুনাথ অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে কেন বন্দী করিল, কতদিন এ ভাবে থাকিতে হইবে, বিপক্ষের উদ্দেশ্য কি, এ সকল কথা সোণার মা বলিতে পারিল না। কারণ সে তাহা জানিত না। একজন ব্রাহ্মণ দুইবেলা আহার্য্য সামগ্রী যদুনাথের ঘরে রাখিয়া যাইত, যথেষ্ট উপকরণ থাকিত। আহার প্রদানে কিছুমাত্র কৃপণতা লক্ষিত হয় নাই। কেবল স্নান করিবার সময়ে এবং মলমূত্রাদি পরিত্যাগ জন্য যদুনাথ আপন প্রকোষ্ঠের বাহিরে আসিতে পারিতেন। তখন আটজন অস্ত্রধারী পুরুষ নিষ্কোষিত অসি হস্তে চারিদিকে ঘিরিয়া থাকিত। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে যাইবার অনুমতি ছিল না। এইরূপে কয়েকদিন গত হইল। সপ্তম দিনে যদুনাথ আপন নির্দ্দিষ্ট কক্ষে শয়ন করিয়াছিলেন, রাত্রি তৃতীয় প্রহর। এখনও যদুনাথের নিদ্রা হয় নাই, চিন্তা-জ্বরে দগ্ধ হইতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন "এতদিনে রায়বংশ নির্ম্মূল হইল। জানিনা কি পাপে বিধাতা বাম হইলেন। এ জীবনে কখন অন্যের অমঙ্গল চিন্তা করি নাই। তবে এমন হইল কেন বুঝিতে পারিলাম না! অথবা বিধাতার চক্র মনুষ্যের জ্ঞানাতীত। হইতে পারে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত দুষ্কৃতি ইহজীবনে ফলবতী হইয়া

জীবাত্মার দণ্ডবিধান করিতেছে। সত্য বটে জন্মান্তর একটা অনুমান মাত্র। কিন্তু কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান মনুষ্যের স্বাভাবিক প্রকৃতি। যখন আমার বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার হেতু ভূত ক্রিয়াকলাপ খুঁজিয়া পাই না তখন জন্মান্তর স্বীকার ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সত্য বটে পূর্ব্বজন্মের কিছুই আমার স্মরণ হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া জন্মান্তর অস্বীকার করিতে পারি না! আমার এই আটাশ বৎসর বয়স হইল, কিন্তু জন্ম হইতে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত আমার জীবনে কি কি ঘটনা ঘটিয়াছিল কিছুই ত মনে হয় না। তাই বলিয়া কি আমার শৈশবকাল ছিল না বলিয়া অনুমান করিব? সুতরাং যাহা স্মরণ করিতে পারি না তাহা যে ছিল না, এরূপ অনুমানে কাহারও অধিকার নাই। আবার যাহা বুঝি না তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করি কেন? জন্মান্তরের ক্রিয়াকলাপ এ জীবনে কিরূপে, কোন সূত্রে, সুখ দুঃখের প্রতি প্রভুত্ব করে তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিনা, বা বুঝাইতে পারি না। ভাল করিয়া স্তরে স্তরে বুঝিতে পারি না সত্য; কিন্তু পৃথিবীর অনেক বিষয়ই ত বুঝি না। অথচ যেন বুঝিয়াছি বলিয়া কার্য্য করিয়া থাকি। যদি কোন বিষয় স্পষ্ট করিয়া না বুঝিলে তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অবিবেচনার কার্য্য হইত তবে প্রায় সমগ্র মনুষ্যজাতিকে অবিবেকী বলিতে হয়। কারণ কয়জন লোকে ঈশ্বরকে জানিয়াছে? জানে নাই, তবু ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া

তদনুযায়ী কার্য্য করিতেছে। যদি কোন বিষয় স্পষ্ট না বুঝিয়া তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অবিবেচনার কার্য্য হইত তবে সমগ্র মানবজাতি নাস্তিক হইয়া যাইত। যাদুকর আমার সম্মুখে অনৈসর্গিক ক্রিয়া দেখাইতেছে, আমি অবাক্ হইয়া বাজি দেখিতেছি, কিন্তু কারণ বুঝিতেছি না। যতক্ষণ কারণ বুঝিলাম না ততক্ষণ কিছুই বুঝিলাম না বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া কি বাজি অস্বীকার করিতে পারি? তাহা হইলে আমার চক্ষুকে অবিশ্বাস করিতে হয়। অতএব যাদুকর যে অনৈসর্গিক ক্রিয়া প্রত্যক্ষীভূত করাইল তাহার অজ্ঞাত কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছি। সুতরাং পূর্ব্ব জন্ম আমার স্মরণ নাই বলিয়া এবং স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিনা বলিয়া তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারি না। আবার এ দিকে যাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝি না এবং স্মরণ করিতে পারি না তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিব কেন? বিশ্বাস করিব কেন? তাহা হইলে যে যাহা বলে, যে যাহা অনুমান করে, তাহাই স্বীকার করিতে হয়, বিশ্বাস করিতে হয়। এটী ভুল। সত্য অনুমানের লক্ষণ আছে। যে অজ্ঞাত কারণ অনুমান করিলে জ্ঞাত কার্য্যকারণের সহিত বিরোধ ঘটে না, অথচ মনুষ্য জীবনের সুখ দুঃখের নিদান অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারা যায়, তাহাই স্বীকার করিতে হয়, বিশ্বাস করিতে হয়। কারণ এরূপ অজ্ঞাত কারণের

অনুমান স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক, সুতরাং অনিবার্য্য। এই জন্যই পূর্ব্ব জন্ম বা অদৃষ্ট স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া অদৃষ্টের দোহাই দিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা মূর্খতা মাত্র। যখন ব্যাধি-দুষ্ট দেহ ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্য লাভ করে তখন মানবের ঐহিক সুকৃতি পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতিকে অবশ্যই বিনষ্ট করিবে, অন্ততঃ হীনবল করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাক্তন-গতি সুকৃতি বা দুষ্কৃতির অনুগামী। সুতরাং এ পৃথিবীতে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান সকলেরই কর্ত্তব্য আমার ভাগ্যে তাহা ঘটিল কৈ? আটাশ বৎসর বয়সে আমার সকলই ফুরাইল। আমি মাধবের কারাগারে বন্দী, মাধব সাক্ষাৎ কালসর্প, কালসর্পের বিবরে প্রবেশ করিলে কে কবে অনাহত ভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে? আমার জীবননাশ ভিন্ন সে নরাধমের আর কি উদ্দেশ্য হইতে পারে? এখনে আমার মৃত্যু অনিবার্য্য। মরিব, তাহাতে দুঃখ কি? জীব মাত্রেই মৃত্যুর অধীন। তবে পিশাচের হাতে অপমৃত্যু হইল ইহাই দুঃখ। আমি মরিলে পতি পুত্র বিহীনা অন্নপূর্ণার দশা কি হইবে? হতভাগিনী! অগ্রে তোমার মৃত্যু হইলে আমি সুখে মরিতে পারিতাম। তুমিই আমার এ সংসারের এক মাত্র বন্ধন! এই বন্ধন ছিন্ন করিয়া মরিতে পারিলে আমার মৃত্যু সুখের হইত।"

যদুনাথ এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, গৃহমধ্যে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছিল। এমন সময় দ্বারে ধীরে ধীরে কে

আঘাত করিল। পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত পরে নিশীথ সময়ে কারাগারে রক্তপিপাসু মীরন-প্রেরিত নরহন্তার পদধ্বনি শুনিয়া সিরাজউদ্দৌলা যেরূপ সভয়ে চমকিত হইয়াছিলেন যদুনাথ সেইরূপ চমকিয়া উঠিলেন। বুঝিলেন কোন ঘাতক তাহাকে বধ করিতে আসিয়াছে। যদুনাথ বদ্ধপরিকর হইয়া গৃহমধ্যে অস্ত্র অন্বেষণ করিলেন। গৃহমধ্যে কোন অস্ত্র পাইলেন না। উন্মাদের ন্যায় যদুনাথ চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন, গবাক্ষের দিকে দৃষ্টি পড়িল। যদুনাথ উভয় হস্তে গবাক্ষের একটী লৌহদণ্ড ধরিয়া টানিলেন, পুরাতন গৃহের দুই একখানি ইট খসিয়া পড়িল আবার টানিলেন আবার ইট খসিল, ক্রমে সমগ্র বাতায়ন বাহির হইয়া পড়িল। যদুনাথ একটী লৌহদণ্ড বাহির করিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিলেন। এমন সময় বাহির হইতে ক্ষুদ্র লৌহশলাকা প্রবেশ করাইয়া কে যেন কপাট খুলিয়া ফেলিল। যদুনাথ একলম্ফে দরজার নিকট উপস্থিত হইয়া গৃহপ্রবেশকারীর শির লক্ষ্য করিয়া লৌহদণ্ড উত্তোলন করিলেন। চেষ্টা বিফল হইল। যদুনাথের সর্ব্বাঙ্গ কিছুকালের জন্য অবসন্ন হইয়া পড়িল। অলক্তক-রঞ্জিত দুইখানি ক্ষুদ্র হস্ত যদুনাথের সম্মুখে উত্তোলিত হইয়া লৌহদণ্ডকে যেন বিদ্রূপ করিতে লাগিল। যদি সেই মুহূর্ত্তে ঘোর ভূকম্পনে সমগ্র গৃহ চূর্ণীকৃত হইয়া ভূগর্ভে নিহিত হইত তাহা হইলেও যদুনাথ এরূপ বিস্মিত বা স্তম্ভিত হইতেন না। যদুনাথ দেখিলেন সম্মুখে

এক অপূর্ব্বা স্ত্রীমূর্ত্তি—অর্দ্ধবিকসিত কমলকোরক—নিরুপমা !!

যদুনাথ বসিয়া পড়িলেন, লৌহদণ্ড হস্তচ্যুত হইয়া সশব্দে গৃহমধ্যে পতিত হইল। নিম্নে প্রহরীগণ পাহারা দিতেছিল, অনেকে ঘুমাইতেছিল। যে দুই চারি জন জাগিয়াছিল তাহারা সিদ্ধির নেশায় নবাব ওয়াজেদালীর বেগমকে স্মরণ করিয়া লোটা বাজাইয়া গাইতেছিল :—

"আরে লক্ষ্ণৌ নগরী—
আরে লক্ষ্ণৌ নগরী মেরা-আ-আ-
লুট লিয়া
বড়া জুলুম কিয়া"

এদিকে যদুনাথ যে 'জুলুম কিয়া' জানালা ভাঙ্গিয়া লৌহদণ্ড খুলিয়া লইলেন তাহাও মাতোয়ারা প্রহরীদিগের নিকট অযোধ্যা নবাবের তোষাখানা ভাঙ্গা বলিয়া মনে হইল, কোন কথা বলিল না। ভাবিল গোরা সিপাহী তোষাখানা ভাঙ্গিতেছে।

যদুনাথ নির্ব্বাক, নিষ্পন্দনয়নে নিরুপমার নলিনীদল-বিনিন্দিত নেত্রযুগল নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। যদুনাথ দেখিলেন নিরুপমার সে ব্রীড়া-মাধুরী নাই, সে লুকোচুরি ভাব নাই, সে ভাষাবহির্ভূত কটাক্ষ নাই, অমর-বাঞ্ছিত মধুর অধরে আর সে মধুর হাসি নাই। নিরুপমা আজ ঘোর সংসারীর ন্যায়, ঘোর বিষয়ীর ন্যায়, প্রৌঢ়া গৃহিণীর

ন্যায় প্রগল্‌ভা। নিরুপমা ব্যস্ত হইয়া বলিল "পালাও, আর বিলম্ব করিও না, পালাও, এখানে থাকিলে বিপদের উপর বিপদ হ'বে, পালাও।"

নিরুপমা উত্তরের প্রতীক্ষা করিল না। দরজার অপর পার্শ্ব হইতে একটী ছোট বাক্স আনিয়া যদুনাথের সমক্ষে তাহা খুলিল। বারাণসী শাড়ী বাহির করিয়া যদুনাথের সম্মুখে রাখিল। মল, মেখলা, মঞ্জীর, মালা, বলয় প্রভৃতি আভরণ আপন অঙ্গ হইতে খুলিয়া যদুনাথকে বলিল "এই শাড়ী পর, গহনার মধ্যে বলয় ভিন্ন সকলই পরিতে পার, বলয় হাতে লাগিবে না, তত দরকারও নাই। দুইগাছা এক হাতের আঙ্গুলে রাখিয়া শব্দ করিতে করিতে বাহির হ'য়ে যাও। সোণার মা সঙ্গে যা'বে, আমি তাহাকে ডাকিয়া দিতেছি। সে আগে আগে যাইবে, তুমি তাহার পিছনে মলের শব্দ করিয়া চলিবে। এই ঘরের দক্ষিণে ঝাউতলায় গিয়া একটা কামিনীফুলের গাছ দেখিবে, সেই গাছ তলা দিয়া একটা ছোট পথ আছে, সেই পথে পালাও। আমাকে সেইপথে গত রাত্রে এখানে আনিয়া ফেলিয়াছে। আমি যাইতেছি ভাবিয়া তোমাকে কেহ মারিবে না, মুখে বাধা দিতে পারে।"

নিরুপমাকে কে এখানে আনিল, কেন আনিল, নিরুপমার পরিণামে কি হইবে, নিরুপমা মরিল না কেন, যদুনাথ তাহাই ভাবিতেছিলেন। এরূপ চিন্তায় যদুনাথের

কি অধিকার আছে জানি না। এই সে দিন যদুনাথ নিরুপমার পরিণয়-সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তবে নিরুপমার ভাল মন্দে, জীবন মরণে, যদুনাথের এত চিন্তা কেন? আসল কথা মানুষে অনেক সময় আপন চিত্ত পরীক্ষা করিতে পারে না। অন্তর্নিহিত চিত্রগুলি চাপা দিতে চাহে, মুছিয়া ফেলিতে চাহে, মনে মুখে সে চিত্র ছিন্ন করিতে চাহে। ছিঁড়িতে পারে না, অথচ ছিন্ন করিয়াছে বলিয়া মহা ভ্রমে পতিত হয়। যদুনাথ সবিশেষ অবস্থা জানিতে চাহিলেন। নিরুপমা প্রায় এক নিশ্বাসে বলিল "মাধবের মা সেই জটাবুড়ী মরার আগে নাকি আমাকে দেখিতে চাহে। হরমণি মাধবের পাল্কী নিয়া আমাকে লইতে আসিলে ভয়ে আমি যাইতে স্বীকার করি নাই। জটাবুড়িকে দে'খলে বড় ভয় করে। মায়ের তাড়নায় থাকিতে পারিলাম না, হরমণির সঙ্গে পাল্কীতে উঠিয়া কোদলার মাঠে পড়িলে অনেকগুলি লাঠিয়াল বেহারা-দিগকে মারিয়া পাল্কীখানা একটা জঙ্গলের মধ্যে নিয়া গেল। আমি চীৎকার করিয়া উঠিলে হরমণি হাসিয়া বলিল "ভয় নাই, যদুরায়ের মানুষগুলি তোমাকে ধরিয়া নিতে আসিয়াছে" তখন হরমণির কথা বিশ্বাস হইল। তোমার উপর বড়—"

যদু। বড় কি?

নিরু। কিছু না।

যদু। আচ্ছা, তার পরে ?

নিরু। তারপরে জঙ্গলের মধ্যে একটা ভাঙ্গাঘরে গিয়া দেখিলাম চারিজন প্রাচীনা হিন্দুস্থানী মেয়ে মানুষ। তাহারা আমাকে বড় যত্ন করিয়া কয়েকদিন রাখিল। হরমণি প্রথম দিনেই পলাইয়া কোথায় গেল জানি না। কা'ল রাত্রে আমাকে এখানে আনিয়া সেই হিন্দুস্থানী মেয়ে মানুষগুলি চলিয়া গিয়াছে। যাওয়ার সময় এখানকার বরকন্দাজদের সঙ্গে যেন কি পরামর্শ করিল। বরকন্দাজেরা আমাকে তোমার পাশের ঘরে পুরিয়া চাবি লাগাইল, পরে এক ব্রাহ্মণ একথালা ভাত লইয়া চাবি খুলিয়া আমার ঘরে গিয়া চারিদিকে চাহিল। ভাতের থালা রাখিয়া গেল। দরজা বন্ধ করে নাই। সোণার মায়ের নিকট জানিলাম তুমি এখানে কয়েদী, আমিও তাই। মাধব যে কি সর্ব্বনাশের জন্য এমন করিল বুঝিতে পারি না। আমার অদৃষ্টে যাই থাকুক তুমি পালাও, রাত্রি প্রায় শেষ হইল।

যদুনাথ। আমি পলাইলে তোমার লাভ কি ? আমি বন্দী থাকিলেই বা তোমার দুঃখ কি ? মাধবের ঘরে বন্দিনী থাকিতে তুমি সুখী, নতুবা তোমাকে এখানে জীবিতা দেখিতাম না। আমার মুক্তির জন্য তোমার ব্যগ্রতা কেন ? আমি তোমার কে ?

মানুষের রসনায় বিষ আছে। কখন কখন এই

রসনা হইতে হলাহল উদ্গীর্ণ হইয়া শত শত প্রাণী, শত শত দেশ, শত শত রাজ্য বিনষ্ট করিয়াছে। রজকের রসনাপ্রসূত হলাহল রমণীকুলগৌরব জনকতনয়াকে ভস্মীভূত করিয়াছিল। শিশুপালের রসনাসম্ভূত গরল রাশি চেদি রাজ্য ধ্বংস করিল, শিশুপাল অকালে বিনষ্ট হইল। এই রসনা-বিষে মহারাষ্ট্রীয় নরপতি শম্ভুজীর সর্ব্বনাশ হইল, অরাঙ্গাজীবের আদেশে তাঁহার চক্ষু উৎপাটিত হইল, রসনা ছিন্ন হইল, ছিন্নশির ভূমিতে লুটাইল।

আজ যদুনাথের বাগেন্দ্রিয় যে বিষ উদ্গীরণ করিল তাহাতে নিরুপমার ন্যায় কোমল কলিকা যে দগ্ধ হইবে তাহার আর বিচিত্র কি? বালিকার সংজ্ঞালোপ হইল, বাত্যাহত লতিকার ন্যায় ভূমে বিলুণ্ঠিত হইল। যদুনাথ একটু অপ্রতিভ হইলেন, একটু উদ্বিগ্ন হইলেন, আবার আনন্দসাগরে ভাসিলেন, তখনই আবার বিপদাশঙ্কায় অভিভূত হইলেন। এত গুলি মানসিক বৃত্তি কি কখন এক সঙ্গে কার্য্য করিতে পারে? এমন কি কখন সম্ভব? আমরা বলি মানুষে সকলই সম্ভব! সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক কারলাইন সাহেব বলেন "মানুষের মত অদ্ভুত জীব পৃথিবীতে আর কখন দেখা যায় নাই।" যিনি মনুষ্যচরিত্র একাগ্রচিত্তে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন তিনি বুঝিবেন কারলাইন একটুও মিথ্যা কথা বলেন নাই।

যদুনাথ নিরুপমার শুষ্ক অধরে, নিমীলিত চক্ষে জল সিঞ্চন করিলেন, তালবৃন্তে ব্যজন করিতে লাগিলেন। রাত্রি

প্রায় শেষ হইয়া আসিলে নিরুপমা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। এবার নিরুপমা নীরব। নিস্পন্দনয়নে যদুনাথের মুখমণ্ডলে প্রণয়ীর গুপ্তভাষায় লিখিত কি যেন পাঠ করিতেছিলেন। মনে মনে বলিতেছিলেন "বিধি হ'তে ব্যাধ ভাল, বড় দুঃখে সুখ।'

যদুনাথ আর বিলম্ব করিলেন না, চিন্তাও করিলেন না। নিরুপমার মস্তক আপন স্কন্ধে রাখিয়া, তাহার কটিদেশ বাম হস্তে ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে লৌহদণ্ড গ্রহণ করিয়া ভগ্ন গবাক্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন। নিম্নে চৌদ্দ কি পোনর হাত অন্তরে উদ্যান দৃষ্ট হইতেছে। নির্ব্বিরোধে অবরোহণের উপায়ান্তর না দেখিয়া যদুনাথ নিরুপমাকে লইয়া একলম্ফে নিম্নে উদ্যানে পতিত হইলেন। ধুব্ করিয়া একটা শব্দ হইল, যদুনাথের পদদ্বয় কতক পরিমাণে মৃত্তিকায় প্রোথিত হইল। যদুনাথ পদ সঞ্চালন করিতে না করিতে গুড়ুম্ গুড়ুম্ শব্দে বন্দুক ছুটিল। একজন প্রহরী যদুনাথকে পলাইতে দেখিয়া বন্দুক ছুড়িল। একটা গুলি যদুনাথের দক্ষিণ বাহু স্পর্শ করিল মাত্র, বিশেষ কোন আঘাত লাগিল না। উদ্যানে প্রচ্ছন্নভাবে রক্ষিত একজন কনেষ্টবলের বামবাহু ঐ গুলি লাগিয়া ভগ্ন হইয়া গেল। কনেষ্টবল চীৎকার করিয়া উঠিল, দেখিতে দেখিতে প্রহরীগণ দলবদ্ধ হইয়া হৈ হৈ শব্দে যদুনাথকে ঘিরিয়া ফেলিল। কনেষ্টবল বেষ্টিত একজন পুলিস কর্ম্মচারী যদুনাথের সম্মুখে

পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইল। যদুনাথ চিনিলেন—সম্মুখে গোলক বসু দারগা!

যদুনাথ গোলক দারগাকে বলিলেন “মাধব বাগচী আমাদিগকে কয়েদ রেখেছে, আপনি আমাদিগকে মুক্ত করুন্, কয়েদখালাস করা আপনার কর্ত্তব্য।”

গোলক বসু যদুনাথের হস্তে লৌহদণ্ড দেখিয়া বড় ভীত হইয়াছিলেন, পেন্‌শেনের দরখাস্ত দাখিলের কল্পনা করিতেছিলেন। এখন যদুনাথ তাঁহার সাহায্য চাহিতেছেন দেখিয়া গোলক দারগা একটু আশ্বস্ত হইলেন। প্রহরীদিগকে গ্রেপ্তার জন্য হুকুম দিলেন। অনেকে পলাইল, যে দুই চারি জন ধরা পড়িল তাহারা যদুরায়ের লাঠিয়াল বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিল। যদুনাথ বিস্মিত হইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। নিরুপমা অবনত মুখে যদুনাথের পশ্চাতে দাঁড়াইল। এমন সময় রামনাথ সান্যাল উপস্থিত হইয়া নিরুপমার হাত ধরিয়া গোলক দারগাকে বলিলেন “এই যদুরায়ই আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, কুলে কালি দিয়াছেন।”

যদুনাথ অধিকতর বিস্মিত হইলেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। দারগা মিঠে কথায় যদুনাথকে অন্যমনস্ক রাখিয়া কনেষ্টবলদিগকে ইঙ্গিত করিলেন। চারিজন কনেষ্টবল পশ্চাদ্ভাগ হইতে যদুনাথকে সহসা ভূতলে ফেলিয়া হস্তপদাদি রজ্জুবদ্ধ করিল। নিরুপমা উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন

করিয়া উঠিল। যে ঘরে যদুনাথকে বন্দী রাখা হইয়াছিল দারগা সেই ঘরে যাহা যাহা প্রাপ্ত হইলেন সমুদয় সংগ্রহ করিয়া সাক্ষী রাখিয়া মাল-তালিকা লিখিলেন। পরে যদুনাথকে কনেষ্টবলের সাহায্যে থানায় লইয়া গিয়া গারোদে আবদ্ধ করিলেন। কালীশিরোমণি বাগানবাটীতে দারগার নিকট হইতে যদুনাথকে জামীনে খালাস করিতে চাহিয়াছিলেন, কৃতকার্য্য হন নাই!

বিংশ পরিচ্ছেদ।

"O, I have passed a miserable night
So full of fearful dreams, of ugly sights,
That as I am a Christian faithful man
I would not spend another such a night
Though 'twere to buy a world of happy days"

Shakespear's King Richard III.

এই ঘটনার প্রায় এক মাস পরে গঙ্গাস্নানের বড় একটা যোগ উপস্থিত হইল। মফস্বলের শত সহস্র লোক গঙ্গাস্নান উপলক্ষে কলিকাতায় উপস্থিত হইল। স্নানের দিন সকাল বেলা ভাগীরথীর উভয়কূল লোকে লোকারণ্য। কলিকাতার রাম্নু, বিশু, মল্লিকা, মালতী, ময়না, বুল্‌বুল্‌, সবুজপেড়ে সূক্ষ্ম গামছায় স্কন্ধ ঢাকিয়া কোমর জলে দাঁড়াইয়া সমবয়স্কার কাণে কাণে ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া কি বলিতেছে, আর খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিতেছে। বৃদ্ধা অভিভাবিকা চীৎকার করিয়া গলা ভাঙ্গিতেছে। কার কথা কে শুনে? রঙ্গপুরের গলগণ্ডী, যশোহরের উগ্রচণ্ডী, শ্রীহট্টের খাঁদা প্যারী,

মেদিনীপুরের আধা উড়েনী, বিক্রমপুরের জগী, ভগী, ভাগ্যবতী, গঙ্গায় ডুব দিতেছে, নারিকেল ছুড়িতেছে, কেহ চিনির ভোগ উৎসর্গ করিতেছে, কেহ বা গঙ্গায় দুগ্ধ ঢালিতেছে। আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি ভগীরথের পিতৃশ্রাদ্ধের পরে গঙ্গাঠাকুরাণীর এরূপ ফলাহার বড় একটা জুটিয়া উঠে নাই। জগন্নাথের বাঁধা ঘাটের সিঁড়ি হইতে উপরে রাস্তা পর্য্যন্ত জগন্নাথের চেলাগণ এক তালপাতার ছাতার নীচে দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর সাজাইয়া বসিয়াছে—ঠাকুর, স্বয়ং উড়ে, উভয়ের তৈজস, ঠাকুরের নৈবিদ্য, নেংটীর নীচে টাকার তহবিল, ঠাকুরের সম্মুখে পয়সার তহবিল, আদখানা চিরুণী, সিকি পয়সার আরসী, চন্দনের বাটী, তিলককাঠী, জগন্নাথের আসল প্রসাদ, নকল প্রসাদ, ভদ্র বিধবার গচ্ছিত পট্টবস্ত্র, মেচোবাজারের মিশীওয়ালীর কলুষিত বাবু-ধাক্কা ধুতি—এক তাল পাতা ছাতার নীচে রক্ষিত হইয়াছে। অনেকে বলেন ভারতবর্ষের মধ্যে পার্শী ও মাড়োয়ারী জাতি বাণিজ্য ব্যবসায়ে সর্ব্বপ্রধান। এ সকল গণ্ডমূর্খের কথা। আমাদের মতে শালপত্র-চুরটপায়ী কৌপীনধারী উৎকলবাসীর ন্যায় চতুর ব্যবসায়ী পৃথিবীতে নাই। নতুবা তাহারা কি উপায়ে সামান্য চন্দন পরাইবার ছলে অসূর্য্যম্পশ্যা কুলকামিনীগণের লক্ষটাকার মুখে সিকি পয়সার খরখরে হাত বুলাইতেছে? আসল কথা ব্যবসা সকলে বুঝেনা।

উড়েদের পার্শ্বে বৃদ্ধ বৈরাগীরা কেঁড়েজুলি গলায় ঝুলাইয়া খঞ্জনি বাজাইয়া গাইতেছে ঃ—

আয় রে মাধাই কাছে আয়।

গৌর প্রেমের ঢেউ লাগুক তোর গায়।"

একদিন এই প্রেমতরঙ্গে নদীয়া ভাসিয়াছিল, শান্তিপুর ডুবু ডুবু হইয়াছিল, কিন্তু এখানে গৌরপ্রেমের ঢেউ বড় একটা কেহ লাগাইল না। দুই একটী প্রাচীন যাত্রী বৈরাগীদিগকে দুই একটী পয়সা দিয়া সরিয়া যাইতেছিল। এদিকে রামকানাই মুচীর বেটা রাধাকৃষ্ণ বাবাজীর বড় পসার, প্রায় বাজী মাৎ করিয়াছে, সম্মুখে স্তূপাকারে পয়সা পড়িয়াছে। এখানে যুবতী যাত্রীর সংখ্যাই অধিক। রাধাকৃষ্ণ বাবাজীর বয়স বেশী নয়, কপালে একটী ছোটরকমের রস-তিলক মুখে মিষ্টি মিষ্টি হাসি টুকু লাগিয়া আছে, চক্ষু দুইটী মন্দ নয়, সুরে জোয়ারি আছে। পায়ে নুপুর পরিয়া, গোপীযন্ত্রে গামাগুম্ বাজাইয়া বাবাজী গাইতেছিল ঃ—

তেল হচ্ছে হুগলীর জেল খানায়,

মোহান্তের তেল নিবি তো আয়।"

ইহার অনতিদূরে সন্ন্যাসীর বেশে এক তেজস্বী মহাপুরুষ অগ্নিকুণ্ডে হুতাহুতি প্রদান করিতেছিলেন। কোটপেণ্টলুনধারী এক যুবাপুরুষ অগ্নিকুণ্ডের নিকট দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে একটী সপ্তদশবর্ষীয়া রমণী যুবকের হাত

ধরিয়া চারিদিকে কি দেখিতেছিলেন। হোমান্তে সন্ন্যাসী আপন ইষ্টদেবের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। অবসর বুঝিয়া যুবক বলিলেন "মহাশয়! ক্ষমা করিবেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব, আমার সংশয় দুর করুন্।

সন্ন্যাসী। কি বাবা ?

যুবা। ঘৃত অতি মূল্যবান জিনিস। এরূপ মূল্যবান জিনিস অগ্নিতে পোড়াইলে দেশের অমঙ্গল। মহামতি এডাম্ স্মিথ বলিয়াছেন জাতীয় ধন নষ্ট করা মহাপাপ। আমি স্পষ্টই বুঝিতেছি অজ্ঞতা বশতঃ আপনি এরূপ পাপে লিপ্ত হইয়াছেন। একটু ভাবিয়া দেখুন আমি সত্য বলিয়াছি কি না।

সন্ন্যাসী। বাবা! ভেবে চিন্তে চুল দাড়ী পেকে গেল, পাপ পুণ্য ঠাওরাতে পারিলাম না। এরূপ অসার অজ্ঞ ব্যক্তির নিকট প্রশ্ন করা বিড়ম্বনা মাত্র। আমি কেমন করিয়া তোমার সংশয় দূর করিব ?

যুবা। তবে আপনি প্রকারান্তরে স্বীকার করিলেন যে আগুনে ঘৃত পোড়ান মহাপাপ।

সন্ন্যাসী। না, তাহা কখনই স্বীকার করি না।

যুবা। কেন ?

সন্ন্যাসী। পরে বলিব। তুমি ছাগমাংস খেয়ে থাক ?

যুবা। খাই বই কি ?

সন্ন্যাসী। কোন দেবতার উদ্দেশে বলিদান কর কি ?

যুবা। না।

সন্ন্যাসী। তবে কি জবাই কর ?

যুবা। ছি! ছি! সে ত নেড়েরা করে থাকে। যখন খেতে ইচ্ছা হয় একটা কেটে খাওয়া যায়। দুটী প্যাজ আর একটু ঘি দিয়ে লপ্ চপ্ করে মেরে দেই।

সন্ন্যাসী। তবে বলি দেও না, জবাইও কর না। ভাল, তবে কি মিষ্টি ছুরি দিয়া ছাগের কোমল গ্রীবা মিষ্টি মিষ্টি ভাবে ছেদন করিয়া উদর স্বর্গে প্রেরণ কর ? ভাব দেখি কোন নরমাংসভোজী অসভ্যজাতি তোমার মাংস ভক্ষণ জন্য তোমাকে বন্ধন করিল, তখন তোমার চক্ষে সেই নরমাংসলোলুপ প্রত্যেক ব্যক্তি নরকের ভয়ঙ্কর পিশাচ বলিয়া বোধ হয় কি না ?

যুবা। হইতে পারে।

সন্ন্যাসী। তুমি যখন মাংসলোলুপ হইয়া ছাগ বন্ধন করিয়া থাক তখন সেও মনে করে মানুষের মত স্বার্থপর ভয়ঙ্কর পিশাচ পৃথিবীতে নাই। আবার এদিকে উদর পূজার জন্য ছাগবধ করিয়া যে মহাপাপে লিপ্ত হইলে তোমার ঘৃত সেই মহাপাপের সহায়তা করিল। এখন বল দেখি ঘৃতের অপব্যবহার কে করিল ?

যুবা বামকরে আপনার লম্বমান শ্মশ্রুর অগ্রভাগ গুম্ফ সমীপে উত্তোলন করিলেন। উৎকুন কুল এই সাবকাশে বে-খরচায় গুম্ফে উপনিবেশ করিল। যুবকের সঙ্গিনী

চারুহাসিনী যুবতী সন্ন্যাসীর কথায় বড় কাণ দেয় নাই. রাধাকৃষ্ণ বাবাজীর নৃত্য গীতে মোহিত হইয়া ভাবিতেছিল "হুগলী ত বেশী দূর নয়, মোহান্তের এক বোতল তেল আনিয়া রাখিলে হানি কি? সময় অসময় ত সকলেরই আছে।"

যুবক দেখিলেন সন্ন্যাসীর অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া একটা রোগ হইয়াছে; বলিলে বুঝিবে না, অথচ তর্ক করিবে। আর বিলম্ব না করিয়া সন্ন্যাসীকে ছাড়িয়া যুবক সরিয়া গেলেন। যাওয়ার সময় বলিয়া গেলেন "স্থান ত্যাগেন দুর্জ্জনং।"

যুবতী বড় অনিচ্ছায় যুবার অনুগমন করিলেন। কলিকাতার এমন সুন্দর সুলভ যুবকের দল, এমন রাধাকৃষ্ণ বাবাজীর নৃত্যগীত, গঙ্গার ঘাটে অবরোধ প্রথার তিরোভাব, স্বামীর আদেশে অবগুণ্ঠন বিমোচন, অসভ্য যুবকদিগের অমিয় কটাক্ষ, জনতারছলে পর পুরুষের অঙ্গস্পর্শ, এই সাময়িক ষড়রিপু যুবতীকে যেন কেমন কেমন করিয়া ফেলিল। মনটা উড়ু উড়ু হইয়া গেল, বাসায় ফিরিতে ইচ্ছা ছিল না। উভয়ে কিছুদূরে গেল পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল —"তারকনাথ।"

যুবক তারকনাথ সান্যাল পশ্চাদ্ভাগে চাহিয়া দেখিলেন সন্ন্যাসী তাহাকে ডাকিতেছেন। তারক বিস্মিত হইয়া সন্ন্যাসীর নিকট অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। এবার

যুবতী হিরণ্ময়ী কিছু চমকিতা হইলেন। সন্ন্যাসী তখন হিরণ্ময়ীকে জিজ্ঞাসিলেন "মা! এমন শুভযোগে শুভক্ষণে পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর জলে স্নান করিলে না?"

অন্য সময় হইলে হিরণ্ময়ী কি বলিতেন তাহা ঠিক বলিতে পারি না। এখন সন্ন্যাসীকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা আমরা শুনিয়াছিলাম। কথা কয়েকটা এই :—

"শুভাশুভ যোগ মূর্খের কল্পনা মাত্র, গঙ্গাস্নানে কোন ফল নাই, আর শিক্ষক মহাশয়ের উপদেশে গঙ্গাস্নান আমার পক্ষে নিষিদ্ধ।"

সন্ন্যাসী তারকের নিকট জানিলেন সুনীতিভূষণ বাবু হিরণ্ময়ীর শিক্ষক। চক্ষু মুদিত করিয়া সন্ন্যাসী কিছুকাল নীরব হইলেন, পরে তারকে বলিলেন "সুনীতিভূষণ বিশ্বাস-ঘাতক, তাহার সহিত তোমার পত্নীর কোনরূপ সংস্রব রাখিও না, সুনীতিভূষণ মিথ্যাবাদী, পরদারগামী।"

তারক। চক্ষু বুজিয়াই একজন ভদ্রলোককে মিথ্যাবাদী বলিয়া ফেলিলেন? চক্ষু বুজিলে কি মানুষ চেনা যায়?

সন্ন্যাসী। চক্ষু বুজিলে যতদূর দেখা যায়, চক্ষু চাহিলে ততদূর দেখা যায় না।

তারক। এ নূতন কথা, অনৈসর্গিক নিয়ম, না দেখিলে বিশ্বাস করিতে পারি না। আমি ত দিনের মধ্যে কত-বার চোখ্ বুজে থাকি, কই কখন সেই ভয়ঙ্কর অন্ধকার বই আর কিছুই দেখিতে পাই না।

সন্ন্যাসী। বাবা! 'চোখ্ বোজা' শিখিতে হয়। যে ভাল গুরুর নিকট চোখ্-বোজা শিখিয়াছে সে চোখ্ বুজি-লেই আলো দেখিতে পায়, সে আলোকে প্রাণ শীতল হইয়া যায়। ভাল, সে কথা পরে হবে, এখন ইচ্ছা হয় পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার, শিখিতে পার।

তারক। আমার এক বন্ধু আছেন, নাম চিন্তামণি। তিনি অধিক সময় আশানপুরের জমীদার মাধব বাগচীর বাটীতে থাকেন। মাধবের সহিত আমার ভগ্নী নিরু-পমার বিবাহ স্থির হইয়াছে। চিন্তামণি বাবু এ সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সহায়তা করিতেছিলেন। আজ তিন মাস হইল চিঠির উপর চিঠি লিখিয়াও কোন উত্তর পাই নাই। তিনি কোথায় কি ভাবে আছেন বলিতে পারেন? চোখ বুজিয়া বলিতে পারিবেন?

সন্ন্যাসী। তোমার বাড়ীর ঠিকানা কি?

তারক। ১৪৫নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমলা। নাগেদের বাটীর পার্শ্বে। যদি কোন বাধা না থাকে আপনার পরিচয় দিয়া বাধিত করুন্। আমার প্রকৃত বাসস্থান ম—জেলা।

সন্ন্যাসী। অদ্য সন্ধ্যার পরে তোমার বাটীতে যাইব। তুমি দুই প্রহরের পরে আজ কিছুই আহার করিও না। তাহা হইলে চিন্তামণির অবস্থা জানিতে পারিবে। আমার পরিচয় আর কি? সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর

আবার পরিচয় কি? আমার নাম দেবানন্দ শর্ম্মা। তোমাদের অঞ্চলে যদুনাথ রায় আমার শিষ্য।

তারক হিরণ্ময়ীকে সঙ্গে করিয়া বাসায় আসিলেন। বেলা দশটা বাজিয়া গেল, তারক আহারান্তে আপিসে গেলেন। পাচক ব্রাহ্মণ আহারান্তে কাশী ঘোষের গলির মধ্যে একখানা খোলার ঘরে ঢুকিল, ঝি ব্রাহ্মণের অনুগমন করিল। কলিকাতায় এমন অনেকগুলি খোলার ঘর আছে যাহা নামে দরিদ্রের কুটীর, কাজে বিষকাটারী—এ গুলি ঝি চাকরের রঙ্গভূমি, এপিডেমিকের জন্মভূমি, বাড়ীওয়ালীর জমীদারী, ভাড়াটীয়ার ঝাকমারী, ফেরোয়ারীর গুপ্তবাড়ী, যুবকের হাতে খড়ি, তন্ত্রমন্ত্রের ছড়াছড়ি, চব্বিশ ঘণ্টা ফাশি-ফুশি, নবকুলটার শিক্ষানবিশী, দিনের বেলায় নাহি কথা, সারারাত তেরাকিটিতা, সন্ধ্যাবেলা হরি হরি, দুপুর রাতে গলায় ছুরি—একাধারে এতগুণ কোথাও দেখিতে পাই না।

ঝি ও ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলে হিরণ্ময়ী একাকিনী সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। বেলা একটার সময় "মিষ্টার স্যান্যাল, ওরফে তারক বাঙ্গাল" বলিয়া দুই তিন বার কে ডাকিল। হিরণ্ময়ী বুঝিলেন, স্বর চিনিলেন, দরজা খুলিলেন, বীরাঙ্গনাকাব্য হস্তে সুনীতিভূষণ প্রবেশ করিলেন, করমর্দ্দন হইল, অপাঙ্গ দৃষ্টি চলিল, দুই তরপে স্বেদ-রোমাঞ্চ-বেপথু আরম্ভ হইল—এ টুক সময়ের দোষ, পাত্রের দোষ, অবস্থার দোষ, হিরণ্ময়ীর দোষ নহে। তারক দেখিলে বুঝিতেন

"দেশ, কাল, পাত্র" কথাগুলির অর্থ আছে। হিরণ্ময়ী অমৃতাচ্ছাদিত গরল-সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়াছে, কাঁপিতেছে, সমুদ্র তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। আহা! হিরণ্ময়ী বুঝি ডুবিল, ডুবু ডুবু হইয়াছে, এখনও একেবারে ডুবে নাই। স্বামীই ত স্ত্রীর রক্ষাকর্ত্তা। হিরণ্ময়ী সধবা, তবে ডুবু ডুবু হইল কেন? তারকই অজ্ঞাতসারে হিরণ্ময়ীকে সুনীতি-সাগরে ডুবাইতে বসিয়াছেন। তাই আমরা অনেক সময় অদৃষ্টের দোহাই দিয়া বলিতেছি "নৈবান্যথা যল্লিখিতং বিধাত্রা।"

হিরণ্ময়ী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বীরাঙ্গনা কাব্য পড়িলেন, সুনীতিভূষণ ব্যাখ্যা করিলেন। কবিবর মধুসূদন দত্ত যেরূপ অর্থ স্বপ্নেও ভাবেন নাই, বিদ্যাসুন্দর-রচয়িতাও যে ব্যাখ্যা শুনিলে লজ্জিত হইতেন, সুনীতি অনায়াসে বীরাঙ্গনা কাব্যের স্থানে স্থানে সেইরূপ অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিলেন। যে ব্যাখ্যা শুনিলে পাপ হয়, যাহা অশ্রোতব্য, আমরা তাহা পাঠককে শুনাইব না।

সন্ধ্যার সময় তারক বাটীতে আসিলেন। সুনীতি-ভূষণের টীকা টিপ্‌নী আধ্যাত্মিক ভাব ধারণ করিল, আদি-রস সহসা শান্তিরসে পরিণত হইল, প্রমোচ্ছ্বাস শোকোচ্ছ্বাসে পরিবর্ত্তিত হইল। সুনীতিভূষণ ভাবে বিভোর হইয়া ভেউ ভেউ করিয়া কান্দিয়া ফেলিল। তারক বুঝিলেন 'ভেউ' শব্দ 'বিভু' শব্দের রূপান্তর মাত্র। চতুরা

হিরণ্ময়ী বুঝিল তারকের প্রত্যাবর্ত্তনই সুনীতির ক্রন্দনের কারণ।

তারক সুনীতিভূষণের ভক্তিস্রোতে ভাসিয়া গেলেন, সুনীতিকে মুহুর্মুহু ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। এমন সময়ে রামলোচন কবিরাজের সঙ্গে দেবানন্দ স্বামী উপস্থিত হইলেন। তারক উভয়কেই যত্ন করিয়া বসাইলেন। দেবানন্দের আদেশানুসারে তারকের শয়ন কক্ষ পরিষ্কৃত হইল, বহুকাল পরে গঙ্গাজলের ছিটা পড়িল। পরে কক্ষমধ্যে ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিল, তিনখানি কুশাসন পাশাপাশি বিন্যস্ত হইয়া একটী ক্ষুদ্র শয্যা প্রস্তুত হইল। কতকগুলি নামাবলী একত্রিত হইয়া ছোট একটী উপাধানের ন্যায় শয্যার এক পার্শ্বে রক্ষিত হইল। দেবানন্দ তখন শয্যা পার্শ্বে কতকগুলি ধূপ রক্ষা করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিলেন। পরে কমণ্ডলু হইতে দুইখানি ক্ষুদ্র মূল বাহির করিয়া একখানি শয্যা পার্শ্বে রক্ষা করিলেন। অপরখানি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। সুগন্ধে গৃহ আমোদিত হইল। পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া কুশাসনের উপর শয়ন করিবার জন্য দেবানন্দ তারককে বারম্বার আদেশ করিলেন। তারক যেন কিছু ভীত হইয়া কি ভাবিতেছিলেন, এমন সময় সুনীতিভূষণ চীৎকার করিয়া বলিলেন "Sorcery ! necromancy ! take care !!"

তারক হিরণ্ময়ীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া দেবানন্দকে

জানাইলেন তিনি ঐ কুশাসনে কখনই শয়ন করিতে পারিবেন না। তবে তাঁহার পরিবর্ত্তে রামলোচন কবিরাজ ঐ শয্যায় শয়ন করিয়া যদি স্বপ্নে কিছু দেখিতে পান তবে পরীক্ষা হইতে পারে। রামলোচন পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া দেবানন্দের আদেশানুসারে কুশাসনে শয়ন করিলেন। দেবানন্দ তখন রামলোচনের শিরে কয়েকবার মন্ত্র জপ করিলেন। দেখিতে দেখিতে রামলোচন নিদ্রাভিভূত হইলেন। সুনীতিভূষণ অনেক প্রশ্ন করিলেন, দেবানন্দ একবারও উত্তর দিলেন না। কেবল অঙ্গুলি নির্দ্দেশে সুনীতিকে প্রশ্ন করিতে নিষেধ করিয়া দেবানন্দ জগন্নাথের ঘাটে প্রস্থান করিলেন। সুনীতিভূষণ বলিতে লাগিলেন" Leave the place, thou vile Juggler, detestable sorcerer! Emissary of the dark! Leave the place, or I make you leave it, alive or dead."

তারক ও হিরণ্ময়ীর অনুরোধে সুনীতিভূষণ সেই রাত্রে তারকের বাসায় অবস্থিতি করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। দুর্গা দুর্গা বলিয়া রামলোচন গাত্রোত্থান করিলেন। সমস্ত রাত্রির মধ্যে কবিরাজের একবারও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। তবু তাঁহার শরীর ঘর্ম্মাক্ত, মুখ বিমর্ষ, নয়ন চিন্তাব্যঞ্জক। রামলোচন চারিদিকে চাহিলেন, চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, আবার চাহিলেন, আবার দুর্গা দুর্গা বলিয়া গৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন। হিরণ্ময়ী বড় ব্যস্ত হইয়া স্বপ্ন-

বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। রামলোচন সন্ন্যাসীকে খুঁজিতে-ছিলেন। সন্ন্যাসী জগন্নাথের ঘাটে গিয়াছেন শুনিয়া রাম-লোচন সেই দিকে ছুটিলেন। তারক, হিরণ্ময়ী, সুনীতি-ভূষণ কবিরাজের পশ্চাদ্গমন করিলেন।

জগন্নাথের ঘাটে দেবানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। দেবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন "কোন স্বপ্ন দেখেছিলে ?"

রামলোচন বলিলেন "দেখিয়াছি, এখনও যেন দেখি-তেছি, যাহা দেখিয়াছি তাহা আর এ জন্মে ভুলিব না।"

দেবানন্দ একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন "কি দেখেছ বল" রামলোচন বলিতে লাগিলেন :—

"দেখিলাম এক অপরিচিত প্রান্তর—নির্জ্জন—নির্ব্বাত—অনন্ত। জন্ম প্রাণী নাই, লতা গুল্ম নাই, কেবল দিগন্ত-ব্যাপী-বালুকারাশি ধূ ধূ করিতেছে। আকাশে সূর্য্য নাই, চন্দ্র নাই, নক্ষত্র নাই, কেবল নিয়ত নীলাগ্নি উদ্গীর্ণ হইয়া মরুভূমিকে মহা শ্মশানে পরিণত করিয়াছে। প্রথমে আমার শ্বাস প্রশ্বাস যেন রুদ্ধ হইল, চক্ষু ঝলসিয়া গেল, ভয়ে চক্ষু নিমীলিত করিলাম। আবার চারিদিকে চাহিলাম, জানি না কেন পুনরায় শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক হইল। তখন সেই নীলাগ্নির নীল আভায় দেখিতে পাইলাম প্রান্তরের দক্ষিণ অংশে রক্তের নদী প্রবাহিত হইতেছে। রক্ত উষ্ণ, ধূমো-দ্গারী, পুতিগন্ধময়। নদী বক্ষে লক্ষ লক্ষ শব ভাসিতে-ছিল। সহসা আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম। মর্ম্মভেদী

হাহাকারে চমকিয়া উঠিলাম, সভয়ে চারিদিকে চাহিতে লাগিলাম। প্রথমে যে সকল মৃত মানব-দেহ নদী বক্ষে ভাসিতেছিল তাহারা যেন সহসা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে অসংখ্য ঘোর কৃষ্ণ বিষধর নরদেহ আক্রমণ করিল। বৃশ্চিকবৃন্দ নদীগর্ভ হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া ভাসমান নরদেহ হইতে জিহ্বা ও চক্ষু কৃন্তন পূর্ব্বক অনতিবিলম্বে রক্ত-প্রবাহিনীর অনন্ত গর্ভে নিমগ্ন হইল। সহসা কোন পরিচিত ব্যক্তির আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম। দেখিলাম এক ব্রাহ্মণ-কুমার এই নদী তীরে দাঁড়াইয়াছে। এক বিরাট পুরুষ এই ব্রাহ্মণ কুমারের হস্তপদ সর্প দ্বারা বন্ধন করিয়া নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আমি ব্যাকুল চিত্তে বিরাট পুরুষের পদতলে লুটাইয়া পড়িলাম, ব্রাহ্মণ কুমারকে রক্ষা করিতে অনেক স্তুতি মিনতি করিলাম। বিরাট পুরুষ তখন বজ্রনাদে আমার কর্ণকুহর বিদীর্ণ করিয়া বলিলেন "এই নরাধম ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াও চণ্ডালের অধম—কৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতক, পরদারগামী, মিথ্যাবাদী। যাহার অন্নে প্রতি-পালিত হইয়াছিল তাহারই সর্ব্বনাশে কৃত সঙ্কল্প হইয়া শত শত মহাপাপে নিমগ্ন হইয়াছিল। ইচ্ছা হয় বামদিকে চাহিয়া দেখ, সকলই তোমার নয়নগোচর হইবে।"

"বিরাট পুরুষ অন্তর্হিত হইলেন। বাম দিকে চাহিলাম, রক্তের নদী তিরোহিত হইল, নীলাগ্নি দূরীভূত হইল,

ভগবানের তেজোরূপ আকাশে বিকসিত হইল, অরুণোদয়ে জগৎ আবার হাসিয়া উঠিল। দেখিলাম এক ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী কল কল নাদে প্রবাহিতা হইতেছে। তদুপরি একখানি বজ্‌রা হেলিয়া দুলিয়া চলিতেছে। ক্রমে সুসজ্জিত বজ্‌রা কূলে লাগিল, ব্রাহ্মণ কুমার তস্করের ন্যায় চারিদিকে চাহিয়া যদুনাথের বজ্‌রায় উঠিল। যদুনাথের নামাঙ্কিত সীলমোহর লইয়া তস্করের ন্যায় বজ্‌রা হইতে বাহির হইয়া আমাকে বলিল "যদুরায়ের মৃত্যুবাণ আমার করতলস্থ"। এবার ব্রাহ্মণ-কুমারকে চিনিলাম—গোপীনাথপুর নিবাসী কালী শিরোমণির পুত্র চিন্তামণি। সহসা বজ্‌রা ত্রিতল অট্টালিকায় পরিণত হইল, চিনিলাম মাধব-মঞ্জিল-দেখিলাম চিন্তামণি এক যৌবনোন্মুখী বালিকার বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া সজোরে আকর্ষণ করিতেছে। বালিকার নয়নযুগল হইতে অজস্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। রমণীর কোমল কণ্ঠ সহসা সিংহীর বজ্রনাদে পরিণত হইল। স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল বিদীর্ণ করিয়া বালিকা সিংহীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল, চিন্তামণিকে বারম্বার বলিতে লাগিল "পিশাচ, আর কি বলিব? যদি এ জীবনে কখন পর পুরুষের চিন্তা না করিয়া থাকি, যদি স্বামীকে বিশুদ্ধ দেহে, নির্ম্মল চিত্তে, দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকি, তবে তোর পাপ-দেহ শতধা বিচ্ছিন্ন হইবে, তোর ছিন্ন মস্তক ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া শকুনির উদর পূর্ণ করিবে, তোর পাপ-

হৃদয়ের উষ্ণ শোণিত শৃগালে পান করিবে, দেহান্তে অনন্ত নরক নীলাগ্নি উদ্গীরণ করিয়া তোর প্রেতাত্মাকে দাহন করিবে।"

"ঠাকুর! বালিকার সেই বজ্রনিনাদ এখনও আমার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বালিকাকে যেন কোথায় দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে। আকার ইঙ্গিতে কৃষ্ণচূড়ামণির পুত্রবধূ মুরলা বলিয়া বোধ হইয়াছিল। চিন্তামণি পুনরায় মুরলাকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিল, কৃতকার্য্য হইল না। যদুনাথ রায় যেন বদ্ধ-পরিকর হইয়া বালিকাকে রক্ষা করিলেন। চিন্তামণি যদুনাথের বক্ষে বর্শার আঘাত করিয়া পলায়ন করিল। দেখিতে দেখিতে মাধব-মঞ্জিল দূরীভূত হইল, শিবসাগরের তীরে সর্ব্বমঙ্গলার মন্দির দেখিতে পাইলাম। কতকগুলি মল্লবেশধারী যবন মন্দির বেষ্টন করিল, যদুনাথকে রজ্জুবদ্ধ করিল, চিন্তামণি অশ্বারোহণে তরবারি হস্তে যদুনাথের সম্মুখে উপস্থিত হইল, যদুনাথের নাসিকা ছেদনে উদ্যত হইল। যদুনাথ চিন্তামণির তরবারি কাড়িয়া লইলেন। দেখিতে দেখিতে চিন্তামণির "ছিন্ন মস্তক দেহচ্যুত হইয়া ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইল।" আমি স্বপ্নে চীৎকার করিয়া উঠিলাম। নিদ্রাভঙ্গ হইল, দেখিলাম প্রভাত হইয়াছে।"

দেবানন্দ নীরবে সকল শুনিতেছিলেন। কবিরাজের স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শেষ হইলে দেবানন্দ বলিলেন "চিন্তামণি সম্বন্ধে

যাহা যাহা দেখিয়াছ তাহার অধিকাংশই সত্য। পূর্ণিমার রজনীতে সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরের সম্মুখে সত্য সত্যই যদুনাথের হস্তে চিন্তামণির মস্তকচ্ছেদ হইয়াছে। হতভাগার মৃতদেহ সত্য সত্যই শৃগাল কুক্কুরে ভক্ষণ করিয়াছে।”

তারক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, হিরণ্ময়ী ভয়ে কাঁপিতেছিল, কেবল সুনীতিভূষণ হাসিতেছিলেন। দেবানন্দের কথা শেষ হইলে সুনীতিভূষণ তারককে বলিলেন “The typical Kobiraj is either suffering from *delirium tremen*, or he must be a confirmed Gunja-smoker” বাঙ্গালায় বলিলেন “কবিরাজ মহাশয় কি গত কল্য মাত্রা চড়াইয়াছিলেন?”

প্রত্যুত্তরে চপেটাঘাতের শব্দ হইল। কবিরাজের দক্ষিণ হস্ত সজোরে সুনীতির বামগণ্ডের সহিত মিলিত হইল। সুনীতি ভূতলে পড়িয়া গেলেন, দেবানন্দ এই গোল-যোগে সহসা অদৃশ্য হইলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

"বিচারের রীতি নীতি বড়ই বিষম।
মিথ্যায় সত্যের ভ্রম, সত্যে মিথ্যা ভ্রম॥"

বসন্ত সেনা।

"যদুরায় আসামী হাজির হ্যায়?" বলিয়া ছোবান খাঁ কনেষ্টবল সেসন আদালতের পাকা বারেন্দায় দাঁড়াইয়া হাঁকার দিল। কাছারীর ভিতরে, বারেন্দায়, সিঁড়িতে, প্রাঙ্গণে মানুষের গায়ে মানুষ দাঁড়াইয়া ঠেলাঠেলি ফাঁশিফুশি ঘাশাঘুশি করিতেছে। নানারকমের মুখ দেখা যাইতেছে— টীকি-ছাটা, তিলক-কাটা, লম্বা-ফোটা, তেড়ী কাটা, পক্ক-শ্মশ্রু, অজাত-শ্মশ্রু, জুলপী-রাখা, শামলা-ঢাকা। অনেকেই জজ সাহেবের পাকা দাড়ির প্রশংসা করিতেছে, মিলিটারি গোঁপের সমালোচনা করিতেছে, চষমা জোড়ার মূল্য সম্বন্ধে মত ভেদ হওয়ায় অনেকে চাপা সুরে বিবাদ করিতেছে। উভয় পক্ষের উকিল মোক্তারেরা যথা সময়ে এজলাসে উপস্থিত হইয়া আপন আপন স্থান অধিকার

করিয়া বসিলেন। মক্কেলের সঙ্গে ফাশিফুশি, চোখ-ঠেরা-ঠেরি, টেপা-টিপি, উকীঝুকী চলিল। সরকারী উকীল জীবন ঘোষ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। অস্ত্রগুলি আইন, নজীর, হাইকোর্টের অগ্নিবাণ, প্রিভিকৌন্সিলের ব্রহ্ম-অস্ত্র। ওকালতী ব্যবসায়ে জীবন ঘোষ লব্ধ-প্রতিষ্ঠ। আইন কানুনে দখল ছিল, বলিবার শক্তি ছিল. চেহারা সুন্দর, অঙ্গভঙ্গী হৃদয়গ্রাহী। কেবল ছিল না দয়া আর ধর্ম্মজ্ঞান। কোন কোন উকীল দয়া ও ধর্ম্মজ্ঞানকে ষড়রিপুর উপর অতিরিক্ত দুইটী রিপু বলিয়া মনে করেন। জীবন ঘোষ এই শ্রেণীর উকীল ছিলেন। তিনি অনেক সময় বলিতেন "Consciecnce is a mere matter of Education, and it is the weak only that are affected by that sentimental nonsense ; I am above it."

জীবন ঘোষ কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের কাণে কাণে কি বলিতেছিলেন এমন সময় চারিজন কনেষ্টবল আসামীকে এজলাসে উপস্থিত করিল। যদুনাথের হাতে হাত-কড়া, কোমরে লৌহ শৃঙ্খল, দুই জন কনেষ্টবল সেই লৌহ শৃঙ্খল ধরিয়া দাঁড়াইল। অপর দুই জন যদুনাথের দুই বাহু ধরিয়া দাঁড়াইল। দর্শকবৃন্দ এখন নীরব, নিস্তব্ধ, সকলের চক্ষুই আসামীর দিকে। আসামীর প্রশস্ত ললাটে, বঙ্কিম ভ্রূযুগলে, আকর্ণ নেত্রে, উন্নত নাসিকায় দর্শকবৃন্দ তন্ন তন্ন করিয়া

খুঁজিল, কোথাও এক বিন্দু ভয়ের চিহ্ন দেখিতে পাইল না। যদুনাথের বীরোচিত, বপু, গৌরকান্তি, প্রতিভাপূর্ণ মুখ-মণ্ডল মাসাধিক হাজোতে থাকিয়া ক্লিষ্ট হইলেও তাহাতে যে পরিমাণে সৌন্দর্য্য সাহস ও ধৈর্য্য লক্ষিত হইতেছিল তাহা চিত্রকরের তুলিকার যোগ্য, কবির বর্ণনীয় বিষয়, বাঙ্গালীর গৌরব স্থল।

আসামীর উকীল জজ্ সাহেবকে বলিলেন "হুজুর! আসামী যদুনাথ রায় বুনিয়াদি বড় লোক, সম্মানী লোক, ইঁহার হাত-কড়া খুলিয়া দেওয়া হউক।"

জজ সাহেব তখন কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরকে বলিলেন, "আসামীর হাত খু—"

জজ সাহেবের কথা শেষ হইতে না হইতে জীবন ঘোষ চীৎকার করিয়া বলিলেন "হুজুর! আসামী বড় দাঙ্গাবাজ, দস্যু, লাঠিয়ালের সর্দ্দার, গোঁয়ার-গোবিন্দ। এই আসামীই স্বহস্তে দারগা বাবুকে গুলি মারিয়াছিল। তাহা সৌভাগ্য-ক্রমে দারগা বাবুর গায়ে না লাগিয়া এক জন কনেষ্টবলের হাড় ভাঙ্গিয়াছিল। তদন্তকারী দারগার জবানবন্দিতে প্রকাশ পাইবে। এরূপ ভয়ঙ্কর দাঙ্গাবাজের হাত খুলিয়া দিলে হয়ত এই এজ্‌লাসের মধ্যেই একটা কেলেঙ্কারী ঘটাইয়া ফেলিবে, বিচার কার্য্যে বাধা ঘটিবে।"

কোন ফল হইল না; জজ সাহেব আসামীর হাত ও কোমর খুলিয়া দিতে আদেশ করিলেন। কনেষ্টবলেরা

তাহাই করিল। দর্শকমণ্ডলী মনে মনে ঈশ্বরের নিকট জজ সাহেবের মঙ্গল কামনা করিল, দুই এক জন আয়ুর্বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করিল, কেহ কেহ জজ সাহেবের বংশ-বৃদ্ধি কামনা করিল। সকলে জানিত না যে জজ সাহেবের বত্রিশ বৎসর বয়সে পত্নিবিয়োগ হইয়াছিল। পত্নীর মৃত্যু হয় নাই, আইনতঃ চির-বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। সেই অবধি জজ সাহেব আর বিবাহ করেন নাই। বয়ক্রম এখন পঞ্চান্ন বৎসর হইয়াছিল। সত্য কথা বলিতে হয়। জজ সাহেব বাঙ্গালা বুঝিতেন, বাঙ্গালায় ছওয়াল জবাব শুনিতে ভাল বাসিতেন, নিজে বাঙ্গালা কথা বলিতে পারিতেন, বলিয়াও সুখী হইতেন। সচরাচর সিবিলিয়ানদিগের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ টানাটানি দেখা যায় জজ সাহেব সেরূপ ছিলেন না।

সরকারী উকীল জীবন ঘোষ দাঁড়াইয়া বলিলেন "আমি আদালতের অনুমতি অনুসারে মোকদ্দমার অবস্থা সংক্ষেপে বলিয়া সাক্ষীর জোবান বন্দি করাইব। মোকদ্দমার মূল বৃত্তান্ত এই যে আসামী যদুনাথ রায় গোপীনাথপুরের প্রসিদ্ধ দাঙ্গাবাজ জমীদার। ইহার ২৮ বৎসর বয়স হইলেও এ পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই। হুজুরের অবিদিত নাই যে হিন্দুরা দরিদ্র হইলেও অল্প বয়সে বিবাহ করিয়া থাকেন। বিবাহ করিলে পাছে স্বেচ্ছাচারিতায় বাধা পড়ে সেই জন্য যদুনাথ রায় এ পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই। এ

দিকে বামুণহাটীর দাঙ্গায় ইহার উদ্ধত স্বভাবের পরিচয় সকলেই অবগত আছেন। এই স্বেচ্ছাচারী উদ্ধত অহঙ্কারী যদুরায় নিরুপমার সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া নানা ছলে রামনাথ সান্যালের বাটীতে যাতায়াত করিতেন। ক্রমে নিরুপমাকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন, কিন্তু নিরুপমা যখন কিছুতেই ভুলিল না তখন যদুনাথ কতকগুলি লাঠিয়াল সঙ্গে করিয়া কোদলার মাঠে অপেক্ষা করিতেছিলেন। আশানপুরের শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী সত্যপ্রিয়া দেবীর সহিত নিরুপমা পাল্কী করিয়া আশানপুরে যাওয়া কালে যদুনাথ ঐ বেহারাদিগকে লাঠি দ্বারা মাইরপীট ও গুরুতর আঘাত করিয়াছেন। পাল্কী সহ নিরুপমাকে এক জঙ্গলের মধ্যে কয়েক দিন রাখিয়া পরে আপন বাগানবাটীতে লইয়া গিয়া কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছেন। সত্যপ্রিয়া দেবী অনেক কষ্টে পলায়ন করিয়াছিলেন। তাহার পর রামনাথ বাবু পুলিসে সংবাদ দিলে সুযোগ্য সবইনস্পেক্টর বাবু গোলকচন্দ্র বসু অনেক অনুসন্ধানের পরে যদুরায়কে তাহার বাগানবাটীতে স্বহস্তে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন। গ্রেপ্তারকালে দুর্দ্দান্ত যদুরায় স্বহস্তে দারগা বাবুর শির লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে, এবং দারগা বাবুর সাহস ও বহুদর্শিতার ফলে, ঐ গুলি দারগার গায়ে না লাগিয়া একজন কনেষ্টবলের হাড় ভাঙ্গিয়াছে। এই সমুদায় অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে

হুজুর দেখিতে পাইবেন যদুরায় আগামী দণ্ডবিধি আইনের ১৪৮, ৩২১, ৩২৬, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৬৩, ৩৬৬, ৩৪৩ এবং ৩০৭ ধারার অপরাধ করিয়াছেন।”

এতদিন পরে যদুনাথ বুঝিতে পারিলেন কি জন্য বিপক্ষের লোক তাহাকে বন্দী করিয়া সুসজ্জিত বৈঠকখানায় রাখিয়াছিল, এবং কি জন্যই বা নিরুপমাকে সেই স্থানে রাখিয়াছিল। আরও বুঝিলেন কি জন্য মাধব বাগচীর দ্বারবানেরা বাগানবাটীতে ধৃত হইলে পুলিসের নিকট যদুরায়ের লোক বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। নিম্ন আদালতে বিচারকালে যদুনাথ কোন উকীল নিযুক্ত করেন নাই, নিজেও নিতান্ত অসুস্থ ছিলেন। বিপক্ষের ফিকির ফন্দি ভালরূপ বুঝিতে পারেন নাই।

রামনাথ সান্যাল হলপ করিয়া বলিতে লাগিলেন “নিরুপমা আমার দাদার মেয়ে, ইহার স্বভাব ভাল। যদুরায়ের বাগান-বাটীতে যদুরায়ের নিকট ইহাকে পাইয়াছি। দারগা বাবু এবং কনেষ্টবলেরা তখন উপস্থিত ছিল। ঐ সময়ই যদুরায়কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। আমি বন্দুকের শব্দ শুনিয়াছিলাম, কে বন্দুক ছুড়িয়াছিল বলিতে পারি না। যদুরায়ের বাগান-বাটীতে এই সকল সীলমোহর, মদের বোতল, ছবি, রসমঞ্জরী প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছিল। যদুরায়ের হাতে একটা প্রকাণ্ড লোহার ডাণ্ডা দেখিয়াছিলাম, বন্দুক দেখি নাই। তবে বাগানের মধ্যে স্থানে স্থানে

অনেক বন্দুক পড়িয়াছিল। যে দিন নিরুপমা হরমণি দেবীর সহিত আশানপুরে যাইতেছিলেন সেই দিন হইতে নিরুপমাকে পাওয়া যায় নাই। তাহার ৫ কি ৭ দিন পরে যদুরায়ের নিকট পাওয়া গিয়াছিল। এই ঘটনার পূর্ব্বে যদুনাথ রায় অনেক সময় বিনা কারণে আমাদের বাটীতে যাতায়াত করিতেন।”

উকীল জীবন ঘোষ কত বার চোখ রাগাইলেন, মুখ ভেঙ্গাইলেন, আঙ্গুল দেখাইলেন, কিছুতেই রামনাথ মন-গড়া কথা বলিলেন না। জীবন ঘোষ তখন দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে গোপাল ডাক্তারের কাণে কাণে বলিলেন “তোমরা বলিলেও বুঝিবে না, আমি আর কত করিব? বিয়ারিংপোষ্টে মোকদ্দমা চলে না, পয়সা খরচ করিতে হয়। ব্রাহ্মণকে কিছু টাকা দিলেই সব কথা বলাইতে পারিতাম, ব্রাহ্মণ অনেক কথা চেপে গেল।”

রামনাথ জেরায় বলিতে লাগিলেন “যদুরায়ের সঙ্গে নিরুপমার আশনাই থাকা সম্ভব কি অসম্ভব এরূপ কোন কথা আমি বলি নাই। যদি পুলিসের নিকট এরূপ কোন কথা বলিয়াছি বলিয়া কাগজ পত্রে কোন উল্লেখ থাকে তবে তাহা ভুল।”

জজ বলিলেন “আশ্‌নাই? আশনাই কাহাকে বলে? এ কি গুপ্ট পীরিট্?”

আসামীর উকীল বলিলেন “হুজুর [illegible]

নাথ জেরায় বলিতে লাগিলেন "নিরুপমা একবার গৌমে-শ্বরীতে ডুবিয়াছিল সত্য। চড়ার উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল, সত্য। যদুরায় নিরুপমাকে সে যাত্রায় আপন বজরায় তুলিয়া নিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন।

জজ। সে কবে? নিরুপমার কোন বন্ধুলোক তখন যদু-রায়ের বজ্‌রায় ছিল কি না?

রাম। সে আজ ৪ কি ৫ মাসের কথা। আমাদের কোন লোক তখন যদুনাথের বজ্‌রায় ছিল না। যদুনাথ নিজেই পাল্‌কী করিয়া নিরুপমাকে আমাদের বাটীতে রাখিয়া গিয়াছিলেন। এই মোকদ্দমার পূর্ব্বে যদু-নাথের স্বভাব ভাল বলিয়াই জানিতাম।

রামনাথ বিদায় হইলেন। হরমণি ঠাকুরাণী সাক্ষীর কাঠোরায় দাঁড়াইলেন। হরমণির গলায় তুলসীর মালা, পরিধান গরদের ধুতি, তাহার উপর একখানা নামাবলী। সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপা। মাথায় একটু ঘোমটা, হাতে হরিনামের মালা ঘুরিতেছে, ওষ্ঠ নড়িতেছে। হরি হরি বলিয়া হরমণি সাক্ষীর কাঠোরায় উঠিল। জজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম কি?"

হরমণি। হরমণি দেবী, কেহ কেহ সত্যপ্রিয়া বলিয়া থাকেন।

জজ। আপনার বয়স?

হর। আমি বুড়া মানুষ, বাবা! বয়সের কি ঠিক আছে? ষাট বছরের কম নহে।

জজ। এত বয়স বোধ হয় না।

হর। আমার ধাত্ ভাল, তাই কম দেখায়।

জীবন ঘোষ আদালতের অনুমতি লইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন "আপনার পিতার নাম?"

হর। মুকুন্দরাম পণ্ডিত।

উকীল। জাতি?

হর। ব্রাহ্মণ।

উকীল। বাড়ী কোথায়?

হর। পূর্ব্বে বারাণসী ছিল, এখন আশানপুর।

উকীল। পেশা কি?

হর। মাধব বাবুর বাটীতে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত আছি

উকীল। আপনি গোপীনাথপুরের নিরুপমাকে চিনেন কি?

হর। চিনি।

উকীল। এই আসামীকে চিনেন?

হর। ও বাবা! সে দিন যে কাণ্ডটা কল্লে! একে আবার না জানে কে? ছি! ছি! ভদ্রলোকের ঘরেও এমন ছেলে জন্মে? ইহার জন্য আমাদের অঞ্চলে সোমত্ত মেয়ে নিয়ে ঘর করা কঠিন হ'য়ে পড়েছে।

উকীল। আপনি এ মোকদ্দমার কি জানেন? যাহা দেখিয়াছেন তাহাই বলিবেন, বাজে কথা বলিবেন না।

হরমণি। আমার তিন কাল গিয়েছে, এখন আর মিথ্যা

কথা বলিব না। যাহা এ জন্মে বলি নাই, তাহা এখন বলিব কেন? ঠিক যাহা দেখিয়াছি তাই বলিব। সে দিন হলো কি, ঐ যে সেই পূর্ণিমার দিন, বুঝেছ, তার পরে আমি আর সেই নিরুপমা মাধব বাবুর পাল্কীতে উঠিয়া আশানপুরে যাচ্ছি, এমন সময় মাঠের মধ্যে দুপুরে ডাকাতি। কতকগুলি যোয়ান-মদ্দ হাতিয়ার-বন্দি কালান্তক যম পাল্কীর উপর ধুড়্‌স্ ধুড়্‌স্ করে লাঠি ঝাড়্‌লো, বাপ্‌রে বাপ!! আমার তো আক্কেল গুড়ুম। আটকুড়ির বেটারা যে বেহারাদের মাল্লে! আহা! রক্তারক্তি লাঠালাঠি ফাটাফাটি দেখে আমি তো আড়ষ্ট, বেহারা বেটারা পালিয়ে গেল। তখন এই যদুরায় লাঠিয়ালদিগের দ্বারা পাল্কীখানা একটা ইজিবিজি জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গেল, তখনও যদুরায়ের লাঠিতে রক্ত শুখায় নাই। জঙ্গলের মধ্যে একটা ভাঙ্গা দালান ছিল, সেই ঘরে নিরুপমাকে লইলা গেল। যদুরায় সেই ঘরে ঢুক্‌লো। তার পরে দরজা বন্ধ করিল, আমি তাই দেখে লজ্জায় মরি আর কি। ছি ছি, লজ্জার কথা!! আমি আর কিছু জানি না। যদুরায়ের সঙ্গে কত লোক ছিল জানি না, বোধ হয় এক শ হ'বে।

যদুনাথের উকীল জেরায় জিজ্ঞাসিলেন "আপনার নাক চরিয়া যাই কি না?"

হরমণি। সে কি কথা! আমি কেন বাই হতে যাব গা? না, আমি বাই টাই নই।

উকীল। আপনি বারাণসীতে বাইজীর ব্যবসা করিতেন কি না?

জীবন ঘোষ। The question is grossly insulting to the witness—a lady of the highest rank holding a respectable post. আপনি জেলে চাঁড়াল কি নেড়ে পান নাই যে যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা ক'রবেন। মানী লোকের মান রেখে কথা জিজ্ঞাসা করিতে হয়।

আসামীর উকীল জীবন ঘোষের কথার কোন উত্তর না দিয়া হরমণিকে জেরা করিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসিলেন "বলুন, আপনি বাইজীর ব্যবসা করিতেন কি না? মাধব বাগছীর পিতা শ্যামাচরণের সঙ্গে আপনার আশনাই ছিল কি না?

হরমণি। এ সকল কি গা? যা ইচ্ছে তাই বল্‌ছ? আমি তোমার কথায় জবাব দিব না। তুমি ত বড় খারাপ লোক দেখ্‌ছি।

জজ। জবাব দেওয়া চাই, উট্টর চাই।

হরমণি। আমি ত আগেই বলেছি আমার কোন পুরুষে বাইজী নয়। শ্যামাচরণ বাগছী মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি কি আশনাই করার মানুষ? তিনি আমার বাবা, তাঁহাকে বাপের মত দেখিতাম।

উকীল। বড় বাড়ীর গোপাল ডাক্তার আপনার গর্ভজাত সন্তান কি না?

হরমণি। কে বল্লে? তুমি দেখেছ? সে কেন আমার ছেলে হতে যাবে গা? একি আপদে পড়িলাম? তুমি জান না যে গোপাল আমাকে পিসী মা বলে ডাকে?

উকীল। মধুপুর থানার গোলক দারগার ঔরসে আপনার গর্ভে গোপাল ডাক্তারের জন্ম হয় কি না?

জীবন ঘোষ। আমি পুনরায় আদালতকে জানাইতেছি যে হরমণি দেবীর ন্যায় বিশুদ্ধচরিত্রা ভদ্র মহিলার প্রতি এরূপ অপমানসূচক প্রশ্ন করিতে দেওয়া কখনই আদালতের অনুমোদিত হইবে না।

জজ সাহেব আসামীর উকীলের নিকট জানিতে চাহিলেন, এরূপ প্রশ্নের কোন উপযুক্ত হেতু আছে কি না।

আসামীর উকীল পকেট হইতে একখানি চিঠি বাহির করিলেন। ভাবী জয়ের আশায় উকীলের মুখে হাসির রেখা দেখা গেল। জজ সাহেবের অনুমতি লইয়া উকীল চিঠিখানা পড়িলেন:—

"গোলক ধর্ম্মাবতার!

তোমার গোপাল ভাল আছে, আমিও মন্দ নাই। রামনাথের মোকদ্দমায় আমিই এক রকম ফরিয়াদি, রামনাথ সান্যাল উপলক্ষ মাত্র। যত টাকা লাগে, যত সাক্ষী চাও,

যা কিছু যোগাড়যন্ত্র করিতে হয় মাধব বাবু করিবেন। মোকদ্দমা ছাড়িও না।

শ্রীহরমণি দেবী

আশানপুর।"

পত্র শুনিয়া হরমণির মুখ শুখাইল, দুর্ভাগ্যক্রমে জজ সাহেব তাহা দেখিতে পাইলেন না। জজ সাহেব পত্রখানি দুই তিনবার মনে মনে পড়িলেন, ফিরাইয়া ঘুরাইয়া দুই তিনবার দেখিলেন, পরে হরমণির হাতে পত্র দিয়া বলিলেন "এ পত্র আপনি গোলক দারগার নিকট লিখিয়াছিলেন কি না?"

পত্রখানা হরমণি দেখিল, পড়িল, আবার দেখিয়া বলিল "এ জাল চিঠি, আমি লিখি নাই।"

জজ সাহেবের আদেশানুসারে হরমণি এজলাসের মধ্যে চিঠিখানার অবিকল নকল লিখিতে বাধ্য হইলেন। লেখা শেষ হইলে জজ সাহেব আসল ও নকল অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মিলাইয়া দেখিলেন, হস্তাক্ষর কিছুই মিলিল না, মিলিবার কথাও নাই। কারণ আসল চিঠিখানা হরমণির আদেশ মত গোপাল ডাক্তার লিখিয়াছিল। কাজেই হরমণির হাতের অক্ষরের সঙ্গে মিল হইল না। চিঠিখানা আসামীর লোকে জাল করিয়াছে বলিয়া জজ সাহেবের বিপরীত ধারণা হইল। আসামীর উকীল তিরস্কৃত হইলেন। হরমণি বিদায় হইল।

ক্রমে নাটু বেহারা, রামধন বেহারা, গোলক দারগা প্রভৃতির জোবানবন্দি হইয়া গেল। সকলেই আসামীর বিরুদ্ধে প্রমাণ দিতে লাগিল। গোলক বসু এক রাশি মিথ্যার মধ্যে এক ফোটা সত্যের রঙ্‌ মিশাইয়া মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার গূঢ় কৌশল জানিতেন। সাক্ষীরা অধিকাংশই গোলক দারগা কর্ত্তৃক শিক্ষিত, সুতরাং জেরায় বড় ঠেকিল না। জজ সাহেব সাক্ষীদিগের কথা অনেকাংশে বিশ্বাস করিলেন। বিশ্বাস করিবার অনেক কারণ ছিল। কালীশিরোমণি বাগানবাটিতে যাহা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এবং ছবি, সীলমোহর, মদের বোতল প্রভৃতি যেখানে যে অবস্থায় দারগা কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল সমুদায় যথার্থরূপে বিবৃত করিলেন। যদুনাথের মাতা অন্নপূর্ণা কেবল এই মাত্র বলিলেন যে যদুনাথ নিরুপমাকে ভাল বাসেন, অনেক সময় সান্যাল বাটী যাইয়া থাকেন। অবস্থা অনুসারে কালীশিরোমণির এবং অন্নপূর্ণার জোবানবন্দি যদুনাথের বিরুদ্ধে গুরুতর প্রমাণ হইয়া দাঁড়াইল। অন্নপূর্ণা বিদায় হইলেন, আবার ফিরিয়া আসিলেন, যদুনাথকে আলিঙ্গন করিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। পরে জজ সাহেবকে বলিলেন "বাবা! তুমি ধর্ম্ম, তুমি ভগবানের আসনে বসেছ, অধর্ম্ম করো না, যদু আমার নির্দ্দোষী, আমার তিন কুলে আর কেহ নাই, আমাকে পথের কাঙ্গাল করো না।"

জজ সাহেব অবনত মুখে চক্ষু ঢাকিলেন, স্বতঃ প্রবাহিত চক্ষের জল রুমালে অপনীত করিলেন। যে চক্ষের জল পরের জন্য পতিত হয়, যে চক্ষে জল থাকায় মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া গণ্য, যে চক্ষের জল বুঝি গঙ্গাজল অপেক্ষাও পবিত্র, জজ সাহেব আজ সেই চক্ষের জলে অভিষিক্ত হইলেন, বিচারাসন বুঝি অধিকতর পবিত্র হইল। দর্শকমণ্ডলী নীরবে অশ্রুমোচন করিল। বিচারালয় কিছুকালের জন্য সংক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় শোকোচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হইল।

এ দিকে জীবন ঘোষের বুকের ছাতি ফুলিয়া উঠিল। গোপাল ডাক্তারের কাণে কাণে বলিলেন "এবার পাঁচ হাজার টাকার এক পয়সা কম হ'লে ফিজ লইব না। মাধব বাবুকে বুঝাইয়া বলিও তিল কে তাল করা সহজ কথা নয়। জীবন শর্ম্মা ভিন্ন কার সাধ্য?"

আমরাও বলিতেছি, জীবন বাবু! এ পাঁচ হাজার টাকা ঘরে তুলিও না, তাহা হইলে ঘর জ্বলিয়া যাইবে, পাকাঘর হইলে বজ্র পতনে চুরমার হইয়া যাইবে, স্ত্রীর গহনা করিলে স্ত্রীর বাতব্যাধি হইবে, জমী কিনিলে প্রজা বিদ্রোহী হইয়া তোমার ঘর জ্বালাইয়া দিবে। খবরদার! হুশিয়ার! এ সকল কিছুই করিও না। কোম্পানির কাগজ করিও না, তাহা হইলে তোমার পাপের টাকায় কোম্পানি ফেল পড়িবে। আমাদের পরামর্শ শুন। এ টাকায় ব্রাহ্মণ ভোজন করাইও। তাহা হইলে তোমার পাপের কিছু

প্রায়শ্চিত্ত হইবে, আমাদেরও পেট ভরিবে। গ্রন্থকার ব্রাহ্মণ। পেট ফুলিবার আশঙ্কা থাকিলেও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিব।

নিরুপমার জোবানবন্দির কথা উঠিল। নিরুপমা কি বলিতে কি বলিবে, কোন্ কথা কার বিরুদ্ধে যাইবে, ভাবিয়া কোন পক্ষের উকীল বিশেষ কিছু আগ্রহ দেখাইলেন না। নিরুপমার জোবানবন্দি নিতান্তই অপরিহার্য্য বিবেচনায় জজ সাহেব নিরুপমাকে ডাকাইলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

"Life, like a wheel's revolving orb, turns round,
Now raised aloft, now dragged along the ground."

Meghoduta.

আমরা গ্রন্থারম্ভে মনে করিয়াছিলাম বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ লিখিতে গেলে ইংরাজীর নাম গন্ধ না থাকিলেই ভাল হয়। চেষ্টাও করিয়াছিলাম। কৃতকার্য্য হইলাম না, কালের স্রোতে ভাসিলাম। এ টুক সময়ের দোষ, শিক্ষার দোষ, আমাদের দোষ নহে। যেখানে ইংরাজীর অনুবাদ করিতে গেলে আর কিছুই থাকে না, যে কথা বাঙ্গালায় বলিলে বাঙ্গালীরাও অসন্তুষ্ট হইবেন, সেখানে আর উপায়ান্তর না দেখিয়া ইংরাজীর শরণ লইয়াছি। ভরসা করি পাঠক পাঠিকা আমাদিগকে মাপ করিবেন। ইংরাজী-অনভিজ্ঞ পাঠক মনে করিবেন না যে ইংরাজীটুক বাদ দিলে আখ্যায়িকার শৃঙ্খল ভগ্ন হইবে। ইচ্ছা করিলে পাঠক অনায়াসে ইংরাজীটুকু বাদ দিয়া যাইবেন।

নিরুপমা অবনত মুখে জজ সাহেবের সম্মুখে

দাঁড়াইলেন। দর্শকবৃন্দ দেখিল নিরুপমার নয়ন যুগল এখন অর্দ্ধ বিকসিত রক্তোৎপলের ন্যায় রক্তাভ, নিস্পন্দ, অর্দ্ধ নিমীলিত, তদ্‌পার্শ্বে নীহার বিন্দুর ন্যায় অসঙ্খ্য স্বেদবিন্দু মুক্তাকারে টল টল করিতেছে। মৃদু হিল্লোলে অলকগুচ্ছ বিকম্পিত হইতেছে, মত্ত মধুপের ন্যায় উড়িতেছে, পড়িতেছে, মুহুর্মূহু নয়নোৎপলের পীড়া জন্মাইতেছে। নিবিড় বঙ্কিম ভ্রূযুগল স্বভাবসুলভ চপলতা পরিহার করিয়া গম্ভীর অভিভাবকের ন্যায় লোচনযুগলের স্থৈর্য্য রক্ষা করিতেছে। ক্ষুদ্র নাসারন্ধ্র কখন কুঞ্চিত কখন বিস্ফারিত হইতেছে। মধুর অধরে হাসি নাই, গতি নাই, চিত্রিতবৎ নিশ্চল। বৈশাখের মেঘমালাসদৃশ বিমুক্ত কেশরাশি পৃষ্ঠদেশ আবৃত করিয়াছে। তন্মধ্যে বিদ্যুল্লতার ন্যায় নিরুপমার ক্ষুদ্র দেহ শোভা পাইতেছে। নিরুপমা সসম্ভ্রমে বস্ত্রাঞ্চলে গলদেশ বেষ্টন করিয়া যুক্তকরে অবনত মুখে জজ সাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। কুরুরাজ-সভায় দুঃশাসন-লাঞ্ছিতা দ্রৌপদী যুক্তকরে কায়মনোবাক্যে বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে স্মরণ করিয়াছিলেন। নিরুপমা যুক্তকরে মনে মনে বলিতেছিলেন "এবার বা করহে ভগবান।"

জজ সাহেব নিরুপমাকে দেখিয়া মনে মনে বলিলেন ঃ—

"Is it Homer's Helen or Shakespeare's Juliet? Perhaps a combination of both! Such

superb beauty scarcely fails to turn a Newton into a Milton, a proud aristocrat into an amorous Byron, an old lawyer into a sweet young poet."

আমরা হলপ করিয়া বলিতে পারি মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই মোকদ্দমায় বারিষ্টার নিযুক্ত হইলে আইন নজীর ভুলিয়া আসামীকে লক্ষ্য করিয়া আবার সেই মধুর তানে গাইতেন :—

"ধন্য বীর মেঘনাদ যে মেঘের পাশে
প্রেম-পাশে বাঁধা সদা হেন সৌদামিনী।"

জজ সাহেব নিরুপমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "যদুরায়কে চেন ?"

নিরুপমার বদনমণ্ডল সহসা যেন রক্তিম রাগে রঞ্জিত হইল। মুখ অধিকতর অবনত করিয়া বলিলেন "চিনি।"

জজ। কেমন করিয়া চিনিলে ?

নিরু। উনি আমাদের গ্রামের লোক, তাই চিনি।

জজ। যদুরায় কি তোমাকে ভাল বাসেন ?

নিরু। আমি জানি না।

জজ। আচ্ছা, তুমি যদুরায়কে ভাল বাস ?

নিরুপমা বড় বিষম সমস্যায় পড়িলেন। "না" বলিলে স্পষ্ট মিথ্যা কথা বলা হয়। আবার যদুরায়ের সম্মুখে কেমন করিয়া "না" কি বলা যায়? আবার এ দিকে লজ্জা

আসিয়া রসনাকে নিশ্চল করিয়াছে, ভালবাসা স্বীকার করিতে দেয় না। নিরুপমা নির্ব্বাক।

জজ। বল, বল, তুমি যদুরায় আসামীকে ভাল বাস কি না?

জজ সাহেব ভুল করিলেন। "আসামী" শব্দ ব্যবহারে নিরুপমার স্মরণ হইল তাঁহাকে লইয়াই যদুনাথ এই বিপদে পড়িয়াছেন। নিরুপমা ভালবাসা স্বীকার করিতে উদ্যত হইয়াছিল, যদুরায় "আসামী" ভাবিয়া আবার সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিল। অথচ কি উত্তর দিবে তাহা স্থির করিবার জন্য মস্তক কণ্ডুয়ন পূর্ব্বক বলিল "ভালবাসা?"

জজ। Yes, my child! ভালবাসা—that wonderful mixture—of blessings and curses—of poetry and philosophy—of sense and nonsense. *Your* sex knows it better than the wisest of us. Love is your special privilege. বল, তুমি যদুরায়কে ভালবাস কি না?

নিরুপমা ইংরাজী শুনিয়া ভীতা হইল। ছল ছল চক্ষে বলিল "না"।

জজ সাহেব তাহাই লিখিয়া লইলেন। মনে মনে বলিলেন "I had had enough of such sweet "না" in my younger days. I am too old to misunderstand it. Strange is the vocabulary of the amorous world where NO is YES!!"

জজ নিরুপমার দিকে চাহিয়া বলিলেন "এ মোকদ্দমার কিছু জান?

যদুরায় বন্দী থাকা কালে নিরুপমা তাঁহার নিকট যাহা যাহা বলিয়াছিলেন জজ সাহেবের নিকটও সেইরূপ যথার্থ ঘটনা বিবৃত করিলেন।

জজ। তোমাকে লাঠিয়ালেরা জঙ্গলে নিয়া গেলে সেখানে যদুনাথের সঙ্গে কি তোমার দেখা হইয়াছিল?

নিরু। না, যদু বাবু বাগানবাটীতে বন্দী থাকা সময়ে দুই তিন ঘণ্টার জন্য তাঁহার সহিত দেখা হইয়াছিল।

জজ। যদুরায় যে বন্দী ছিলেন তাহা তোমাকে কে বলিল?

নিরু। সোণার মা বুড়ি বলিয়াছিল। তা ভিন্ন আমিও দেখিয়াছিলাম মাধব বাগছীর অনেক হিন্দুস্থানী লাঠিয়াল সেই বাগানবাড়ী পাহারা দিতেছিল।

জজ। তাহারা যে মাধব বাগছীর লোক তাহা তুমি কেমন করিয়া জানিলে?

নিরু। সোণার মা বুড়ি বলিয়াছিল।

জজ। সোণার মা বুড়ি কে? কোথায় থাকে?

নিরু। আশানপুরের মাধব বাগছীর চাকরাণী।

জজ। বাগানবাটীতে যখন তুমি প্রথমে যদুরায়কে দেখিলে তখন যদুরায়ের শরীরে কোন জখম কি আঘাতের চিহ্ন দেখিয়াছিলে?

নিরু। লাঠির আঘাত লাগিলে যেরূপ চিহ্ন হয় সেইরূপ চিহ্ন দেখিয়াছিলাম।

জজ। এই এজলাসে যে সকল শীলমোহর, মদের বোতল, ছবি, রসমঞ্জরী দেখিতেছ এ সকলই কি যদুনাথের ঘরে পাওয়া গিয়াছিল?

নিরু। হাঁ, পাওয়া গিয়াছিল।

জজ। যদুরায় কি গুলি মারিয়াছিলেন?

নিরু। না, তিনি আমাকে লইয়া নীচে লাফাইয়া পড়িলে একজন পাহারাওয়ালা তাঁহাকে গুলি মারিয়াছিল। সেই গুলি লাগিয়া পাহারার কনেষ্টবলের হাড় ভাঙ্গিয়াছে।

জজ। যদুরায় তোমার উপর কোনরূপ বল প্রকাশ করিয়াছিলেন কি না?

নিরু। আমি তাঁহার ঘরে প্রবেশকালে আমাকে চিনিতে না পারিয়া এক প্রকাণ্ড লোহার ডাণ্ডা তুলিয়াছিলেন।

জজ। না, না, আমি তাহা শুনিতে চাই না। আমি জানিতে চাই যদুরায় তোমার ইজ্জৎ মারিয়াছেন কি না?

আহতা পন্নগীর ন্যায় নিরুপমা গর্জ্জিয়া উঠিল। লজ্জাবনত অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষু নিমেষ মধ্যে বিস্ফারিত হইয়া বহ্নিকণা উদ্গীরণ করিল। ক্ষুদ্র দেহ [illegible] [illegible]

হইয়া যেন শতগুণ বৰ্দ্ধিত হইল। নির্ব্বাত অমিয় সাগরে সহসা বাড়বানল জ্বলিয়া উঠিল। নিরুপমা গম্ভীর স্বরে কম্পিতাস্যে বলিয়া উঠিল "মিথ্যা কথা, এমন কথা যে বলে বা ভাবে সে মিথ্যাবাদী।"

জজ সাহেব পেন্‌সন্‌ লইয়া বিলাতে গিয়াও নিরুপমার এই তেজোময় মাধুরী স্বপ্নে দেখিতেন।

নিরুপমা এবার কান্দিল। উচ্চৈঃস্বরে মা মা বলিয়া কান্দিয়া উঠিল। উভয় পক্ষের উকীল নিরুপমাকে দুই চারি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। নিরুপমা বিদায় হইল।

আসামীর জবাব আরম্ভ হইল। যদুনাথ বলিতে লাগিলেন "আমি নির্দ্দোষী। পূর্ণিমার রাত্রে আমি একাকী আশানপুর গ্রামে সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরে মাধবের মাতাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। সেই স্থানে কতকগুলি লাঠিয়াল আমাকে বন্দী করিয়াছিল। ইহাদের মুখ-ঢাকা ছিল, চিনিতে পারি নাই। একজন অশ্বারোহী এই লাঠিয়ালদিগের দলপতি ছিল। দলপতি আমাকে বন্দী করিয়া আমার নাসিকাচ্ছেদনে উদ্যত হইলে আমি উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহার তরবারি কাড়িয়া লইয়া তাহারই মস্তকচ্ছেদ করিয়াছিলাম। অশ্বপৃষ্ঠে পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিলাম, পারি নাই। অশ্ব ভূতলশায়ী হইলে লাঠিয়ালেরা আমাকে প্রহার করিয়াছিল। আমি তাহাতে অজ্ঞান হইলে আমাকে তাহারা অজ্ঞান অবস্থায় কি

করিয়াছিল বলিতে পারি না। জ্ঞান হইলে দেখিলাম আমাকে একটা পুরাতন পাকা ঘরে উত্তম শয্যায় শয়ান করাইয়াছে। সেই ঘরে এই সকল নীলমোহর, মদের বোতল, ছবি প্রভৃতি সজ্জিত ছিল। মাধব বাগছীর চাকরাণী সোণার মা বুড়ি আমার শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিল। কয়েক দিন পরে শেষ রাত্রে নিরুপমাকেও সেই ঘরে দেখিয়াছিলাম। নিরুপমাকেও বন্দী জানিয়া তাহাকে লইয়া পলায়ন কালে গোলক দারগা আমাকে সাহায্য না করিয়া আসামী বলিয়া গ্রেপ্তার করিয়াছেন। আমাকে লক্ষ্য করিয়া এক জন লাঠিয়াল কি বরকন্দাজ বন্দুক ছুড়িয়াছিল, তাহাতেই এক জন কনেষ্টবলের হাড় ভাঙ্গিয়াছিল। আমাকে মিথ্যা মোকদ্দমায় জেলে পাঠাইয়া আমার পৈতৃক সম্পত্তি হস্তগত করাই মাধব বাগছীর উদ্দেশ্য। কেবল সোণার মা ভিন্ন আমি আর কাহাকেও চিনিতে পারি নাই।"

জজ্। যদি তাহাই তোমার বিপক্ষের উদ্দেশ্য হয় তবে তাহারা কি জন্য নিরুপমাকে তোমার নিকট জঙ্গলের মধ্যে রাখিয়া আসিবে? নিরুপমা ভিন্ন কি মোকদ্দমা হয় না? ইচ্ছা হয় ত এ সম্বন্ধে কারণ দেখাইতে পার। তোমার ঘরে মদের বোতল, অশ্লীল ছবি প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছিল স্বীকার করিয়াছ। এ সম্বন্ধেও কিছু বলিতে ইচ্ছা করিলে বলিতে পার।

যদু। নিরুপমার সহিত মাধবের বিবাহের কথা চলিতেছে। জনরব এই যে নিরুপমা তাহাতে সম্মতা নহে। নিরুপমার আমার প্রতি আসক্তি আছে বলিয়াও একটা জনরব আছে। আমার বিশ্বাস এ জনরব সত্য। আমি কারাগারে থাকিলে সেই সাবকাশে নিরুপমাকে বিবাহ করা এবং আমার পৈতৃক সম্পত্তি হস্তগত করা মাধবের পক্ষে সহজসাধ্য হইবে। নিরুপমাকে জবরদস্তি করিয়া হরণ করিয়াছি বলিয়া মোকদ্দমা করার উদ্দেশ্য এই যে নিরুপমা এবং তাহার অভিভাবকেরা আমাকে দুরাচার দস্যু বলিয়া ঘৃণা করিবে। আমাকে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র নরাধম বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্যই বিপক্ষেরা আমার ঘরে মদের বোতল, অশ্লীল ছবি প্রভৃতি রাখিয়াছিল।

জজ। ফরিয়াদির পক্ষ হইতে একখানা চিঠি দাখিল হইয়াছে। তাহাতে তোমার নাম স্বাক্ষর এবং মোহর অঙ্কিত আছে। চিঠিখানার মর্ম্ম এই যে তুমি নিরুপমাকে ধরিয়া আনার জন্য লাঠিয়াল সংগ্রহ করিতে নবীন পাঠককে হুকুম দিয়াছিলে। চিঠিখানা এই। দেখিয়া বল এ নাম স্বাক্ষর এবং মোহর তোমার কি না? বলা না বলা তোমার ইচ্ছা।

যদু। এ নাম লেখা আমার লেখার মত বটে, কিন্তু আমার লেখা নহে। বামুণহাটী হইতে যাওয়ার সময় বজ্‌রা

হইতে এই মোহর চুরি গিয়াছিল। সেই মোহর কোন গতিকে বিপক্ষের হস্তগত হওয়ায় জাল চিঠিতে আমার নামের মোহর অঙ্কিত হইয়াছে।

জজ। তুমি বলিতেছ সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরের নিকট এক ব্যক্তির মাথা কাটিয়াছ। সে ব্যক্তি কে? বলিতে পার?

যদু। নিশ্চয় বলিতে পারি না। পরস্পর শুনিতেছি চিন্তামণি ভট্টাচার্য্য।

জজ। যদি তোমাকে নির্য্যাতন করাই বিপক্ষের উদ্দেশ্য হইত তবে মিথ্যা মোকদ্দমার প্রয়োজন কি? চিন্তামণির মৃতদেহ উপস্থিত করিয়া মোকদ্দমা করিলেই যথেষ্ট হইত। এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাও?

যদু। বিপক্ষের এরূপ না করিবার বিশেষ কারণ আছে। চিন্তামণি এবং তাহার পিতা কালী শিরোমণি আমার গৃহে আমার অন্নে প্রতিপালিত। এ অবস্থায় আমি যে চিন্তামণিকে খুন করিয়াছি ইহা আদালতের বিশ্বাস না হইতে পারে। বরং আমার লোক বলিয়া বিপক্ষের দল তাহাকে খুন করিয়াছে বলিয়া আদালতের ধারণা হওয়াই অধিক সম্ভব। এই জন্যই মাধবের লোকেরা চিন্তামণির মৃত দেহ গোপন করিয়াছে।

জজ। তুমি যাহা বলিতেছ সেরূপ শত্রুতা থাকিলে বিপক্ষের লোকেরা তোমাকে বন্দী না রাখিয়া তোমাকে

অনায়াসে খুন করিয়া তোমার লাস গোপন করিতে পারিত।

যদু। আমাকে খুন না করিবার কারণ এই যে আমাকে লাঞ্ছিত এবং অপমানিত করিয়া চক্ষের তৃপ্তিসাধন করাই বিপক্ষের উদ্দেশ্য। মাধব বাগছীর মুখে এ কথা অনেকবার শুনিয়াছি।

আসামীর জবাব শেষ হইল। সোণার মাকে হাজির করিবার জন্য ক্রমে ওয়ারেণ্ট মালক্রোকী পরওয়ানা বাহির হইয়াছিল, কোন ফল হয় নাই। পুলিসের কৈফিয়তে জানা গেল সোণার মা নামে কোন লোক আশানপুরে নাই, স—জেলার মধ্যেও নাই। এ দিকে জনরব হইল মাধব বাগছী সোণার মাকে পরলোকে গোপন করিয়া রাখিয়াছে। আসল কথা এ পৃথিবীতে সোণার মাকে ইহার পরে আর কেহ দেখিতে পায় নাই।

সাফাই সাক্ষীর জোবানবন্দি এবং উভয় পক্ষের উকীলের বক্তৃতা শেষ হইল। জীবন ঘোষ এই বলিয়া বক্তৃতা শেষ করিলেন :—

"যদি দুরাচারের হস্ত হইতে সমাজ রক্ষা করাই দণ্ডবিধি আইনের উদ্দেশ্য হয়, যদি দোষী ব্যক্তির দণ্ডবিধান করিয়া অন্যান্য দুরাচারের শিক্ষা প্রদান বা ভয় প্রদর্শন জন্য ফৌজদারী আইনের সৃষ্টি হইয়া থাকে, তবে যদুরায়ের ন্যায় মূর্ত্তিমান পাপের গুরুতর দণ্ডবিধান

সর্ব্ববাদি সম্মত। যে যদুরায় বি, এ, উপাধি ধারণ করিয়াও চরিত্র দোষে ঐ সাম্মনসূচক উপাধিকে কলুষিত করিয়াছে, যে যদুরায় প্রজাপীড়নে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বামুণহাটীর বিখ্যাত দাঙ্গায় স্বহস্তে শত শত নিরীহ প্রজার শিরশ্ছেদ করিয়াছে, যে যদুরায় দারগার চিঠিতে হরমণি দেবীর নাম জাল করিয়া জমীদারকুলের মুখ হাসাইয়াছে, যে যদুরায় হিন্দুকুলে জন্মিয়াও সর্ব্বমঙ্গলার সমক্ষে পূর্ণিমার রজনীতে ব্রাহ্মণ-হত্যা করিতে কিছুমাত্র ভীত হইল না, যে যদুরায় পরদার গমনে, পরপীড়নে সিরাজউদ্দৌলাকেও অতিক্রম করিয়াছে, যে নরাধম নিরুপমার ন্যায় সরলা বালিকার প্রতি পশুবৎ আচরণ করিয়া সান্যাল বাবুদের নির্ম্মল কুলে কালি দিয়াছে, যে দুরাচার পুলিস কর্ম্মচারীকে স্বহস্তে গুলি মারিতে কিছুমাত্র ভীত হইল না, যে যদুরায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কলঙ্ক, জমীদারকুলের কলঙ্ক, ভারতবাসীর কলঙ্ক, মনুষ্য সমাজের কলঙ্ক, তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর নিতান্তই প্রার্থনীয়।”

জীবন ঘোষের বক্তৃতা শুনিয়া দর্শকমণ্ডলীর প্রাণ উড়িয়া গেল। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গলবস্ত্র হইয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া অন্যের অশ্রুতভাবে বলিল “হা ধর্ম্ম! হা ভগবান! তুমি কোথায়? নিষ্পাপ যদুনাথের অদৃষ্টে কি এই লিখেছিলে?”

বেলা চারিটার সময় জজ সাহেব দুই তিন বার রুমালে

চক্ষু মুছিলেন। পরে আসামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "আসামী যদুনাথ রায়! তুমি দণ্ডবিধি আইনের ৩৪৩, ৩২৬, ১৪৮, এবং ৩৬৩ ধারার অপরাধ করায় কঠিন পরিশ্রমের সহিত সাত বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিবে।"

চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। কি স্ত্রী কি পুরুষ, কি যুবা কি বৃদ্ধ, সকলেই শোক-বিকৃত কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ইতিপূর্ব্বে গলবস্ত্র হইয়া যদুনাথের মুক্তির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছিলেন তিনি দৌড়িয়া যদুনাথের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কনেষ্টবলেরা তখন যদুনাথকে পুনরায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া জেলখানায় লইয়া যাইতেছিল। বৃদ্ধ কৃষ্ণ চূড়ামণি ছল ছল চক্ষে বলিলেন "বাবা! তুমি আমার জাতি রক্ষা করিয়াছিলে। আমি তোমার কিছুই করিতে পারিলাম না। আমি চুরি করিব, অপরাধ স্বীকার করিব, পরে জেলে গিয়া তোমার খাটুনি আমি খাটিব—"

চূড়ামণির কথা শেষ হইতে না হইতে একজন কনেষ্টবল তাহাকে গলা ধাক্কা দিয়া বিদায় করিল। ব্রাহ্মণ বারংবার বক্ষে করাঘাত করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন।

এত দিনে গোপীনাথপুর অন্ধকার হইল। অন্নপূর্ণা অনশনে প্রাণ পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অন্দর ছাড়িয়া

মহাদেবের মন্দিরের সম্মুখে ধরাশয্যায় শয়ন করিলেন। কালী শিরোমণির আর্তনাদে দেব মন্দির নিশীথ সময়ে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। যদুনাথের অসংখ্য পোষ্যবর্গ হাহাকার রবে গোপীনাথপুর পরিত্যাগ করিয়া চলিল। রায় জমীদারের রাজপুরী অরণ্যে পরিণত হইল।

মানুষ কি সুখী? কে কাহাকে সুখী বলিব? দরিদ্রের কুটীরে, ধনীর ত্রিতল সৌধে, পণ্ডিতের পরিমার্জ্জিত চিত্তে, মূর্খের মূঢ় মনে, যুবকের সতেজ হৃদয়ে, বৃদ্ধের হতাশ অন্তরে দুঃখ-কীট ভিন্ন ভিন্ন আকারে নিরন্তর বিচরণ করিতেছে। অর্থ-নাশ, প্রিয়-বিচ্ছেদ, অপ্রিয় সংঘটন, অপমান, ব্যাধি-দুষ্টদেহ এ সংসারে অপরিহার্য্য। তবে মানুষের সৃষ্টি হইল কেন? কেবল দুঃখ ভোগ করিবার জন্যই কি মানুষের সৃষ্টি হইয়াছিল? এ সংসার যাঁহার লীলাভূমি, যিনি অন্তর্যামী, তিনি ভিন্ন এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? লক্ষ বৎসর চিন্তা করিলেও মানুষে এ গূঢ় রহস্য ভেদ করিতে পারিবে না। তুমি মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, এ সংসার তোমার কর্ম্মক্ষেত্র। কর্ম্ম করিও, কর্ম্ম করিবার সময় মনে রাখিও এক দিন কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে। সংসারে নানারূপ দুঃখ দেখিয়া সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইলে চলিবে না, সংসারযুদ্ধে পশ্চাদ্‌পদ হইলে চলিবে না। ইহা নিশ্চয় জানিও যিনি সংসারে থাকিয়াও সন্ন্যাসী তিনি যথার্থ মহাপুরুষ, তাঁহার মনুষ্য জন্ম সার্থক হইয়াছে।

সংসারে যে দুঃখ অপরিহার্য্য তাহা নির্ম্মল চিত্তে সহ্য করিও, তখন নিশ্চয় জানিও তোমার কোন মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে, আত্মা পবিত্র হইতেছে। মুখে বলিও "যদ্বিধের্ম্মনসি স্থিতং"।
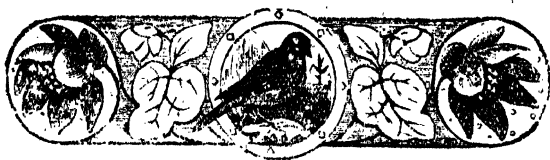
ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

"এ কি লো, একি লো ! একি লো দেখিলো !
এ চাহে উহার পানে,
দেব কি দানব, নাগ কি মানব,
কেমনে এল এখানে ! !"

ভারতচন্দ্র।

দামা-মা গুড়ু-গুড়ু শব্দে আশানপুর আচ্ছন্ন। যদুনাথের কারাদণ্ডের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত মাধব-মঞ্জিলের উভয় পার্শ্বে যোড়া নহবৎ বাজিতেছে। দেখিতে দেখিতে কয়েক মাস অতীত হইয়া গেল। বড় বাড়ীর বাদ্যোদ্যম ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। চৈত্র মাসের শেষভাগে একদিন প্রাতঃকালে শত সহস্র লোকে আশানপুর হইতে গোপীনাথপুর পর্য্যন্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বে কদলী বৃক্ষ প্রোথিত করিয়া তাহাতে লোহিত বর্ণের পতাকা সংলগ্ন করিতেছে। বিমল বসন্তানিলের মৃদু হিল্লোলে পতাকাকুল তর তর শব্দে

নিরন্তর নৃত্য করিতেছে। প্রত্যেক পতাকার নিম্ন দেশে লক্ষ্ণৌ নিবাসী বংশীবাদক বসন্ত-বাহার রাগে শ্রোতাবৃন্দের শ্রুতিমূলে সুধা বর্ষণ করিতেছে। পল্লীর কৃষক বালকেরা গোষ্ঠের গো-পাল ভুলিয়া বাঁশীর সঙ্গে তালে তালে নৃত্য করিতেছে। বড় বাড়ীর হিন্দুস্থানী পরিচারিকাগণ হলুদ-মাখা ঘাঘরা পরিয়া দলে দলে সরোবরে নামিতেছে, জল-কেলি করিতেছে, কেহ কেহ বারিপূর্ণ কলসী মস্তকে রাখিয়া যমুনা পুলিনে শ্যাম-সোহাগিনী গোপাঙ্গনার ন্যায় তালে তালে করতালি দিয়া গাইতেছে।—

"স্মর গরল খণ্ডনং, মম শিরসি মণ্ডনং,
দেহি পদ পল্লবমুদারং।"

এ দিকে কতকগুলি ফুল্‌কো-লুচি কত্থমের ছেলে মাধব মঞ্জিলের বৃহৎ প্রকোষ্ঠের মারবল ভাঙ্গিয়া ইট খুঁড়িয়া বিদ্যা-সুড়ঙ্গ খনন করিতেছে, সখের থিয়েটার হইবে। সুড়ঙ্গের যে মুখ বিদ্যার ঘরে থাকা চাই তাহা প্রস্তুত হইল। অন্য মুখ মালিনীর ঘরে থাকা চাই। বড় গোল পড়িয়া গেল, মালিনীর ঘর এখন কোথায় পাওয়া যায়? অনেকে মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল। এমন সময় কৃষ্ণ চূড়ামণির চাকর জলধর বলিয়া উঠিল "ও গো মশাইরে, ভাবছ কেনে? মালিনীর ঘর চাও? তার জন্যে ভাবনা কি? হরমণি পিসির ঘরে একটা সুড়ঙ্গ করিলেই

সব ঠিক হয়ে যায়।” বলা বাহুল্য জলধর ছোকরা দৌড়িয়া পলায়ন করিল।

নাট মন্দিরে গালিচা পাতিয়া অনেক সার্ব্বভৌম, স্মৃতিভূষণ, বিদ্যারত্ন প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ পঞ্জিকা হস্তে বিবাহের লগ্ন স্থির করিতেছেন। মাধব বাগছী গরদের যোড় পরিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে উপবিষ্ট, হস্তে উদ্বাহ সূত্র, গলে হরিদ্রাক্ত যজ্ঞোপবীত। উপস্থিত পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে রামধন বিদ্যারত্ন একটা প্রকাণ্ড পণ্ডিত। রামধন যে অন্যান্য পণ্ডিত অপেক্ষা অধিক গ্রন্থাদি পড়িয়াছিলেন তাহা নহে। তবে রামধনের বিষয়-বুদ্ধি ছিল, সুতরাং ধর্ম্মবুদ্ধির তত প্রয়োজন ছিল না, কাজেই খ্যাতি প্রতিপত্তি বিলক্ষণ ছিল। মাধবের যত্ন এবং উৎসাহ দেখিয়া বিদ্যারত্ন সেই দিনই বিবাহের শুভ দিন বলিয়া স্থির করিলেন। মাধবও তদনুযায়ী বিবাহের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। চৈত্র মাসে, শনিবারে, অমাবস্যার দিনে গোধুলি লগ্নে বিবাহের সময় নির্দ্দিষ্ট হইল দেখিয়া অন্যান্য পণ্ডিতেরা যথাশাস্ত্র আপত্তি করিলেন। বিদ্যারত্ন তখন কতকগুলি ঘর-গড়া বচন পড়িয়া গোধুলি লগ্নের দোহাই দিলেন। কোন ফল হইল না। আপত্তি চলিল। তখন বিদ্যারত্ন শেষ উপায় অবলম্বন করিলেন—ঈষৎ হাস্য করিয়া প্রত্যেক পণ্ডিতকে একটী অঙ্গুলী দেখাইলেন। আর তখন কোন আপত্তি হইল না। বিদ্যারত্নের অঙ্গুলীর

সাঙ্কেতিক মূল্য এক শত টাকা। সকলেই ব্যবস্থা পত্রে স্বাক্ষর করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে ব্যবস্থা-পত্র রৌপ্য কৌটায় স্থাপিত হইল। এক জন বিশ্বাসী মুসলমান সর্দ্দার রৌপ্য কৌটা লইয়া গোপীনাথপুর চলিল।

যাইতে যাইতে সর্দ্দার দেখিল কোদ্‌লার মাঠে একটা প্রকাণ্ড কাবুলী সর্ব্বাঙ্গে কাপড় ঢাকা দিয়া বেদানার পুট্‌লি পার্শ্বে রাখিয়া শয়ন করিয়াছে। সর্দ্দারকে দেখিয়া কাবুলী উঠিয়া বসিল। কাবুলীর গোঁপ দাড়ী পাকা, মুখ খানা বড় ভারী, চুলগুলি বাবরীয়ানা ভাবে কেয়ারী করা, তাহার উপর নীল রঙের পাগড়ী। চারি হাত লম্বা এক খানা বাঁশের লাঠি পার্শ্বে পড়িয়াছিল। সর্দ্দারকে দেখিয়া কাবুলী সেলাম করিয়া স্পষ্ট বাঙ্গালায় বলিল "খাঁ ছাহেব! আপনি যাচ্ছ কোথায়?"

আসল কথা সর্দ্দারের কোন পুরুষেও খাঁ ছাহেব নহে। খাঁটি পাতি নেড়ে। অন্য কথা বলিলে সর্দ্দার দাঁড়াইত না, কথাও কহিত না। কাবুলি-প্রদত্ত সম্মানসূচক সম্বোধনে আহ্লাদিত হইয়া সর্দ্দার বলিল "গোপীনাথপুর যাচ্ছি।"

কাবুলী। কার বাড়ী যাচ্ছ?

সর্দ্দার। আমনাথ স্যান্ডালের বাড়ী।

কাবুলী। কি কামে যাচ্ছ?

সর্দ্দার। লব ঠাকুরের বেটীর সাদি হবে, পীর ঠাকুরেরা.

অনেক ধস্তাধস্তির পরে এক ফতেয়া দিয়াছে, তাই লিয়ে যাচ্ছি।

কাবুলী। কার সঙ্গে কার সাদি হবে? মুই ত বোজলাম না। ছুকরী কি খুবছুরৎ?

এই সময় কাবুলী বেদামার পুটুলী খুলিয়া বাছিয়া বাছিয়া চারিটা বেদানা বাহির করিয়া সর্দ্দারকে নজর দিল। সর্দ্দার তখন বেদানাগুলি গামছায় বাঁধিয়া বলিল "মাধব বাবুর সঙ্গে আজ সাজের বেলা আমনাথ সান্যালের ভাতিজী নীরু ছুকরীর সাদি হবে। খুবছুরতের কথা আর কি কব ভাই-ছাহেব!! ছুড়ী যেন লতুন গুড়ের সরবৎ, প্যাজীর কালীর মত লক্ লক্ করে উঠেছে, পাকা ক্যালার মত রঙ, ঠিক যেন লবাবজাদী!! আমি চল্লাম।"

সর্দ্দার চলিয়া গেলে কাবুলী বেদানার পুটুলী ফেলিয়া লাঠি হাতে করিয়া দ্রুতবেগে অন্য পথে গোপীনাথপুর চলিল। কিছু দূরে গিয়া রঞ্জিত গোঁপ দাড়ী ধুইয়া ফেলিল, নীল রঙের পাগড়ী খুলিয়া মুখ মুছিল, নিমেষ মধ্যে সুন্দর কাবুলী কৃষ্ণকায় ভীম-দর্শন গুলজার খাঁ হইয়া দাঁড়াইল। যদুনাথের বৈঠকখানায় গিয়া দিগম্বরকে সকল অবস্থা জানাইল। দিগম্বর মুন্সীর গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা পড়িল। দিগম্বর কিছুকাল পরে বলিলেন "বৃথা চেষ্টা! কাহার জন্য এ গুরুতর কার্য্যে লিপ্ত হইব? তিনি কি সাত বৎসর বাঁচিবেন? বিশ্বাস হয় না। যদি

জনরব সত্য হইত তবে অবশ্যই চিঠি পাইতাম। ইচ্ছা হয় বড়-বাড়ী পোড়াইয়া খাণ্ডব দাহন করিয়া ফেলি। যদুনাথের অনেক লবণ খাইয়াছি, তাঁহার শত্রুকুল নির্ম্মূল না করিয়া গোপীনাথপুর ত্যাগ করিব না।”

এ দিকে পত্রবাহক সর্দ্দার রামনাথ সান্যালের বাটীতে পৌঁছিয়া রৌপ্য কৌটাস্থিত ব্যবস্থা পত্র দাখিল করিল। সান্যাল বাটীতে মুহুর্মুহুঃ উলুধ্বনি পড়িতে লাগিল, প্রত্যেক উলুধ্বনি নিরুপমার কর্ণকুহরে সূচিকা বিদ্ধ করিল। ব্রহ্মময়ী, রামনাথ, তারক, সকলেই এ বিবাহের পক্ষপাতী, কেবল নিরুপমা একাকিনী অকূল সাগরে ভাসিতেছিল। সংসার-চক্রের নিদারুণ আবর্ত্তনে বালিকার অস্থি মজ্জা নিষ্পেষিত হইতেছিল। যদুনাথের কারাদণ্ডের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত নিরুপমাকে কেহ হাসিতে দেখে নাই, কাঁদিতেও দেখে নাই, কেবল ব্রহ্মময়ী কখন কখন নিশীথ সময়ে নিরুপমার স্বপ্নজনিত আর্ত্তনাদে শিহরিয়া উঠিতেন। যে নিরুপমা স্বর্ণ-প্রতিমার ন্যায় আনন্দময়ী রূপে বিরাজ করিত, যাহার বিলাস-বর্জ্জিত মধুর হাসি সুধা-সমুদ্রের সৃষ্টি করিত, আজ সেই প্রফুল্লতার আধার স্তরে স্তরে বিষাদকীটে জর্জ্জরিত হইতেছিল। শশী-শোভনা পৌর্ণমাসী ধীরে ধীরে কালমেঘে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল।

বিবাহ উপলক্ষে তারক ও হিরণ্ময়ী বাটীতে আসিয়া-

ছিলেন। হিরণ্ময়ী নিরুপমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসিলেন, নিরুপমা কোন উত্তর দিল না। কেবল হিরণ্ময়ীর বুকে মুখ লুকাইয়া বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রুজল নিবারণ করিতেছিল। হিরণ্ময়ী বুঝিল নিরুপমার গভীর নৈরাশ্য বিষাদানলে পরিণত হইয়াছে, ভূগর্ভস্থ অবরুদ্ধ হুতাশন ধূমায়মান হইতেছে, এখনও প্রজ্জ্বলিত হয় নাই। একদিন বুঝি এই আগুনে সোণার প্রতিমা ছারখার হইবে, সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রাণী ভস্মীভূত হইবে। হিরণ্ময়ী সকলই বুঝিল, কারণ তাহার বুদ্ধিবৃত্তি লোপ হয় নাই, কিন্তু সহানুভূতি দেখাইল না, ব্যথিত হইল না। যে হিরণ্ময়ী নিরুপমার মলিন মুখ দেখিলে কান্দিয়া আকুল হইত আজ সেই হিরণ্ময়ী নিরুপমার মর্ম্মান্তিক পীড়ায় একটুও ব্যথিত হইল না, সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখাইল।

হিরণ্ময়ী এমন হইল কেন? কেন হইল তাহা কি খুলিয়া বলিতে হইবে? দুধে গোমূত্র পড়িয়াছে। লিখিতে লজ্জা করে, হিরণ্ময়ী এমন পিশাচী, রাক্ষসী, নরশোণিত-লোলুপা অতৃপ্তা বাঘিনীর ন্যায় ইন্দ্রিয়লালসায় উন্মাদিনী। দুধ বড় উপাদেয় সামগ্রী, বড় উপকারী, বড় তৃপ্তিকর। কিন্তু একবার কোন গতিকে একটু ধরিয়া গেলে অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে। কেবল তাহাই নহে, সেই দুধে যদি দধি ছানা মাখন ক্ষীর প্রস্তুত কর তবে তাহাও অতি কদর্য্য হইবে, সেই পোড়া গন্ধ ছাড়িবে। এ সংসারে স্ত্রীজাতিও

দুধের রূপান্তর মাত্র—বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি—কোমল, কমনীয়, মাধুর্য্যের খনি, সরলতার আধার, স্নেহের প্রস্রবণ, শিশুর জননী, যুবকের রঙ্গিনী, প্রৌঢ়ের সহধর্ম্মিণী, বৃদ্ধের সেবিকা, রোগীর পরিচারিকা, ভোগীর ভোগমন্দির, গৃহে লক্ষ্মী, পরলোকে সহচরী। কিন্তু এমন মধুর মূল্যবান জিনিস অভিভাবকের অদূরদর্শিতায় একবার একটু ধরিয়া গেলে আর কিছুতেই ভাল হয় না, দুর্গন্ধে পূর্ণ হয়, বিষময় ফল প্রসব করে। তারক হিরণ্ময়ীকে যৌবনোদ্দামে যুবকবৃন্দের রূপ-বহ্নিতে জ্বাল দিতে লাগিল, জ্বাল বেশী হইল, দুধ পুড়িয়া গেল, হিরণ্ময়ী দগ্ধ হইল। যে কুলটা তাহার আর আছে কি? কিছুই নাই, সে কেবল মল-মূত্র-ক্লেদ-পূর্ণ মাংসপিণ্ড বিশেষ—বিষাক্ত, দুর্গন্ধময়, সংক্রামক। সুতরাং হিরণ্ময়ীর নিকট সহানুভূতি প্রত্যাশা বিড়ম্বনা মাত্র।

পুরবাসিনীগণ নিরুপমাকে মাঙ্গলিক সলিলে স্নাত করিয়া বহুমূল্য বসনে চারু অঙ্গ বিভূষিত করিল। ব্রহ্মময়ী অতি সাবধানে ধীরে ধীরে মাধব-প্রদত্ত অলঙ্কারের বাক্স খুলিলেন। অদৃষ্টপূর্ব্ব অত্যুজ্জ্বল রত্নখচিত অলঙ্কার দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া সকলে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল। অনেকে জানিত না অঙ্গের কোন স্থানে কোন অলঙ্কার পরাইতে হইবে। যতটুকু জানা ছিল সকলে তাহাই নিরুপমার যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিল। নিরুপমা

হিরণ্ময়ীর দিকে চাহিয়া একটু হাসিল!! হিরণ্ময়ী বুঝিল মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুৎ চমকিল, আরও বুঝিল এ বিদ্যুৎ মহাপ্রলয়ের পূর্ব্ব লক্ষণ মাত্র।

এ দিকে বেলা ১২টা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত তারকের সঙ্গে মাধবের পুরোহিতের লিপি যুদ্ধ চলিতেছে। ত্রিশ খানা চিঠি লেখালিখি হইয়াছে। তারক নিরুপমাকে হিন্দু মতে বিবাহ দিতে নারাজ, এ দিকে পুরোহিত ঠাকুরও নাছোড়বান্দা। তিনি সাম্প্রদায়িক বিবাহের বিরুদ্ধে নানারূপ যুক্তি দেখাইতে লাগিলেন। শেষে স্থির হইল তারকের বাটীতে বৃহৎ প্রাঙ্গনে বিবাহ হইবে, প্রকাশ্যে কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত 'নমো গণেশায়' অথবা 'নমো নারায়ণায়' বলিতে পারিবেন না। তবে যদি কোন ধর্ম্মান্ধ বা মূর্খ-পণ্ডিত অভ্যাস দোষে কোন দেবতার পূজা করেন তবে মনে মনে করিবেন, তারকের কর্ণগোচর হইলে বিবাহ অসিদ্ধ হইবে। 'নারায়ণ' শব্দ তুলিয়া দিয়া 'ঈশ্বর' শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। আর এ দিকে বিবাহের সভায় তাঁহার দলবল সঙ্গে করিয়া তারক সামাজিক বা সাম্প্রদায়িক প্রথায় উপাসনা করিবেন, তাহাতে কেহ আপত্তি করিতে পারিবেন না। করিলে নামঞ্জুর।*

* প্রায় বিশ বৎসর গত হইল বঙ্গে এইরূপ কৌতুকাবহ আর একটী ঘটনা হয়। শ্যামবাজার নিবাসী আমার পরমাত্মীয় স্বর্গীয় প্রাণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেই বিবাহের সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় হীরকমণ্ডিত পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া মাধব বাগছী অপূর্ব্ব কারুকার্য্য খচিত তাঞ্জামে আরোহণ করিলেন। গোবর্দ্ধন সাহেব, মনিরদ্দি-মেরিয়ট, করিম-গড্ছন, ডুলে ডিক্রুশ প্রভৃতি শ্বেতকায় বাদকের দল তুরি ভেরি ও জয়ডঙ্কার গভীর নিনাদে দিঙ্মণ্ডল আলোড়িত করিয়া সামরিক প্রথার অনুকরণে তালে তালে পদ বিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঞ্জামের সঙ্গে চলিল। আশানপুর হইতে গোপীনাথপুর পর্য্যন্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বে অসংখ্য অশ্বারোহী পতাকাসংযুক্ত বল্লম হস্তে চিত্রিতের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মাধবের তাঞ্জাম সান্যাল বাটীতে উপস্থিত হইল।

রামনাথ সান্যাল কন্যা সম্প্রদানার্থ সমস্ত দিন উপবাসী ছিলেন। বর সভাস্থলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করিলে রামনাথ তাম্রপাত্রস্থ জলে আচমনের উদ্যোগ করিলেন। পুরোহিত ঠাকুর তালপাতার পুথি খুলিয়া বসিলেন। অবগুণ্ঠিতা নিরুপমা আলিপনা-সংযুক্ত বিচিত্র কাষ্ঠাসনে রক্ষিতা হইলেন। তারক এবং হিরণ্ময়ী স্বদলভুক্ত দুইটী আনন্দিত-বপু যুবার সহিত বরের অনতিদূরে পৃথক আসনে উপবেশন করিলেন। এই দুই যুবার মধ্যে একজনের নাম সুনীতিভূষণ। প্রথমে চারিজনেই চক্ষু মুদিত করিলেন। কিছুকাল পরে পোড়ারমুখী হিরণ্ময়ী

নয়নদ্বয় অর্দ্ধ নিমীলিত করিয়া সুনীতিভূষণকে দেখিতে লাগিল, সুনীতি নিরুপমাকে দেখিতে লাগিল। সকলের মুখেই 'ওঁ ওঁ'। তারকের চক্ষু একবারও উন্মীলিত হইল না।

পুরোহিত ঠাকুর চুক্তি ভঙ্গ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রামনাথকে বলিলেন "বল, ওঁ বিষ্ণু, তদ্বিষ্ণোঃপরমপদং সদা পশ্যন্তি—"

রামনাথ আচমনের মন্ত্র কিছুই শুনিতে পাইলেন না, কারণ বিবাহ সভার অনতিদূরে ভয়ঙ্কর কোলাহল উপস্থিত হইল। সকলে বিস্মিত হইয়া শুনিল জলদগম্ভীর নাদে কে বলিতেছে :—

"মাধব! ক্ষান্ত হও! ক্ষান্ত হও! এ বিবাহ হইবে না, হইতে পারে না, বিধাতা বিবাদী, নিরুপমা তোমার সহোদরা ভগ্নী!!"

কোলাহল ক্রমে বাড়িতে লাগিল। সেই জলদগম্ভীর নিনাদ ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। সভাস্থ লোকে সভয়ে দেখিল উন্মাদের ন্যায় এক যুবা পুরুষ দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া পূর্ব্ববৎ ভীমনাদে সভার দিকে ছুটিতেছে। এই ব্যক্তির নিকট কোনরূপ অস্ত্র ছিল না, সর্ব্বাঙ্গে স্বেদজলের ধারা, পরিধেয় বসনের অর্দ্ধাংশ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া মাটিতে পড়িয়াছে। ইহার দক্ষিণ হস্তে কপিত্থ ফলের ন্যায় কি একটা ক্ষুদ্র গোলাকার জিনিস

দেখা যাইতেছিল। চারি পাঁচজন লোকে ইহাকে বেষ্টন করিয়া বাধা দিতেছে, কেহ কেহ ইহার শিরঃ লক্ষ্য করিয়া যষ্টি উত্তোলন করিয়াছে। কিন্তু এ ব্যক্তি কোনরূপ বাধা মানিতেছে না, মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় অপ্রতিহত বেগে সভার দিকে ছুটিতেছে।

পুরোহিত ঠাকুর পুথি বন্ধ করিলেন, রামনাথের আচমনের জল হাতেই রহিল, আচমন হইল না। আগন্তুক ব্যক্তি তাম্রকৌটা হস্তে সভার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া আবার সেই গম্ভীর নাদে বলিল "মাধব! ক্ষান্ত হও! নিরূপমা তোমার সহোদরা ভগ্নী!!"

মাধব ভয়ে ও বিস্ময়ে আগন্তুক ব্যক্তির দিকে চাহিলেন, চিনিলেন। অধিকক্ষণ চাহিতে পারিলেন না। ম্লান মুখে মস্তক অবনত করিলেন। নিরুপমা সবিস্ময়ে আগন্তুক ব্যক্তিকে দেখিল, উন্মাদিনীর ন্যায় আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইল, দুই বাহু প্রসারিয়া আগন্তুক ব্যক্তিকে ধরিতে গেল, পারিল না। দেহ অবসন্ন হইল, বালিকা সংজ্ঞা হারাইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। সভাস্থ লোকে সবিস্ময়ে দেখিল আগন্তুক ব্যক্তি যদুনাথ রায়!!!

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

'ভবিতব্যং ভবেত্যেব কর্ম্মণামীদৃশী গতিঃ।'

যদুনাথ আপিলে খালাস হইয়াছিলেন। তৎক্ষণাৎ অন্নপূর্ণার নামে চিঠি লিখিয়াছিলেন। উৎকোচের বলে সে চিঠি মাধবের হস্তগত হইয়াছিল। অন্নপূর্ণা চিঠি পান নাই। মাধব এই সকল কারণে তাড়াতাড়ি অমাবস্যার তিথিতে বিবাহ করিতে আসিয়াছেন।

গোলমালের আধিক্যে তারকের ধ্যানভঙ্গ হইল। যদুনাথকে দেখিবামাত্র তারকের বিদ্বেষানল জ্বলিয়া উঠিল। অতি তীব্রস্বরে তারক যদুনাথকে বলিলেন "স্কাউণ্ড্রেল। পিশাচ! জেলবার্ড! Cursed is the Devil that let you off, বড় ভাগ্যি তোর পাপ দেহ স্পর্শ করিব না, নতুবা এখনই তোর পাপ দেহের অবসান হইত।"

যদুনাথ তারকের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাম্রকৌটা খুলিলেন। কৌটা মধ্যে একটী শুষ্ক জবাকুসুম আর একখানি কাগজ দেখা গেল। কাগজের উভয় পৃষ্ঠে

অলক্তক-রঞ্জিত বড় বড় অক্ষরগুলি বড় সুন্দর দেখাইতে লাগিল। যদুনাথ কাগজখানি বিস্তার করিয়া ঊর্দ্ধে ধৃত করিয়া সভাস্থ সকলকে দেখাইলেন। পরে একবার উহা মাধবকে দেখাইয়া পুনরায় আপন হস্তে লইলেন। মাধব ঐ কাগজখানি দেখিবামাত্র যেন কিছু বিস্মিত ও চিন্তিত হইলেন। যদুনাথ তখন সভার মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন :—

"আমি ধর্ম্মপ্রমাণ বলিতেছি এক বৎসর গত হইল আশানপুর সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরে স্বর্গীয়া মহামায়া ব্রহ্মচারিণীর নিকট হইতে এই তাম্রকৌটা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তিনি এক বৎসর মধ্যে এই কৌটা খুলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এক বৎসর কাল অতীত হইয়াছে। কৌটা খুলিয়া যে কাগজখানি পাইয়াছি তাহাতে যাহা লেখা আছে একবার সকলকে পড়িয়া শুনাইব। আমার সবিনয় অনুরোধ উপস্থিত পণ্ডিত ও বিজ্ঞ মহোদয়েরা এই কাগজে লিখিত বিষয় শ্রবণ করিবেন, কারণ উহা এই বিবাহ সম্বন্ধে অতি গুরুতর বিষয়। পাঠান্তে যদি এই বিবাহ সকলের অনুমোদিত হয় তবে আরব্ধ কার্য্য এখনি সম্পন্ন হইবে।"

যদুনাথ ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে উচ্চৈঃস্বরে কম্পিতাস্যে কখন বা বিকৃতকণ্ঠে মাধবের মাতা মহামায়া ব্রহ্মচারিণীর পত্র পড়িতে লাগিলেন :—

শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণং।

"পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান যদুনাথ রায়

শুভাশীর্ব্বাদ পূর্ব্বকমাবেদনমেতৎ।

"বাছা!

আমি সুস্থ শরীরে সচ্ছন্দ চিত্তে সর্ব্বমঙ্গলাকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি চৌদ্দ বৎসর গত হইল আমার স্বামী ৺শ্যামাচরণ বাগছীর সহিত কাশীধামে গমন করিয়াছিলাম। যখন সেখানে পঁহুছিলাম তখন আমি সাত মাস অন্তঃসত্বা। আমরা পাঁচ মাস কাশীধামে অবস্থিতি করিয়াছিলাম। আমার গর্ভ যখন নবম মাসে পঁহুছিল তখন একদিন অতি প্রত্যূষে ধীরে ধীরে মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছিলাম। স্বামী সঙ্গে ছিলেন। তাঁহার মুখ বড় বিমর্ষ দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি প্রথমে মনের ভাব গোপন করিতে চেষ্টা করিলেন, কৃতকার্য্য হইলেন না। আমি পুনঃপুনঃ মিনতি করায় তিনি বলিলেন "তোমার এই গর্ভে এক কন্যা জন্মিবে, চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে এই কন্যা জলমগ্না হইবে, পরে সঙ্কট রোগে আক্রান্ত হইয়া মুমূর্ষের ন্যায় অবস্থিতি করিবে।

যদি সে যাত্রায় রক্ষা পায় তবে ইহার চতুর্দ্দশ বর্ষেই প্রিয়বিচ্ছেদ ঘটিবে, মর্ম্মাহত হইবে। বোধ হয় বিধবা হইবে। আর এই কন্যাই আমার বংশলোপের কারণ হইবে। রাত্রি প্রভাতে স্বপ্ন দেখিয়াছি, স্বপ্ন সত্য হইবে বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে।"

"শুনিবামাত্র আমার অন্তরাত্মা কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু আশা ছাড়িলাম না, কেহই ছাড়িতে পারে না। স্বপ্ন প্রায়ই মিথ্যা হয় বলিয়া স্বামীকে বুঝাইতে লাগিলাম। তিনি কিছুতেই আশ্বস্ত হইলেন না, সর্ব্বদা দুশ্চিন্তায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। আমি আশা করিয়াছিলাম এই গর্ভে পুত্র সন্তান জন্মিবে, স্বামীর ক্রোড়ে সেই পুত্র রাখিয়া তাঁহার স্বপ্নকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিব। আমার আশা ফলবতী হইল না। বিধাতার নির্ব্বন্ধ, ভবিতব্যতার অখণ্ডনীয়তা কেহই প্রতিরোধ করিতে পারে না। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে আমাদিগের দ্বিতল গৃহের নিম্নভাগে ১৬ই কার্ত্তিক শুক্রবার রাস পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যার সময় আমি এক কন্যা প্রসব করিলাম। প্রসূতি-সুলভ স্নেহ বশতঃই হউক, কি যথার্থই হউক, কন্যা আমার চক্ষে অতুলনীয়া সুন্দরী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমি স্বপ্ন ভুলিলাম, স্বামী ভুলিলাম, বিশ্ব সংসার ভুলিলাম, এক অভূতপূর্ব্ব স্নেহরসে বিগলিত হইয়া বারম্বার কন্যার

মুখচন্দ্রিকা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। সহসা আমার স্বামী সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিয়া কপালে করাঘাত করিয়া বলিতে লাগিলেন "যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল, স্বপ্ন সত্য হইল, এখন উপায়? এ বংশনাশিনীকে কেমন করিয়া আপন ঘরে রাখিব? এখন উপায়?"

"স্বামীর ক্রন্দনে স্বপ্ন মনে পড়িল, হরিষে বিষাদ হইল। প্রসবজনিত ক্লেশেই হউক, অথবা ভবিষ্য অমঙ্গলের আশঙ্কায় হউক, আমার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল। প্রভাতে আমার চৈতন্য হইলে দেখিলাম দুই জন পরিচারিকা একজন চিকিৎসক এবং আমার স্বামী আমাকে শুশ্রূষা করিতেছেন, আমি সূতিকাগৃহে সদ্যোজাত শিশু না দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। স্বামী আমার কথার উত্তর না দিয়া চিকিৎসককে বিদায় দিলেন। পরে আমাকে জানাইলেন যে স্তন্য পান করাইলে আমার জীবন রক্ষা কঠিন হইবে, এই জন্য চিকিৎসকের আদেশে এক মাসের জন্য কন্যা স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। আমি দুই দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া কন্যা দেখিতে চাহিলাম। আমার প্রার্থনা পূর্ণ হইল না। ইহার তিন সপ্তাহ পরে একদিন আহারান্তে দুই প্রহরের সময় আপন প্রকোষ্ঠে শয়ন করিয়াছি, নিদ্রা হয় নাই, এমন সময় পার্শ্বের ঘরে পাপীয়সী হরমণি আমার স্বামীকে বলিল "তোমার মেয়ের একটা পথ হইল, নবকুমার সান্যালের

স্ত্রী ব্রহ্মময়ী তোমার কন্যাকে আপন সন্তানের ন্যায় অতি যত্নে পালন করিতেছেন, অদ্য নবকুমার ও ব্রহ্মময়ী কন্যা লইয়া দেশে যাইবেন। দেখ দেখি, কেমন যায়গায় মেয়ে ফেলে এসেছি। জীব-হত্যা হয় নাই, এ দিকে যাহারা কুড়িয়ে পেলে তাহারাও জানে না কাহার কন্যা। তবে তুমি যে বিল্বপত্রে লিখিয়াছিলে—'এটী ব্রাহ্মণ কন্যা, নিঃশঙ্ক চিত্তে গ্রহণ কর, বাবা বিশ্বেশ্বরের আজ্ঞা'—সেই বিল্বপত্র কন্যার ক্ষুদ্র শয্যায় রাখিয়া নিশীথ সময়ে ব্রহ্মময়ীর শয়ন ঘরের সম্মুখে তোমার মেয়ে রাখিয়া আসিয়াছিলাম। যে দিন রাখিয়া আসিলাম তাহার কয়েক দিন পূর্ব্বে ব্রহ্মময়ীর এক কন্যা জন্মিয়া সূতিকা ঘরে মরিয়া গিয়াছিল। সেই জন্যই ব্রহ্মময়ী বোধ হয় কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে পালন করিতেছেন। যাহাই হউক আমিই তোমার মেয়ের পথ করিয়া দিলাম। এখন 'পুরস্কার দেও, ভালরকমের পুরস্কার'!" ব্রহ্মময়ী তাঁহার স্বামীর সহিত কয়েক মাস কাশীতে বাস করিয়াছিলেন।"

"স্বামী তখন হরমণিকে যে পুরস্কার দিয়াছিলেন তাহা আমার পক্ষে অবক্তব্য। হরমণি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের মেয়ে। অতি অল্প বয়সে বিধবা হইলে কাশী-ধামে প্রেরিতা হয়। গোলক বসু নামে এক ব্যক্তির সহিত ইহার আলাপ হয়, ক্রমে প্রসক্তি জন্মে, তাহাতেই গোপাল ডাক্তারের জন্ম হয়। শুনিতে পাই এই গোলক

বসু এখন দারগা হইয়াছে। গোপালের জন্মের পরেই গোলক বসু হরমণিকে পরিত্যাগ করিয়া দেশে যায়। তৎপর কিছুদিন হরমণি নৃত্যগীতাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, হরিয়া বাই নামে পরিচিতা হয়। এই সময় আমরা কাশী-ধামে গমন করিয়াছিলাম। যদুনাথ! কি বলিব? বলিবার কথা নহে! স্ত্রীর পক্ষে যাহা অবক্তব্য তাহাও বলিতে হই-তেছে, সত্যের অনুরোধে, ধর্ম্মের অনুরোধে, বিষয়ের গুরুত্বে তাহাও বলিতে হইতেছে—হরমণি পাচিকা বেশে আমাদের গৃহে প্রবেশ করিল। প্রধানা মহিষীর ন্যায় স্বামীর চিত্ত অধি-কার করিল, সকল বিষয়ে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া দাঁড়াইল। কুক্ষণে হরমণি আমাদের ঘরে প্রবেশ করিল। যদুনাথ! তুমি আমার পুত্র স্থানীয়, তোমাকে আর অধিক কি বলিব, আমি সেই দিন হইতে স্বামীর শয্যা—স্ত্রীর পক্ষে গোলকধাম—পরিত্যাগ করিলাম—কলুষিত শয্যা পরিত্যাগ করিলাম। উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করিব স্থির করিলাম। বলিতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, সেই রাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম সর্ব্বমঙ্গলা-রূপিণী জগদম্বা আমার শিয়রে বসিয়া বলিতেছেন "বাছা! এ জগতে জীব কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ করে, তুমি আমাতে আত্ম সমর্পণ কর। শান্তি পাইবে, যে শান্তি জীবের পক্ষে দুর্ল্লভ তাহা পাইবে। আমাতেই পুত্র কন্যা স্বামী সখা যাহা চাও সকলই পাইবে।"

"আশ্বস্ত হইয়া উদ্বন্ধনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলাম।

জীবধর্ম্ম প্রযুক্ত কন্যার মায়া পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। স্বামীর চরণে পড়িয়া কন্যা ফিরাইয়া আনিতে অনুরোধ করিলাম। কাশী হইতে নিজবাটীতে ফিরিয়া আসিলাম, বিসূচিকা রোগে স্বামীর মৃত্যু হইল। অনেক চিন্তা করিলাম, শেষে স্থির করিলাম কন্যা ফিরাইয়া আনিতে আর কোন চেষ্টা করিব না। কারণ তাহাতে কোন ফল হইবে না। বরং কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে বাধা হইবে। আমি যে কন্যার মাতা তাহা কেমন করিয়া প্রমাণ করিব? আবার সান্যালেরাই বা আমাকে কি জন্য কন্যার মাতা বলিয়া স্বীকার করিবেন? এদিকে কন্যার পিতৃমাতৃ নিরুপণ সম্বন্ধে সাধারণের সন্দেহ জন্মিবে। তাহাতেই কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে অনেক বাধা পড়িবে। আবার সান্যালেরাও বাক্‌বিতণ্ডায় বিরক্ত হইয়া কন্যা পালনে উদাসীন হইবেন। এই সমুদায় চিন্তা করিয়া কন্যা ফিরাইয়া আনিতে আর কোন চেষ্টা করি নাই। তোমার স্মরণ থাকিতে পারে ব্রহ্মময়ীর স্বামীর নাম নবকুমার সান্যাল। ইহাঁরা কাশী হইতে বাটীতে আসিলে তিন দিন পরে নবকুমারের মৃত্যু হইয়াছিল।”

বর্ত্তমানে সান্যাল বাটীতে নিরুপমা নামে যে বালিকা আছে সেই আমার কন্যা—হতভাগিনী—অনাথিনী!!

স্বপ্ন অনেকাংশে সত্য হইয়াছে। চতুর্দ্দশ বৎসর অতিক্রম করিয়া পঞ্চদশ বর্ষে উপনীত হইতে নিরুপমার এখনও সাত মাস বাকি আছে, এই সাত মাসে কি ঘটিবে বলিতে

পারি না। কিন্তু আমার কাল পূর্ণ হইয়াছে। সর্ব্বমঙ্গলার কৃপায় যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস হই-তেছে, অদ্য হইতে গণনা করিয়া চতুর্থ মাসের শেষভাগে পূর্ণিমার রাত্রে আমার এ জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিতে হইবে। যদি পঞ্চদশ বর্ষে উপনীত হইবার পূর্ব্বে নিরুপমার বিবাহ না হয়, এবং তুমি সেই কাল পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাক তবে আমার অনুরোধ, আমার জীবনের শেষ প্রার্থনা এই যে, তুমি নিরুপমাকে বিবাহ করিয়া আমার প্রেতাত্মার প্রীতি-বিধান করিবে। সর্ব্বমঙ্গলা সমক্ষে এই দান-পত্র সন্তুষ্ট চিত্তে স্বহস্তে লিখিলাম। এই সম্প্রদান-পত্রের পবিত্রতার চিহ্ন স্বরূপ শুভফলের নিদানভূত জগদম্বার পাদমূলের জবাকুসুম এই সঙ্গে প্রদান করিলাম।

মাধব আমার পুত্র, নিরুপমার জ্যেষ্ঠ সহোদর। কিন্তু মাধব আচারভ্রষ্ট, ধর্ম্মভ্রষ্ট, ইন্দ্রিয়াসক্ত, পতিত, সুতরাং শাস্ত্রোচিত সম্প্রদানাদি কার্য্যে তাহার কিছুমাত্র অধিকার নাই। এ অবস্থায় আমার জীবদ্দশায় আমি ভিন্ন কন্যা সম্প্রদানে আর কাহারও অধিকার নাই। আমার দেহান্তের পূর্ব্বে সান্যালদিগের সম্মতি ক্রমে এবং অর্থের দ্বারা বা স্তুতি বাক্যে এক প্রকারে নিরুপমার সহিত তোমার পরিণয় ঘটাইতে পারিতাম। কিন্তু স্বামীর স্বপ্ন ভাবিয়া ভীত হই-য়াছি। স্বার্থের জন্য স্বপ্ন-নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে তোমার সহিত নিরুপমার বিবাহ দিয়া তোমার অমঙ্গল ঘটাইতে

পারি না। সত্য বটে 'প্রিয়-বিচ্ছেদ' শব্দ অতি ব্যাপক। পিতৃবিয়োগ মাতৃবিয়োগ ভ্রাতৃবিয়োগ কি প্রিয়বিচ্ছেদ নহে? অবিবাহিতা বালিকার পক্ষে বাঞ্ছিত-পুরুষের স্থানান্তরে গমন বা মৃত্যুকে প্রিয়-বিচ্ছেদ বলা যায়। আবার এদিকে চির-বিচ্ছেদ কি সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটিবে তাহারও নিশ্চয়তা নাই। যাহা হউক নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে বিবাহ না করিয়া বরং নিরুপমার পঞ্চদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে তাহাকে বিবাহ করা উচিত। এই জন্যই এক বৎসর মধ্যে কৌটা খুলিতে নিষেধ করিয়াছি।"

"আশীর্ব্বাদ করি সর্ব্বমঙ্গলা তোমাকে ধর্ম্মানুরাগী এবং সুখী করিবেন। ইতি সন ১২৮৩। ১২ই জ্যৈষ্ঠ।"

শুভাকাঙ্ক্ষিণ্যাঃ

শ্রীমহামায়া দেব্যাঃ।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

"আজ রে যথায় সহর, কতই লহর, বসেছে সব বাজার মেলা।
কা'ল আবার তথায় নদী, নিরবধি, তরঙ্গে করিছে খেলা॥"

ফিকীর চাঁদ।

নিরুপমার জন্ম-বৃত্তান্ত শ্রবণে সভাস্থ লোকে বিস্মিত হইয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। নিরুপমার এখনও চৈতন্য হয় নাই। ব্রহ্মময়ী তালবৃন্ত হস্তে নিরুপমাকে ব্যজন করিতেছেন। মাধব নীরবে অধোমুখে দণ্ডায়মান, সর্ব্বাঙ্গ স্বেদজলে অভিসিক্ত, পদদ্বয় ঈষৎ কম্পিত, চক্ষু নিমীলিত, ওষ্ঠাধর বিবর্ণ, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অতি বেগবান, দেহ অবসন্নপ্রায়। মাধব তাঁহার মাতার হস্তাক্ষর দেখিয়াই চিনিয়াছিলেন। তথাপি সন্দেহ দূরীকরণার্থ ব্রহ্মময়ীর নিকট প্রকৃত অবস্থা জানিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না, রসনা নিশ্চল হইল।

এদিকে সভাস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা নিরুপমার জন্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, ব্রহ্মময়ীকে বারম্বার জিজ্ঞাসা

করিতে লাগিলেন। এ সময়ে শ্যামাচরণ বাগছী, মহামায়া, নবকুমার সান্যাল প্রভৃতি কেহই জীবিত ছিলেন না, কেবল ব্রহ্মময়ী এবং হরমণি ইচ্ছা করিলে নিরুপমার জন্মবৃত্তান্ত বলিতে পারেন। বারম্বার প্রশ্ন হইতে লাগিল। ব্রহ্মময়ীর গণ্ড বাহিয়া অশ্রুজল পড়িল। তৎপর নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও ব্রহ্মময়ী প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করিলেন। নিরুপমা যে তাঁহার গর্ভজাতা কন্যা নহে তাহাই বলিলেন। ইহাতে নিরুপমা যে সান্যাল বাড়ীর মেয়ে নহে ইহাই প্রকাশ পাইল। কিন্তু নিরুপমার জনক জননী কে তাহা নির্দ্দিষ্ট হইল না, কারণ ব্রহ্মময়ী তাহা জানিতেন না। তখন হরমণির অনুসন্ধান হইল। হরমণি সান্যাল বাটীতে বিবাহ উপলক্ষে আসিয়াছিল। যদুনাথ যখন ব্রহ্মচারিণীর পত্র পাঠ করিলেন, তখন হরমণি ভয়ে সান্যালবাটী হইতে গোলমালের মধ্যে পলায়ন করিয়াছিল। অনেক অনুসন্ধানেও হরমণিকে পাওয়া গেল না। তখন সকলেই বুঝিল ব্রহ্মচারিণীর প্রত্যেক কথা সত্য। এবং সেই জন্যই হরমণি পলায়ন করিয়াছিল।

পুরোহিত ব্রাহ্মণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুই তিন বার 'নারায়ণ' শব্দ উচ্চারণ করিয়া বিবাহের সভা পরিত্যাগ করিলেন। নিরুপমা অজ্ঞানাবস্থায় অন্দরে প্রেরিতা হইলেন। যদুনাথ ব্রহ্মচারিণীর পত্র পাঠ করিয়াই বিবাহের সভা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন।

পত্রখানি মাধবের হাতে দিয়া গিয়াছিলেন। রামনাথ, তারক, হিরণ্ময়ী স্তম্ভিতের ন্যায় পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। মাধব নির্ব্বাক, নিস্পন্দ। গ্লানি, অপমান, অভিমান, বিস্ময়, বিষাদ যুগপৎ মাধবের অন্তর্জগৎকে আক্রমণ করিল। মাধব মনে মনে আপন মৃত্যু কামনা করিলেন! সহসা এ ভাবের পরিবর্ত্তন হইল, প্রতিহিংসাবৃত্তি বলবতী হইল। হরমণির মস্তকচ্ছেদ মানসে উন্মাদের ন্যায় তীব্রবেগে সভা পরিত্যাগ করিয়া মাধব আপন অনুচরবর্গের নিকট উপস্থিত হইলেন। উদ্বাহসূত্র, হীরকমণ্ডিত পরিচ্ছদ, উষ্ণীষ দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তরবারি হস্তে এক অনুচরের অশ্বে আরোহণ করিয়া বড় বাড়ী অভিমুখে অশ্বচালনা করিলেন। পথের উভয় পার্শ্বে অসংখ্য লোক শিশুপালের বিবাহ উল্লেখ করিয়া করতালি দিতে লাগিল। সহস্র করতালির শব্দে অশ্ব ভীত হইয়া গন্তব্য পথ পরিত্যাগ করিয়া বাম দিকে লম্ফপ্রদান করিল। মাধব বেগ সামলাইতে পারিলেন না, ভূতলে পড়িয়া গেলেন, যকৃতে দারুণ আঘাত লাগিল। শেষ রাত্রে অচৈতন্যাবস্থায় বড় বাড়ীতে আনীত হইলেন। যকৃতে আঘাত বড় গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল, সময়ে সাংঘাতিক হইয়া উঠিল।

মাধব এতদিনে বিধাতার বিষম শাসনদণ্ডের অমানুষী শক্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। ওয়াটারলু ক্ষেত্রে

১৮ই জুন সন্ধ্যা-সমাগমে যে শাসনদণ্ডের অনিবার্য্য বেগ নেপলিয়ানের মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ করিল, যে শাসনদণ্ডের ভয়ঙ্কর সংঘর্ষণে ইংলণ্ডাধিপতি চার্লশের পার্থিব রাজদণ্ড নিমেষ মধ্যে চূর্ণীকৃত হইল, যে শাসনদণ্ডের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ রাবণের স্বর্ণলঙ্কা নিমেষ মধ্যে ভস্মীভূত করিল, যে শাসন-দণ্ড কুরুরাজ দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করিয়া কালে কুরুকুল নির্ম্মূল করিয়া ফেলিল, মাধব এতদিনে বিধাতার সেই শাসনদণ্ডের অমিত প্রভাব প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলেন। মাধব বুঝিলেন এ পৃথিবী ব্যক্তি বিশেষের ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির জন্য সৃষ্ট হয় নাই, কোন জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষের অন্যায় সুখ সমৃদ্ধির জন্য সৃষ্ট হয় নাই। মাধব আরও বুঝিলেন বিশ্বেশ্বরের বিশ্বরাজ্যে বাহুবল সকল বল অপেক্ষা দুর্ব্বল।

মাধবের চৈতন্য হইলে দেখিলেন, ভার্য্যা কুসুমকুমারী মৃত্যুশয্যায় শায়িতা, ঘন ঘন শ্বাস বহিতেছে, অতুল সৌন্দর্য্য অতল সাগরে ডুবিয়াছে, কালের করাল ছায়া সহসা কমনীয় কান্তিকে কালিমায় আচ্ছন্ন করিয়াছে। কুসুমকুমারী স্বামীর চরণ মস্তকে রাখিবার জন্য মাধবকে সঙ্কেত করিলেন। মাধব মুমূর্ষু ভার্য্যার শিরে দক্ষিণ চরণ স্পর্শ করাইলেন, মরণোন্মুখী চিরদুঃখিনীর শেষ বাঞ্ছা পূর্ণ হইল। কুসুম পুনরায় সঙ্কেত করিলেন, মাধব তখন সঙ্কেত অনুযায়ী ভার্য্যার অধরপ্রান্তে আপন কর্ণ সংস্থাপন

করিলেন। কুসুমকুমারী অতি ক্ষীণস্বরে বলিতে লাগিলেন :—

"আমি অদৃষ্ট-দোষে রাজরাণী হইয়াও ভিখারিণী ছিলাম, এ জন্মে পতিসেবা আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না, জন্মান্তরে যাহাতে পতিসেবা করিতে পারি এরূপ আশীর্ব্বাদ করিও, আমি আপন ইচ্ছায় চলিলাম।"

বলিতে বলিতে কুসুমকুমারীর প্রাণপ্রদীপ নিবিয়া গেল। বড় বাড়ী ঘোর তিমিরে আচ্ছন্ন হইল, মাধব চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।

কুসুমকুমারী স্বেচ্ছায় প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন কেন? মাধব অনুসন্ধান করিলেন! কুসুমকুমারীর শয্যা পার্শ্বে উপাধানের নিম্নভাগে যে চিঠি পাইলেন তাহাতে সকল সন্দেহ দূর হইল। মাধব দেখিলেন তাহারই প্রিয়বয়স্য দুরাত্মা গোপাল ডাক্তার সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া বারম্বার কুসুমকুমারীর সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কৃতকার্য্য হয় নাই। পত্রের শেষ অংশে লিখিত ছিল—"যখন দেখিলাম আমি তোমার হৃদয়ে স্থান পাই না, উৎকট রোগে আক্রান্ত হইলেও আমাকে চিকিৎসা করা দূরে থাকুক একবার চখের দেখা দেখ নাই, তখনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম এ জীবনে তোমার নিকট কোন আবদার জানাইব না, কোন প্রার্থনা করিব না, কোন নালিশ করিব না। যে পতিপ্রাণা হইয়াও পতি বর্ত্তমানে বিধবা

সে কি সাধারণ বিধবা হইতে সহস্রগুণে হতভাগিনী নহে? এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই গোপাল ডাক্তর আমার সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, এরূপ সাহসী হইয়াছিল। একবার নহে, অনেকবার চেষ্টা করিয়াছিল, শৃগাল হইয়া সিংহীর গাত্র স্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। এ দুঃখ, এ অপমান, আমার অসহনীয় হইয়াছিল, তাই চলিলাম। নির্ম্মল চিত্তে পবিত্র দেহ জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলাম।'

পত্র পড়িবামাত্র মাধবের হৃৎপিণ্ডে একেবারে সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিল। চেতনা বিলুপ্ত হইল না, হইলে পাপীর প্রায়শ্চিত্ত হইত না, দুঃখভোগের জন্যই মাধবের চেতনা রহিল। এতদিনে মাধব বুঝিলেন হরমণি-বিবৃত ব্রহ্মদৈত্য এই গোপাল ডাক্তার। মাধব অসি হস্তে গোপালের অনুসন্ধানে ছুটিলেন। যকৃতের বেদনা গুরুতর হওয়ায় অধিক চলিতে পারিলেন না। সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিতে না করিতে ভূতলে পড়িয়া গেলেন। ভৃত্যেরা পুনরায় মাধবকে শয্যায় আনিয়া রাখিল। অনেক অনুসন্ধানেও গোপালকে পাওয়া গেল না। হরমণি গোপালকে লইয়া পলায়ন করিয়াছিল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

"যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তর কোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ মনঃ স্থিরং
ন সদিদং জগদিত্যবধারয়ঃ॥"

এই ঘটনার পরে তিন বৎসর কাল অতীত হইয়া গেল।—অনন্ত কালের অনন্ত স্রোতে অলক্ষ্যভাবে বিলীন হইল। পৌষের প্রথম ভাগে বামুণহাটী কাছারীর অনতিদূরে সোমেশ্বরী বক্ষে একখানি বড় বজ্‌রা দেখা গেল। বজ্‌রার মধ্যে এক বৎসর বয়স্ক সুন্দর শিশু চুণীলাল সুকোমল শয্যায় বসিয়া পার্শ্বস্থ যুবতীর কবরী ধরিয়া টানিতেছে। যুবতীর শয্যা পার্শ্বে বসিয়া এক যুবাপুরুষ অনিমিষ লোচনে শিশুর ক্রীড়া দেখিতেছেন। কখন ঈষৎ হাস্য করিয়া যুবতীর উভয় হস্ত আপন হস্তে আবদ্ধ রাখিয়া যুবতীর কবরী আক্রমণে চুণীলালের সহায়তা করিতেছেন, কখন যুবতীর অধরে আপন অধর সংলগ্ন করিয়া চুণীলালের

ক্রীড়াক্ষেত্রে অসময়ে অনধিকার প্রবেশ করিতেছেন। চুণীলাল জনক জননীর অধর-মিলনে ইলি বিলি বলিয়া হাসিয়া উঠিল, আবার তখনি খড়খড়ি খুলিয়া 'বৌ' বলিয়া ডাকিল। আবার এ দিকে সোমেশ্বরীর ঘাটে ঝি বৌগুলি জল আনিতে গিয়াছিল, বজরা দেখিতেছিল, বজরার খড়খড়ি খুলিতে দেখিয়া বৌ গুলি ঘোমটা টানিয়া দিল। যুবক-যতুনাথ রায় চুণীলালকে গ্রেপ্তার করিয়া যুবতী-নিরুপমার কোলে তাহাকে আবদ্ধ করিলেন। পরে খড়খড়ি বন্ধ করিয়া দিলেন। নিরুপমা ঈষৎ হাস্য করিয়া চুণীলালকে বলিলেন "ওরে খোকা! বলি খড়খড়ি খুলিয়া পরের বৌ ঝি দেখা কার কাছে শিখ্‌লি রে?"

এই সময় চুণীলাল 'মা, মা' বলিয়া ডাকিল। যদুনাথ উচ্চ হাস্যের তরঙ্গ তুলিয়া বলিলেন "দেখেছ! খোকা ঠিক বলেছে। "নরাণাং মাতুল ক্রমঃ" ওর মামার কাছে পরের বৌ ঝি দেখা শিখেছে।" পাঠকের স্মরণ আছে মাধব বাগছী চুণীলালের মাতুল।

নিরুপমার মুখ সহসা গম্ভীর হইল। মাধবের পত্র মনে পড়িল, সহোদরকে দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। যতুনাথ তখনি আশানপুর অভিমুখে বজরা চালাইতে আদেশ করিলেন। বজরা কিছুদূর অগ্রসর হইলে সোমেশ্বরী তীরে একটী নূতন বাজার দেখা গেল। বাজারের পূর্ব্বাংশে নদীর উপকূলে একটী ইষ্টক-নির্ম্মিত

গৃহ। কেহ চাউল ধুইতেছে, কেহ ময়দা ছানিতেছে, আবার কেহ কেহ ডাক্তারী শিশি হাতে করিয়া উক্ত ইষ্টকালয়ে দ্রুতবেগে প্রবেশ করিতেছে। নিরুপমা এই স্থানের পরিচয় জিজ্ঞাসিলে যদুনাথ বলিলেন "ইহার নাম দেবানন্দ বাজার, এই যে সুন্দর নূতন দালান দেখিতেছ ইহার নাম রামনারায়ণ-মন্দির, পিতৃদেবের নামে উৎসর্গ করিয়াছি। এ স্থান পূর্ব্বে জনশূন্য বহুবিস্তীর্ণ সৈকত ভূমি ছিল। এই স্থানেই তুমি মরণোন্মুখী অনাথিনীর ন্যায় বালুকারাশি মধ্যে অজ্ঞান অবস্থায় পতিত হইয়াছিলে। ভগবানের কৃপায়, গুরুদেব দেবানন্দের ঔষধের গুণে, এই স্থানেই তোমার নিশ্বাসশূন্য নিশ্চল দেহে জীবন সঞ্চার হইয়াছিল।"

নিরুপমা মন্দির দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, মুখে বলিলেন "ওখানে কি ঠাকুর আছেন?"

যদুনাথ একটু হাসিয়া বলিলেন "আপাততঃ দিগম্বর ঠাকুর আছেন।"

দিগম্বর মুন্সীর নাম শুনিয়া নিরুপমা ভীতা হইলেন। নিরুপমা দিগম্বর মুন্সীকে উপযুক্ত এবং বিশ্বাসী কর্ম্মচারী বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন, অনেক সময় বহুমূল্য পুরস্কার দিতেন। কিন্তু দিগম্বরকে বড় ভয় করিতেন, প্রভুপত্নী হইয়াও ভৃত্যকে ভয় করিতেন। দিগম্বরের ভুঁড়ী, বিশাল গুম্ফ, গম্ভীর ভয়াবহ স্বর, ঘূর্ণায়মান চক্ষু নিরুপমার ভীতি উৎপাদন করিত। তাহার উপর দিগম্বর বিষম দাঙ্গাবাজ।

লাঠি মারিতে, তরোয়াল ভাঁজিতে অদ্বিতীয়। আবার ইহার উপর যখন যদুনাথের মুখে শুনিলেন দিগম্বর বামুণ-হাটীর দাঙ্গায় সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়া মোগলাই বেশে অসি হস্তে মানুষের মাথা কাটিয়াছিল তখন নিরুপমার বড় ভয় হইল, এই ভয় অনেক দিন পর্য্যন্ত ছিল। দিগম্বর রামনারায়ণ-মন্দিরে আছেন শুনিয়া নিরুপমা তথায় যাইতে ইতস্ততঃ করিলেন। যদুনাথের আদেশে দিগম্বর একটু সরিয়া গেলেন, যাইবার সময় নিরুপমার ভয়ের কথা শুনিয়া একটু হাসিলেন, সেই 'একটু' হাসির প্রতিধ্বনি সোমেশ্বরীর অপর পারে পৌঁছিল। দিগম্বরের আওয়াজটা একটু ভারি।

নিরুপমা মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ঠাকুর দেখিতে পাইলেন না। তবে কি দেখিলেন? দেখিলেন কতকগুলি অশীতিপর বৃদ্ধ, কতকগুলি অসহায় বিকলাঙ্গ দরিদ্র যদুনাথের অন্নে প্রতিপালিত হইতেছে, আর কতকগুলি নিঃসহায় রোগীর চিকিৎসা হইতেছে। নিরুপমা ফিরিয়া যাইতেছিলেন, পারিলেন না। উৎকট রোগগ্রস্ত এক যুবা মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছিল। নিরুপমাকে দেখিয়া বলিল "তুমি কে? তুমি যেই হও, তুমি স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকের দয়া আছে, মমতা আছে, তুমি আমাকে রক্ষা কর। ঔষধ প্রয়োগে আমার কোন ফল হইবে না, শুশ্রূষায় কোন উপকার হইবে না, সুকোমল শয্যায় আমার

শান্তি নাই, রাজভোগে আমার সুখ নাই, এ সকল এ জীবনে আমার যথেষ্ট ঘটিয়াছে। এখন মৃত্যুই আমার পরম বন্ধু। তুমি আমাকে বিষ দাও, নতুবা গুলি করিয়া মার, যন্ত্রণা অসহ্য হইয়াছে।"

নিরুপমার কর্ণে এই ব্যক্তির কণ্ঠস্বর পরিচিত বলিয়া বোধ হইল। কোদ্‌লার মাঠে নিরুপমার যে নিগ্রহ ঘটিয়াছিল সেই দিন যেন এই ব্যক্তির স্বর শুনিয়াছিলেন বলিয়া মনে হইল। নিরুপমা ভীতা হইয়া যদুনাথের হাত ধরিয়া দাঁড়াইলেন। যদুনাথ নিরুপমার সঙ্গে এই রোগীর শয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন, অনেকক্ষণ দেখিলেন, চিনিতে পারিলেন না। হতভাগার হস্ত পদাদির অঙ্গুলী খসিয়া পড়িয়াছে, বাম চক্ষু একেবারে বিগলিত হইয়াছে, তাহা হইতে নিয়ত পূয় নিঃসৃত হইতেছে। নাসিকা কর্ণ ও নাভিমূল স্ফীত, বিক্ষত, পূয়স্রাবী, দুর্গন্ধময়। তদুপরি ক্ষুদ্র শ্বেত কীট ক্রীড়া করিতেছে!!

মানব দেহের এরূপ ভয়ঙ্কর পরিণাম দর্শনে যদুনাথ মর্ম্মাহত হইয়া শয্যার এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান, নিরুপমার উভয় গণ্ড অশ্রুজলে আপ্লুত। যদুনাথ দেখিলেন হতভাগার জীবনী শক্তি শেষ হইয়া আসিয়াছে, মৃত্যু অতি নিকট। মৃত্যুই যে ইহার পক্ষে শ্রেয়ঃ তাহাও বুঝিতে পারিলেন। তথাপি তাহার শেষ বাসনা কিছু আছে কি না জানিতে চাহিলেন, এবং সাধ্য থাকিলে সে বাসনা পূর্ণ করিতে

প্রতিশ্রুত হইলেন। মুমূর্ষু রোগী বিকৃত কণ্ঠে বলিল "আমার মাকে ডেকে দেও, মায়ের কোলে মরিব, আমার বড় ভয় হইতেছে, মৃত্যু বড় ভয়ঙ্কর! মাকে ডাক, দেরি ক'র না, ডাক ডাক!!"

যদুনাথ তখন রোগীর মাতার নাম ও ঠিকানা জানিতে চাহিলেন। রোগী হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল "এই সেবানন্দ বাজারে আমার মা আছেন, ভিক্ষা করিয়া থাকেন, যেখানে ছেলেগুলি গোল করিতেছে ঐখানে আমার মা আছেন। শীঘ্র ডাক, আমার বড় ভয় হইতেছে, ডাক, ডাক!"

যদুনাথ নিরুপমাকে বজ্‌রায় পাঠাইয়া দিয়া স্বয়ং বাজারের দিকে ছুটিলেন। বাজারের এক প্রান্তে দেখিলেন কতকগুলি ছেলে এক বৃদ্ধাকে বেষ্টন করিয়া করতালি দিয়া উচ্চ হাস্যের তরঙ্গ তুলিতেছে। কখন বাউলের সুরে গাইতেছে :—

বল্‌না হরমণি পিসি, দাঁতে মিশি
হাসি খুসি কোথায় গেল।
দেখে তোর নেড়া মাথা, ছেঁড়া কাঁথা,
গোলক দাদা কেঁদে ম'ল॥
মজায়ে কুল নারী, ও নাগরী
রসের তরী বাইলি ভাল।

এখন সে রসের ছটা, ছিটে ফোঁটা,
তন্ত্র মন্ত্র কোথা গেল ॥”

যদুনাথ দেখিলেন বালকেরা এই বৃদ্ধার গায়ে ধূলি দিতেছে, কেহ কেহ নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিতেছে। যদুনাথ হরমণিকে দেখিলেন, চিনিতে একটু বিলম্ব হইল। হরমণির পরিধান শতগ্রন্থি মলিন বস্ত্র, মস্তক কেশ-শূন্য, তদুপরি দুষ্ট বালকেরা আলকাতরা মাখাইয়া দিয়াছে। হতভাগিনীর নাসিকার অগ্রভাগ ছিন্ন, কপালে গোলাকার ক্ষত চিহ্ন। হরমণির কন্থা-নির্ম্মিত ঝুলিতে ধূলিমিশ্রিত তণ্ডুল, বাম হস্তে সছিদ্র নারিকেল মালা, দক্ষিণ হস্তে লাঠি। হরমণি লাঠি উঠাইয়া বালকদিগকে তাড়না করিতেছিল।

যদুনাথ হরমণিকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। এতক্ষণে বুঝিলেন দরিদ্রাশ্রমের মুমূর্ষু রোগী এই হরমণির পুত্র গোপাল ডাক্তার !!

হরমণি যদুনাথকে দেখিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। যদুনাথের দিকে চাহিতে তাহার সাহস হইল না। যদুনাথ তখন অভয়দানে হরমণিকে আশ্বস্ত করিয়া তাহাকে গোপালের মৃত্যু-শয্যা পার্শ্বে আনিলেন। গোপালের বাক্‌শক্তি তিরোহিত হইতেছিল। দীন নয়নে উভয় বাহু প্রসারণ করিয়া মুমূর্ষু রোগী জন্মের মত মা বলিয়া ডাকিল।

হরমণি উন্মাদিনীর ন্যায় গোপালের জীর্ণ দেহ আলিঙ্গন করিল। দেখিতে দেখিতে গোপালের জীবনপ্রদীপ নিবিয়া গেল। হরমণির মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ গগন স্পর্শ করিল।

যদুনাথ অশ্রুপ্লাবিত চক্ষে দরিদ্রাশ্রম পরিত্যাগ করিলেন। গোপালের মৃত দেহের সংকার জন্য বন্দোবস্ত করিয়া, হরমণিকে দরিদ্রাশ্রমে প্রতিপালনের জন্য দিগম্বরকে আদেশ করিয়া, যদুনাথ বজ্‌রায় গমন করিলেন। সন্ধ্যার সময় আশানপুরের ঘাটে বজ্‌রা লাগিল। যদুনাথ অশ্বারোহণে বড় বাড়ী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নিরুপমা চুণীলালকে ক্রোড়ে লইয়া পাল্কীতে উঠিয়া যদুনাথের পশ্চাদ্গমন করিলেন। চাঁদু খানসামা সঙ্গে চলিল।

তিন বৎসর পরে যদুনাথ বড় বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল। মাধব কোথায়?

বড় বাড়ীর সম্মুখে লোক নাই, আলো নাই, শব্দ নাই। যদুনাথ ডাকিলেন, কোন উত্তর পাইলেন না, চারিদিকে চাহিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। ক্রমে তিন জনেই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যদুনাথ অশ্বশালায় অশ্বরক্ষা করিয়া ক্রমে অন্দর মহলে প্রবেশ করিলেন। কোথায়ও মনুষ্যের সাড়া শব্দ নাই, চারিদিক অন্ধকার, নির্জ্জন, নিস্তব্ধ। যদুনাথ ভীত হইলেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অন্দর মহলে একদিন মাধবের সঙ্গে যে

ঘরে বসিয়াছিলেন সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন গৃহ মধ্যে মূল্যবান জিনিস কিছুই নাই। দুই একটা ভাঙ্গা বাক্স পড়িয়া আছে, কোন স্থানে অর্দ্ধ-দগ্ধ কাগজ পত্র বায়ুভরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। কোথাও বেলের মালা, শাগু, আরারুট, ডালিমের ছাল, গুলের কাত, পায়রার মাথা, ঔষধের বড়ি, ভাঙ্গা শিশি পড়িয়া রহিয়াছে। যদুনাথ নিম্নে একটা ঘরে শব্দ শুনিয়া সেই স্থানে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন একটা লোক আপন মনে বকাবকী করিতেছে, ভ্রূকুটী ভঙ্গি করিতেছে, একখানা ছেঁড়া কম্বল পরিয়াছে, কম্বলের মধ্য হইতে কতকগুলি জমিদারী সেরেস্তার কাগজ বাহির করিয়া অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দিতেছে। যদুনাথকে দেখিয়া এই ব্যক্তি এক-দৃষ্টে অনেকক্ষণ চাহিয়া দেখিল। পরে বিকট হাস্য করিয়া বলিল "সুনীতি! শূয়ার। শূয়ার! তুই হিরণ্ময়ীর জার শূয়ার! শূয়ার!"

যদুনাথকে সুনীতি জ্ঞানে এই উন্মাদ গালি দিতেছিল। যদুনাথ, এই উন্মাদের স্বরে বুঝিলেন এ ব্যক্তি তারক সান্যাল। যদুনাথ তারককে ধরিতে গেলেন, পারিলেন না। উন্মাদ 'হিরণ্ময়ী' বলিয়া দুই তিনবার চীৎকার করিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।

যদুনাথ বিচলিত হইলেন, কিন্তু কাহারও নিকট প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারিলেন না। মাধব বাগছী কোথায়?

যদুনাথ বড় বাড়ীর নানাস্থানে অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কোথায়ও কাহারও সাড়া শব্দ নাই। নিরুপমা করুণকণ্ঠে দুই তিনবার 'দাদা' বলিয়া ডাকিলেন, কোন উত্তর পাইলেন না। ক্রমে যদুনাথ ও নিরুপমা টাড়ু খানসামার সহিত মাধব-মঞ্জিলে উপস্থিত হইলেন। প্রথম প্রকোষ্ঠে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। দ্বিতল প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন একটা মার্জ্জার অৰ্দ্ধমৃত মূষিক লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। চারিদিকে কাকাতুয়া, ময়না, চন্দনা, শ্যামা, বুল্‌বুল্ প্রভৃতির অৰ্দ্ধভুক্ত দেহ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। মার্জ্জার-ভুক্তাবশেষ পিপীলিকায় ভক্ষণ করিতেছে। বিনষ্ট বিহঙ্গের শোণিতপাতে হর্ম্ম্যতল কলুষিত হইয়াছে, পূতিগন্ধ নিরন্তর নির্গত হইয়া মঞ্জিল শ্মশানে পরিণত করিয়াছে। মঞ্জিলের চূড়ায় বসিয়া একটা পেচক থাকিয়া থাকিয়া ভয়াবহ স্বরে কি যেন বলিতেছে।

যদুনাথ শিহরিয়া উঠিলেন, পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ হইল। তিন বৎসর পূর্ব্বে একদিন নিশীথ সময়ে মাধবের সঙ্গে এই ঘরে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন সকলই মনে পড়িল। যদুনাথ ব্যথিত অন্তরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। যে মাধব-মঞ্জিল ঐশ্বর্য্য অংশে অমরাবতীকেও উপহাস করিত আজ তাহা দরিদ্রের কুটীর অপেক্ষাও হীনপ্রভ। যে হর্ম্ম্যতল মহামূল্য মচলন্দে মণ্ডিত

হইয়া পদ্মরাগ মণির উজ্জ্বল আভায় প্রতিফলিত হইত আজ সেই উজ্জ্বল প্রকোষ্ঠ কে অন্ধকার করিল? কুঙ্কুমরঞ্জিত রঙ্মহল বিহঙ্গ-শোণিতে কে কলুষিত করিল? মৃগনাভি-বিমিশ্রিত চন্দন-চূয়া-পরিমলবাহী মঞ্জিলবায়ু আজ পূতিগন্ধে পরিণত হইল কেন? কামিনী-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত সুস্বর লহরী তিরোহিত হইয়া পেচকের ভীষণ শব্দ ভীতি উৎপাদন করিতেছে কেন?

যদুনাথ দেখিলেন, ভাবিলেন, বিস্মিত হইলেন। পার্থিব ঐশ্বর্য্যের অসারতা, ভবিতব্যতার অবশ্যম্ভাবিতা নিমেষ মধ্যে যদুনাথের হৃদয়াকাশে প্রতিফলিত হইল। পৃথিবীর মধ্যে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নগর, নরপতি রাজ্যবিস্তার, রাষ্ট্রবিপ্লব মনে পড়িতে লাগিল। রোম, মাসিডন, কার্থেজ, বোগদাদ গিজ্‌নি, দিল্লি, সেতারা, উদয়পুর প্রভৃতি মহানগরীর প্রতিষ্ঠা, অভ্যুদয়, পূর্ব্ব গৌরব, শোচনীয় পরিণাম মনে পড়িল। রমুলাশ, আলেকজাণ্ডার, হানিবাল, হারুনুলরসিদ, মামুদ, পৃথু, আকবর, আরঙ্গজীব, শিবজী, প্রতাপসিংহ প্রভৃতি নৃপতিবর্গের সৈন্যবল, পরাক্রম, পরিণাম যদুনাথের স্মৃতিপটে প্রস্ফুটিত হইল। মুহূর্ত্তের জন্য যদুনাথ নিরুপমাকে ভুলিলেন, চুণীলালকে ভুলিলেন, অন্নপূর্ণাকে ভুলিলেন, কেবল একটী মাত্র চিত্র যদুনাথের চিত্ত অধিকার করিল। সে চিত্র কি? ভারতের ভূত-পূর্ব্ব মানচিত্র। দ্রুতগামিনী স্মৃতিলেখনি ভারতের পূর্ব্ব মান-

চিত্র অঙ্কিত করিয়া যদুনাথের সম্মুখে ধারণ করিলেন। যদুনাথ বিহ্বলচিত্তে মানসচক্ষে ভারতের পূর্ব্ব মানচিত্র দেখিতে লাগিলেন, অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে যদুনাথের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। দেখিলেন গান্ধার, পাঞ্চাল, অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, মিথিলা, কাঞ্চি, কর্ণাট, উজ্জয়িনী প্রভৃতি মহানগরীর উজ্জ্বল আভা বিকীর্ণ হইয়া দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিয়াছে। প্রভূত পরাক্রমশালী সূর্য্যসদৃশ হিন্দু নৃপতিগণ রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেছেন। অযোধ্যায় অশ্বমেধ, ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয় অনুষ্ঠিত হইতেছে। ধনধান্য-পরিপুষ্ট প্রজামণ্ডলী প্রজাবৎসল ভূপতিকে নর-নারায়ণ জ্ঞানে বারম্বার নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। হিমাচল, বিন্ধ্যাচল, নীলগিরি আরাবেলী, প্রভৃতি শৈলবৃন্দের সানুদেশে ঋষি-কুমারগণ বেদমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক হুতাশনে ঘৃতাহুতি প্রদান করিতেছেন। 'স্বধা' 'স্বাহা' শব্দে গগনমণ্ডল প্রতি-ধ্বনিত হইতেছে। নৃপতিবৃন্দ ধনুর্ব্বাণ হস্তে ধর্ম্মদ্বেষী পার্ব্বত্য জাতিকে নিপীড়ন পূর্ব্বক প্রজামণ্ডলীর ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছেন। যদুনাথ কুরুক্ষেত্রে হিন্দুজাতির পরাক্রম, সমর-কৌশল, স্বার্থত্যাগ, প্রতিজ্ঞাপালন দেখিলেন। আরও দেখিলেন নৈমিষারণ্যে সভা-সমিতির চরমোৎকর্ষ, ব্যাসে বাল্মীকে মহাকাব্যের পরাকাষ্ঠা, গৌতমে কপিলে ন্যায়-দর্শনের অক্ষয়ভাণ্ডার, পাতঞ্জলে জড়বিজ্ঞানের সহিত

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব সম্মিলন চিত্রিত রহিয়াছে। যদুনাথ বিভোর হইয়া ভারতের মানচিত্র দেখিতেছিলেন। সহসা এ চিত্র দূরীভূত হইল, যদুনাথ আবার চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।

ভগবান! সকলি তোমার [illegible] তুমি দ্বাপরে ধর্ম্ম-পিপাসু অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলে :—

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

হা দীনবন্ধু! দ্বাপর-যুগ ত অনেক দিন অতিবাহিত হইয়াছে! এখন যে কলি-যুগ ধর্ম্মবিপ্লব ঘটাইয়া দেশে দেশে ঘরে ঘরে গরল উৎপাদন করিয়া পৃথিবীকে জর্জ্জরীভূত করিতেছে। পৃথিবীতে এখন যতগুলি লোক প্রায় তত-গুলি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম দেখিতেছি। এখনও কি ধর্ম্মসংস্থা-পনের সময় উপস্থিত হয় নাই? তুমি অন্তর্য্যামী, তুমিই বলিতে পার। আমি ইহাই জানি যে ভগবদ্বাক্য মিথ্যা হইবে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আর কত দিন?

যদুনাথ হতাশ হৃদয়ে নিরুপমার সহিত মঞ্জিল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময় মঞ্জিলের সর্ব্বোচ্চ প্রকোষ্ঠ হইতে কে ডাকিল "মুরলে"।

নিশাকালে নির্জ্জন সৌধে সেই মর্ম্মভেদী 'মুরলে' শব্দ প্রতিধ্বনিত হইয়া যদুনাথের নির্ভয় হৃদয়ে মুহূর্ত্তের জন্য ভয়ের সৃষ্টি করিল। নিরুপমা সভয়ে যদুনাথের হস্ত ধারণ

করিয়া সুষুপ্ত চুণীলালকে চাঁদুর ক্রোড়ে অর্পণ করিলেন। যদুনাথ আলো লইয়া মঞ্জিলের সর্ব্বোচ্চ প্রকোষ্ঠের দিকে যাইতে লাগিলেন। সোপান-শ্রেণী অতিক্রম করিতে না করিতে আবার সেই 'মুরলে' শব্দ প্রতিধ্বনিত হইল। নিরুপমা যদুনাথের [illegible] করিয়া প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। ঘর অন্ধকার! যদুনাথের হস্তস্থিত আলো সহসা নির্ব্বাপিত হইল। যদুনাথ উদ্বিগ্ন হইলেন, নিরুপমা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন! গৃহমধ্যে মনুষ্য-কণ্ঠ শ্রুত হইল, যদুনাথ ডাকিলেন, কেহ উত্তর করিল না!

চাঁদু নিমেষ মধ্যে পুনরায় অন্দরমহলে প্রবেশ করিল, আলো জ্বালিয়া পুনরায় যদুনাথের নিকট উপস্থিত হইল। যদুনাথ নিরুপমার সহিত ধীরে ধীরে অতি সাবধানে মাধব-মঞ্জিলের সর্ব্বোচ্চ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। কি দেখিলেন?

দেখিলেন প্রকোষ্ঠের এক প্রান্তে দুর্গন্ধময় মলিন শয্যা বিন্যস্ত রহিয়াছে। শয্যা হইতে উপাধান অনেক দূর সরিয়া পড়িয়াছে। একটী সছিদ্র কলসী হইতে নিঃসৃত জলধারা নির্গত হইয়া শয্যার অর্দ্ধাংশ সিক্ত করিয়াছে, অপরার্দ্ধ মলমূত্রে কলুষিত। গৃহপ্রান্তে কঙ্কালাবশিষ্ট এক রুগ্ন পুরুষ উন্মাদের ন্যায় চারিদিকে চাহিতেছে। সংজ্ঞা-হীন উলঙ্গ রোগী শয্যা ছাড়িয়া আপন মলমূত্রে বারম্বার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেছে। কখন ভয়-বিকৃত কণ্ঠে চীৎকার করিতেছে, কখন বিকট হাস্য করিয়া প্রলাপ বাক্যে কোন

মৃত ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছে। গৃহে দ্বিতীয় লোক নাই। যদুনাথ আপন উত্তরীয় বসনে রোগীর নিম্নার্দ্ধ আবৃত করিয়া তাহাকে শয্যার উপর আনয়ন করিলেন। আলো লইয়া রোগীর মুখের নিকট ধরিলেন, বারম্বার দেখিতে লাগিলেন। নিরুপমার গণ্ডস্থল অশ্রুজলে প্লাবিত হইল, যদুনাথের মুখে কেবল পুনঃপুনঃ 'নারায়ণ' শব্দ উচ্চারিত হইতে লাগিল। সকলেই চিনিলেন বিকারগ্রস্ত রোগী মাধব বাগছী!

যদুনাথের আদেশে চাঁদু তখনই চিকিৎসকের অনুসন্ধানে ছুটিল। চিকিৎসক নিকটে পাওয়া গেল না, ভোরের সময় চাঁদু প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে মাধবের সংজ্ঞাও প্রত্যাবর্ত্তন করিল। মাধব অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত যদুনাথ ও নিরুপমাকে দেখিতে লাগিলেন। ইঙ্গিতে পিপাসা জানাইলেন। যদুনাথ ধীরে ধীরে মাধবের শুষ্ক-কণ্ঠে জল দিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে মাধব অতি ক্ষীণ স্বরে বলিলেন "মানুষ মরিতে দেখিয়াছি, আমি যে মরিব ইহা ত একদিনও মনে হয় নাই। ইহ জীবনেই আমার নরক-ভোগ হইল, বিশ্বাস করিও! এখানেই আমার নরক-ভোগ হইল। যত লোকের বিত্ত হরণ করিয়াছি, যত সাধ্বীর সতীত্ব হরণ করিয়াছি তাহারা প্রত্যহ রাত্রে আমাকে স্বপ্নে অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত করিতেছে, আমার উদর বিদীর্ণ করিয়া শৃগাল কুকুরের আহার যোগাইতেছে।

স্বপ্ন মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু আমার যন্ত্রণা মিথ্যা নহে। আমার সুখ ভোগের শক্তি লোপ হইয়াছে. কিন্তু যন্ত্রণা ভোগের সময় আমার ইন্দ্রিয়াদি সম্পূর্ণ জাগ্রত থাকে। সান্যাল বাটীতে বিবাহ করিতে যাওয়াই আমার কাল হইল। যকৃতের বেদনা আর ভাল হইল না, বিধাতার আঘাত মানুষে ভাল করিতে পারিল না, উদরাময়ে আমার দেহান্ত হইল।"

সহসা রোগীর কণ্ঠরোধ হইল, শ্বাস প্রশ্বাসের বিপর্য্যয় ঘটিল, চক্ষু নিমীলিত প্রায়, সর্ব্বাঙ্গ শিথিল, নিশ্চল, ক্রমে শীতল হইয়া আসিল। মাধব তখন চুণীলালকে আপন পার্শ্বে আনাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। নিরুপমা চুণীলালকে মুমূর্ষু সহোদরের শয্যাপার্শ্বে লইলেন। মাধব দক্ষিণ হস্ত প্রসারণে ভাগিনেয়কে ক্রোড়ে লইতে চেষ্টা করিলেন। চেষ্টা বিফল হইল। হস্ত অবসন্ন হইয় পড়িল, মাধবের নয়ন প্রান্তে অশ্রুবিন্দু বিগলিত হইল। মা॰ব ক্ষী॰ স্বরে কি বলিলেন কেহ বুঝিতে পারিল না। যদুনাথ ও নিরুপমা মাধবের মুখের নিকট কর্ণ সংস্থাপন করিলেন। মাধব অবরুদ্ধ-প্রায় ক্ষীণকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন "আমার ভদ্রাসন বাড়ী চুণী—চুণীকে দিলাম—আমার আর নাই—নাই—সেই, কুলটা—পাপীয়সী—সেই রাক্ষসী হীরা বৌ—তারকের স্ত্রী—আমার ঘরে ছিল—রঁাধিত—আগে চিনিতে পারি নাই—সুনীতি আমলা হইল—চিনি নাই, বুঝি নাই—

রাক্ষসী সর্ব্বস্ব লইয়া পলাইল—আম্‌লা সুনীতি সম্পত্তি লুঠিল—হীরাকে নিয়া পলাইল—তারক মূর্খ!! তারক। তারক!—হতভাগা ক্ষেপে গেল! আমার কাগজ পত্র পোড়াইল! আমার নাই—কিছু নাই!! এই অট্টালিকা! থাকুক—তুমি ইহার 'মাধব-মঞ্জিল' নাম—মুছিয়া ফেল, মুছিয়া ফেল—সেই চূড়ায় বড় বড় অক্ষরে—পাথরের হরফে লিখিও :—

"মাধব যাওয়ার বেলা খালি হাতে গেল"

মাধব আর বলিতে পারিলেন না, কণ্ঠরোধ হইল, দেখিতে দেখিতে চক্ষু জন্মের মত নিমীলিত হইল। যম-যন্ত্রণার অবসান হইল, প্রাণবায়ু অলক্ষ্যভাবে অনন্তধামে উড়িয়া গেল। নিরুপমা মৃত সহোদরের শয্যা পার্শ্বে ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, যদুনাথ বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মাধবমঞ্জিল মহাশ্মশানে পরিণত হইল।

[illegible]৯৫ খৃষ্টাব্দে গোয়ালন্দের ষ্টীমারে একটী বাঙ্গালীর মেয়ে কুলীদিগের সহিত আসাম চা বাগানে প্রেরিতা হয়। পরিচয়ে জানিলাম সেই হিরণ্ময়ী!

সমাপ্ত।

যদুরায়

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়
প্রণীত।

কলিকাতা

সন ১৩০৫। ইংরাজী ১৮৯৯।

সাথী প্রেস—কলিকাতা।

মূল্য ১৲ একটাকা মাত্র।

স্বর্গীয়া

মাতা

শ্রীশ্রী

কৃপাময়ী দেবীর

শ্রীচরণে

এই পুস্তক উৎসর্গ করিলাম।

মা!—আহা! আজ পনর বৎসর মা বলিয়া ডাকি নাই, ডাকিতে পারি নাই! কি লইয়া তোমার নিকট দাঁড়াইব? মা! তোমারই মুখে শুনিতাম হরিহরনগরে কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের পর্ণকুটীরে এই অধম সন্তানকে প্রসব করিয়া প্রসব-যন্ত্রণায় অচৈতন্যা হইয়াছিলে! এ অধম সন্তান তোমার কি করিল? কোন্ কাজে লাগিল? তুমি এখন দিব্যলোকে, আনন্দধামে আনন্দময়ীরূপে বিরাজ করিতেছ। তোমার কিসের অভাব? তোমার কিছু অভাব নাই তাহা জানি, কিন্তু আমি যে আজ "যদুরায়কে" তোমার চরণপ্রান্তে রাখিয়া একবার মা বলিয়া ডাকিতে পাইলাম, ইহাতেই আমি কৃতার্থ হইলাম, আমার জীবন সার্থক হইল।

পুরুষোত্তম ক্ষেত্র,
২৩ ফেব্রুয়ারী ১৮৯৭। } কালিদাস